رياض الصالحين

রিয়াদুস সালেহীন

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল

আল্লামা ইমাম নববী (র.)

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

পরিবেশনায়

ইসলামিয়া কুরআন মহল

২০ নং আদর্শ পুস্তক বিপনী * ৬৬, প্যারিদাস রোড
বায়তুল মোকাররম * বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ঢাকা - ১০০০ * ফোন ঃ ৭১১১৫৫৭

অনুবাদকের-আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين الذى بعث نبيه محمداً ﷺ الرؤف الرحيم وهادى إلى صراط المستقيم والداعى إلى دين الإسلام القويم - صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه وسائر علماء الدين الصالحين.

হাদীস মানব জাতির অমূল্য সম্পদ। বিশেষতঃ মুসলিম উম্মাহর জন্য আলোক-বর্তীকা, ইহকাল ও পরকালের মুক্তি ও নাজাতের উসিলা। মহানবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপম জীবন আদর্শ জানতে হলে এবং এবং জীবনের সকল স্তরে তা বাস্তবায়ন করতে হলে হাদীস অধ্যয়ন অপরিহার্য। কেননা, মহান আল্লাহ্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন মাঝেই আমাদের জন্য উন্নতর ও সুন্দরতম আদর্শ রেখেছেন। এ আদর্শকে জানতে হলে হাদীস গ্রন্থ পড়তে হবে ও বুঝতে হবে।

হাদীসের জ্ঞান ভাণ্ডার বিশাল। বছরের পর বছর অধ্যয়ন করেও এ বিরাট ও বিশাল ভাণ্ডার থেকে নিজের প্রয়োজনীয় জ্ঞান চয়ন করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরবর্তী উম্মাতের জন্য বিষয়ভিত্তিক হাদীস বিন্যাস করে উম্মাতের জন্য বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে উত্তম জাযা দান করুন।

আল্লামা ইমাম নববী (র.)-এর বিশ্বখ্যাত ও অমূল্য "রিয়াদুস্ সালিহীন" গ্রন্থখানা উম্মাতে মুসলিমার জন্য অনন্য উপহার। দীর্ঘদিন পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে তিনি বিষয়ভিত্তিক এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন।পবিত্র কুরআনের সাথে হাদীসের যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান তা বুঝানোর জন্য তিনি অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের প্রথমেই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত সংযুক্ত করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণও প্রদান করেছেন। সারা বিশ্বময় এ গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পঠিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর বহু ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে।

বাংলা পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ ভাষা। বাংলাভাষী মুসলমানদের প্রয়োজন অনুভব করে "রিয়াদুস্ সালেহীন" -এর মত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি বাংলায় ভাষান্তর করা। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের এ শ্রম ও প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন !

আহ্কার
মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

গ্রাম ও ডাকঘর ঃ উয়ারুক
থানা ঃ শাহরাস্তি
জেলা ঃ চাঁদপুর।

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লামা ইমাম নববী (র.)-এর জীবনী

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

বিশ্বখ্যাত হাদীস গ্রন্থ ‘রিয়াদুস্ সালেহীন’ (رياض الصالحين)-এর রচয়িতা হলেন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, বহু গ্রন্থের লেখক, জগৎ বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ইমাম নববী (র.)। তাঁর নাম হলো, শেয়খ মুহীউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন শারফ আল-নাবাবী আল-দামেশ্‌কী (র.)। তাঁর ডাকনাম আবু যাকারিয়া, মূলনাম ইয়াহইয়া এবং লক্‌ব-উপাধি মুহীউদ্দীন।

৬৩১ হিজরীর ৫ই মুহাররামে তিনি সিরিয়ার রাজধানী দামেশ্‌কের নিকটবর্তী নাব্‌বী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৭৬ হিজরীর রজবে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তিনি মাত্র ৪৫ বছর জীবিত ছিলেন। এ মহান ব্যক্তি শৈশব থেকেই অত্যন্ত ভদ্র, শান্তশিষ্ট ছিলেন। কৈশোরেই পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তি, প্রতিভা ও জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁর শিক্ষকগণকে আকৃষ্ট করেছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পবিত্র কুরআন, হাদীস, নাহু, সারফ, মানতিক, ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। হাদীস ও ফিকহে তিনি আত্মার খোরাক বেশী পেতেন। তাঁর সৌভাগ্য তিনি সে কালের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আলেম ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। এবং জ্ঞান আহরণের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। তিনি উন্নত চরিত্র, তাক্‌ওয়া ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবন আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে অত্যন্ত সাধারণ আহার করতেন, মোটা কাপড় পরতেন এবং সারা জীবন কৃচ্ছ্র সাধনায় কাটান। তিনি সকলের নিকট ছিলেন গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। জীবনে কখনো অর্থ, সম্মান, পদ ও ক্ষমতার পেছনে ছোটেন নি। কারো থেকে দান গ্রহণ করেন নি। সারা জীবন ইল্‌মের প্রচার ও প্রসারে এবং ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতেন। তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল অসংখ্য।

ইমাম নববী (র.)-এর রচিত গ্রন্থের মধ্যে ঃ

১. كتاب الإيمان (বুখারী শরীফের কিতাবুল ঈমানের ব্যাখ্যা)

২. المنهج فى شرح مسلم ابن الحجاج (মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)।

৩. رياض الصالحين (রিয়াদুস্ সালেহীন)

৪. كتاب الروضة (কিতাবুর রাওদাহ)

৫. شرح المهذب (শারহুল মুহাযযাব)

৬. تهذيب الاسماء والصفات (তাহযীবুল আসমাই ওয়াস সিফাত)

৭. كتاب الأذكار (কিতাবুল আযকার)

৮. الإرشاد فى علوم الحديث (আল-ইরশাদ ফী উলূমিল হাদীস)

৯. كتاب المبهمات (কিতাবুল মুব্হামাত)

১০. شرح صحيح البخارى (বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)

১১. شرح سنن ابى داؤد (আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)

১২. طبقات فقهاء الشافعية (তাবাকাতু ফুকাহাইশ্ শাফিয়্যা)

১৩. الرسالة فى قسمة الغنائم (আর-রিসালাতু ফী কিস্মাতিল গানাইম)

১৪. ألفتاوى (আল-ফাতাওয়া)

১৫. جامع السنة (জামিউস সুন্নাহ)

১৬. خلاصة الأحكام (খুলাসাতুল আহকাম)

১৭. مناقب الشافعى (মানাকিবুশ শাফিয়িয়্যা)

১৮. بستان العارفين (বুসতানুল আরিফীন)

১৯. رسالة الإستحباب القيام لأهل الفضل (রিসালাতুল ইসতিহবাবুল কিয়ামুলি আহালিল ফাযলি।

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ শিষ্টাচার

অধ্যায় ঃ আহারের শিষ্টাচার

অধ্যায় ঃ পোষাক পরিচ্ছদ

بسم الله الرحمن الرحيم

بَابُ الْخَوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর ভয়।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَإِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ (البقرة : ٤٠)

"আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো।" (সূরা বাকারা ঃ ৪০)

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ (البروج : ١٢)

"তোমার রবের পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর।" (সূরা বুরূজ ঃ ১২)

وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوْعٌ لَهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُوْدٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُوْدٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيْدٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ

(هود : ١٠٢ ١٠٦)

"যখন কোনো জনপদের অধিবাসীরা যুলুম করে, তখন তোমার রবের পাকড়াও এরূপই হয়ে থাকে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যাতনাদায়ক, অতিশয় কঠোর। আর এসব ঘটনায় তার জন্য বড় উপদেশ বিদ্যমান, যে পরকালের আযাবকে ভয় করে। সেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে; এবং তা হলো সকলের উপস্থিতির দিন। আর আমি তো অতি সমান্যকালের জন্য অবকাশ দিয়ে রেখেছি। সেদিন কারো কোন ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবে না। কাজেই তাদের মধ্যে কতক তো হবে দূর্ভাগা এবং কতক হবে সৌভাগ্যবান। আর যারা দুর্ভাগা হবে, তারা তো আগুনে পতিত হবে; তার মধ্যে তাদের চিৎকার ও আর্তনাদ (শ্রুত) হতে থাকবে।" (সূরা হূদ ঃ ১০২ - ১০৬)

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ (ال عمران : ٢٨)

"আর আল্লাহ তোমাদের তাঁর সত্তার ভয় দেখান।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩০)

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (عبس : ٣٤ ٣٧)

"সেদিন মানুষ তার ভাই থেকে, তার মা-বাপ ও স্ত্রী-পুত্র পরিজন থেকে পলায়ন করবে। তাদের প্রত্যেকেরই এরূপ ব্যস্ততা হবে যে, কেউ অন্য কারো দিকে মানোযোগী হতে পারবে না।" (সূরা আবাসা ঃ ৩৪-৩৭)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (الحج : ١ ، ٢)

"হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে কিয়ামতের কম্পন ভীষণ ব্যাপার হবে। সেদিন দেখতে পারে স্তন্যদায়িনী নারীরা তাদের স্তন্যপায়ী সন্তানদের ভুলে যাবে এবং সকল গর্ভবতী নারী গর্ভপাত করবে। আর মানুষকে দেখতে পাবে নেশাগ্রস্ত মাতালের মতো, অথচ তারা মাতাল নয়; অধিকন্তু আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠোর।" (সূরা হজ্জ ঃ ১-২)

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (الرحمن : ٤٦)

"আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে তার জন্য দু'টি উদ্যান থাকবে।" (সূরা আর রহমান ঃ ৪৬)

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (الطور : ٢٥ ٢٨)

"আর তারা (বেহেশতে) একে অন্যের দিকে মুখামুখী হয়ে কথাবার্তা বলবে। তারা বলবে, আমরা তো ইতিপূর্বে নিজেদের গৃহে বড়ই ভীত থাকতাম। আল্লাহ আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের দোযখের উষ্ণ আযাব থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে তাঁকে ডাকতাম। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল ও বড়ই দয়ালু।" (সূরা তূর ঃ ২৫ ঃ ২৮)

٣٩٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ

فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحُ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ يَكْتُبُ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ فَوَ الَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتّٰى يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৯৬.হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'সাদিকুল মাসদূক'-সর্বসমর্থিত সত্যবাদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেককে তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্র হিসেবে জমা রাখা হয়। অতঃপর তা রক্তপিন্ডে পরিণত হয়ে এই পরিমাণ সময় থাকে এবং পরে তার মাংসপিন্ড হিসেব অনুরূপ সময় জমা করে রাখা হয়। অতঃপর একজন ফেরেশতা পাঠানো হয়। তিনি তাতে আত্মা ফু'কে দেন এবং ৪টি বিষয়ে লেখার আদেশ করা হয়। আর তা হলো ঃ তার রিযিক, তার হায়াত, তার আমল ও সে দুর্ভাগ্যবান হবে অথবা সৌভাগ্যবান হবে। আর সেই সত্তার শপথ! যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের কেই জান্নাতীবাসীদের আমল করবে, এমনকি তার মাঝে ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকবে। অতঃপর তার কিতাবের লিখন (তাফদীরের লিখন) সামনে এসে উপস্থিত হবে। ফলে সে জাহান্নামীদের আমল করবে এবং তাতে প্রবেশ করবে। আর তোমাদের কেউ জাহান্নামীদের কাজ করবে এমনকি তার মাঝে ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকবে। অতঃপর তার কিতাবের লিখন সামনে এসে উপস্থিত হবে। ফলে সে জান্নাতীদের আমল করবে এবং তাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٩٧- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتٰى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفُ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৯৭. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সেদিন জাহান্নামের সত্তর হাজার লাগাম হবে এবং প্রত্যেকটি লাগামের জন্য সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা থাকবে এবং তারা এ লাগাম ধরে টানবে। (মুসলিম)

٣٩٨- وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بُشَيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ اَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوْضَعُ فِيْ أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ مَا يُرٰى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৩৯৮. হযরত নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন দোযখীদের মধ্যে সবচাইতে লঘু শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি হবে এই যে, তার দু'পায়ে উপর আগুনের দু'টি অংগার রাখা হবে আর তাতে তার মস্তক সিদ্ধ হতে থাকবে। সে মনে করবে তার চাইতে কঠিন শাস্তির মুখোমুখী আর কেউ হয়নি। অথচ সে-ই দোযখীদের মধ্যে সবচাইতে কম শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٩٩- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৩৯৯. হযরত সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ দোযখের আগুনে কোনো দোযখীর গোড়ালী পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো গলা পর্যন্ত পুড়তে থাকবে। (মুসলিম)

٤٠٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَتَّى يَغِيْبَ أَحَدُهُمْ فِيْ رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪০০. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মানুষ যেদিন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের সামনে দাঁড়াবে, সেদিন কেউ তার নিজের ঘামে কানের অর্ধাংশ পর্যন্ত ডুবিয়ে দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٠١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ فَقَالَ : لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وُجُوْهَهُمْ وَلَهُمْ خَنِيْنٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪০১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে এক ভাষণ প্রদান করেন যা আর কখনো শুনিনি। তিনি বলেন ঃ আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে পারতে, তবে নিশ্চয়ই খুব কম হাসতে আবু খুব বেশী কাঁদতে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ কাপড়ে মুখ ঢেকে ফেলেন এবং ডুকরে কাঁদতে শুরু করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٠٢- وَعَنِ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُوْنَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيْلٍ قَالَ

سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الرَّاوِيْ عَنِ الْمِقْدَادِ : فَوَاللّٰهِ مَا أَدْرِيْ مَا يَعْنِيْ بِالْمِيْلِ ، أَمَسَافَةَ الْأَرْضِ أَمِ الْمِيْلَ الَّذِيْ تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ فَيَكُوْنُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِيْ الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ إِلَى حِقْوَيْهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ الْجَامًا وَأَشَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪০২. হযরত মিকদাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টজীবের এত কাছাকাছি নিয়ে আসা হবে যে তা তাদের থেকে মাত্র এক মাইলের ব্যবধানে অবস্থান করবে। এ হাদীসের রাবী সুলাইম ইব্‌ন আমির, মিকদাদ (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহর কসম করে বলছি! আমি জানি না, মাইল বলতে এটা কি যমীনের দূরত্ব বুঝানের মাইল বলা হয়েছে নাকি চোখে সুরমা দেয়ার শলাকা বুঝানো হয়েছে? (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন) অতঃপর মানুষ তাদের আমল অনুযায়ী ঘামের ভেতরে ডুবতে থাকবে। তাদের মধ্যে কেউ গোড়ালী পর্যন্ত, কেউ হাঁটু পর্যন্ত, কেউ কোমর পর্যন্ত ঘামের ভেতর ডুবে থাকবে। আর তাদের মধ্যে কাউকে ঘামের লাগাম পরানো হবে। এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাত দিয়ে মুখের দিকে ইশারা করেন।(মুসলিম)

٤٠٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِيْ الْأَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪০৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষের এত ঘাম বেরুবে যে, তাদের ঘাম যমীনে সত্তর হাত উঁচু হয়ে বইতে থাকবে এবং তাদের ঘামের লাগাম পরানো হবে। এমনকি তাদের কান পর্যন্ত তা পৌছে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٠٤- وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ : هَلْ تَدْرُوْنَ مَا هٰذَا ؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : هٰذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِيْ النَّارِ مُنْذُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فَهُوَ يَهْدِيْ فِيْ النَّارِ الْآنَ انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪০৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম, এ সময় তিনি কারো বস্তুর গড়িয়ে

পড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের শব্দ তোমরা জানো? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা একটা পাথর যা সত্তর বছর পূর্বে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অদ্যাবদি তা দোযখেই গড়াচ্ছিল আর এখন গিয়ে এক গর্তে পতিত হয়েছে। তাই তোমরা এ পতনের শব্দ শুনতে পেলে। (মুসলিম)

٤٠٥- وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪০৫. হযরত আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সাথে তার প্রতিপালক কথাবার্তা বললেন। তার ও আল্লাহর মধ্যে কোনো দোভাষী থাকবে না। আর যে ডাইনে তাকিয়ে পূর্বে পাঠানো আমল ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। আবার বাঁয়ে তাকিয়েও আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পারে না। আর সামনে তাকিয়ে দোযখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। তাই এক টুক্রা খেজুরের বিনিময়ে হয়েও দোয্খ থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। (বোখারী ও মুসলিম)

٤٠٦- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّى أَرَى مَالاَ تَرَوْنَ أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا فِيْهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكَ وَاضِعُ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّٰهِ تَعَالَى وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُوْنَ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪০৬. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা তা দেখতে পাচ্ছো না। আকাশ উচ্চস্বরে শব্দ করছে, আর এর উচ্চস্বরে শব্দ করার অধিকার আছে। কেননা তাতে চার আংগুল পরিমাণ জায়গাও খালি নেই বরং ফিরিশতাগণ তাতে আল্লাহর জন্যে সিজ্দায় তাদের কপাল ঠেকিয়ে রেখেছেন। আল্লাহর কসম! আমি যা জানি, যদি তোমরা তা জানতে পারতে, তাহলে তোমরা হাঁসতে কম, কাঁদতে বেশী; আর তোমরা স্ত্রীদের সাথে বিছানায় শুয়ে আমোদ-আহলাদ করতে না এবং মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার জন্যে বনে জংগলে বেরিয়ে যেতে। (তিরমিযী)

٤٠٧- وَعَنْ أَبِى بَرْزَةَ نَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَسْلَمِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَ فَعَلَ فِيْهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ، وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৪০৭. হযরত আবু বারযা নাদলা ইব্‌ন ওবাইদ আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন (হাশরের ময়দানে) বান্দা তার স্থানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত না তাকে জিজ্ঞেস করা হবে; তার জীবলকাল কিরূপে অতিবাহিত করেছে? তার জ্ঞান কিরূপে কাজে লাগিয়েছে। তার সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করেছে এবং কিসে খরচ করেছে? আর তার শরীর কিভাবে পূরণ করেছে? (তিরমিযী)

٣٠٨- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا) ثُمَّ قَالَ : أَتَدْرُوْنَ مَا أَخْبَارُهَا ؟ قَالُوْا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ : فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا تَقُوْلُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِىْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، فَهٰذِهِ أَخْبَارُهَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৩০৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ يومئذ تحدث اخبارها "সেদিন তা (যমীন) তার সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করবে– " (সূরা যিল্‌যালঃ ৪) । অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি জানো সেদিন যমীন কি বর্ণনা করবে? উপস্থিত সবাই বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ যমীন যে অবস্থা বর্ণনা করবে তা হলো এই যে, তার উপরে নর-নারী কি কি করেছে, সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে, তুমি এই দিনে এই এই কাজ করেছো। এগুলো হলো তার বর্ণনা। (তিরমিযী)

٤٠٩- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُهُ الْقَرْنَ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ ، وَاسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ فَكَانَ ذٰلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ : قُوْلُوْا : حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৪০৯. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমি কিভাবে নিশ্চিত বসে থাকবে পারি? অথচ শিংগাধরী ফিরিশ্‌তা (ইস্‌রাফীল) মুখে শিংগা লাগিয়ে কান খুলো অপেক্ষা করছেন, কখন তাঁকে ফুঁ দেয়ার

হুকুম করা হবে, আর তিনি ফুঁ দিবেন? মনে হলো যেন একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ সন্ত্রস্ত হয়ে আতংকিত হলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমরা বলো, "আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনি উত্তম অভিভাবক ও সাহায্যকারী।" (তিরমিযী)

٤١٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪১০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (শেষরাতে শত্রুর লুটতরাজকে) ভয় করে, সে সন্ধ্যা রাতেই রওয়ানা হয় এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যা রাতেই রওয়ানা হয়, সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে। জেনে রাখো, আল্লাহর সামগ্রী খুবই মূল্যবান। জেনে রাখো, আল্লাহর সামগ্রী হলো জান্নাত। (তিরমিযী)

٥١١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ قَالَ : يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَلِكَ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ : اَلْأَمْرُ أَهَمُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪১১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন লোকেরা খালি পা, উলংগ শরীর এবং খাতনাহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সমস্ত নারী-পুরুষ একসাথে? তারা তো একে অপরকে দেখতে থাকবে? তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! মানুষ যা কল্পনা করে সেদিনের পরিস্থিতি তার চাইতেও ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, "মানুষ একে অপরের দিকে তাকাবে, সেদিনের অবস্থা তো এর চাইতেও ভয়াবহ হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الرَّجَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর উপর আশা-ভরসা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -(الزمر : ٥٣)

"হে মুহাম্মদ, আপনি বলে দিন! হে আমার (আল্লাহর) বান্দারা! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছো তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (সূরা যুমার ঃ ৫৩)

وَهَلْ نُجَازِيْ إِلاَّ الْكَفُوْرَ (سبأ : ١٧)

"আর আমি অকৃতজ্ঞ লোকদেরই শাস্তি দিয়ে থাকি।" (সূরা সাবা ঃ ১৭)

إِنَّا قَدْ أُوْحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (طٰهٰ : ٤٨)

"আমাদের কাছে অহী এসেছে, যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে এবং (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে-ই শাস্তি লাভ করবে।" (সূরা তো-হা ঃ ৪৮)

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ - (الأعراف : ١٥٦)

"আর আমার রহমত সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।" (সূরা আরাফ ঃ ১৫৬)

٤١٢- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، وَأَنَّ عِيْسى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ ، وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ -

৪১২. হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাই নেই, তিনি এক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই; আর মুহাম্মদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল এবং ঈসা আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল এবং তাঁরই একটি শব্দ (হুকুম) যা তিনি মারইয়মের প্রতি প্রদান করেন এবং তারই পক্ষ থেকে দেয়া একটি আত্মা। আরো (এ সাক্ষ্য দেবে যে,) জান্নাত সত্য, জাহান্নাম ও সত্য, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে যে কোনো আমল করুক না কেন?" (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তাঁর জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।"

٤١٣- وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزِيْدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ ، فَجَزَاءَ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِى يَمْشِىْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِيَنِىْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيْئَةً يُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪১৩. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি একটি সৎকাজ করবে, সে এর দশ গুণ অথবা এর চাইতেও বেশী সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি একটি অন্যায় করবে, সে তেমনি একটি অন্যায়ের শাস্তি পাবে অথবা আমি মাফ করে দেবো। আর যে ব্যক্তি আমার এক বিঘত নিকটবর্তী হবে, আমি তার এক হাত নিকটবর্তী হবো; আর যে ব্যক্তি আমার এক হাত নিকটবর্তী হবে আমি দু'হাত নিকটবর্তী হবো। যে ব্যক্তি হেঁটে হেঁটে আমার কাছে আসবে আমি দৌড়ে তার কাছে যাবো। যে ব্যক্তি পৃথিবী সমান গুনাহ নিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে, অথচ সে আমার কোনো কিছু শরীক করেনি, আমি তার সাথে অনুরূপ নিয়ে সাক্ষাত করবো। (মুসলিম)

٤١٤- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ ؟ فَقَالَ : مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪১৪. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'মুজিবাতান' অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নাম ওয়াজিবকারী বিষয় দু'টি কি কি? তিনি বললেন? যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে মারা যায়, সে জান্নাতে যাবে, আর যে ব্যক্তি তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করে মারা যায়, সে জাহান্নামে যাবে। (মুসলিম)

٤١٥- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَمُعَاذُ رَدِيْفَهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ : يَا مُعَاذُ قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ : يَا مُعَاذُ قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلاَثًا ، قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ قَالَ : يَا رَسُوْلَ

اللّٰهِ أَفَلاَ أُخْبِرُبِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْا؟ قَالَ : إِذًا يَتَّكِلُوْا فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪১৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহনে সাওয়ার ছিলেন। আর তাঁর পেছনে বসা ছিল হযরত মু'আয (রা)। তিনি বলেন ঃ হে মু'আয! মু'আয (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত আছি। তিনি আবার বললেন ঃ হে মু'আয! মু'আয (রা) উত্তরে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার পাশেই, আপনার সৌভাগ্যবান পরশেই হাযির আছি। তিনি পুনরায় বললেন ঃ হে মু'আয! মু'আয (রা) এবারও বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত। এরূপ তিনবার বলার পর তিনি বললেন ঃ যে কোন ব্যক্তি আন্তরিক বিশ্বাসের সাথেও সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল, আল্লাহ তার জন্যে দোযখের আগুন হারাম করে দেবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি এ ব্যাপারে মানুষকে অবহিত করবো না যাতে সুসংবাদ গ্রহণ করতে পারে? তিনি বললেন ঃ না, তাহলে তারা এটার ওপর নির্ভর করে বসে থাকবে। অতঃপর হযরত মু'আয (রা) জানা বিষয় গোপন করার গোনাহের ভয়ে তাঁর মৃত্যুর সময় এ ব্যাপারে বর্ণনা করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٤١٦- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَوْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا شَكَّ الرَّاوِىْ وَلاَ يَضُرُّ الشَّكُّ فِىْ عَيْنِ الصَّحَابِىْ لأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ عُدُوْلٌ ، قَالَ : لَمَّا غَزْوَةَ تَبُوْكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ افْعَلُوْا فَجَاءَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ وَلٰكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُ اللّٰهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَ فِىْ ذٰلِكَ الْبَرَكَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ فَدَعَا بِنِطْعٍ فَبَسَطَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِكَفِّ ذُرَةٍ ، وَيَجِئُ الْآخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ ، وَيَجِئُ الْآخَرُ بِكِسْرَةٍ حَتّٰى عَلَى النِّطْعِ مِنْ ذٰلِكَ شَئٌ يَسِيْرٌ ، فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ قَالَ : خُذُوْا فِىْ أَوْعِيَتِكُمْ فَأَخَذُوْا فِىْ أَوْعِيَتِهِمْ حَتّٰى مَا تَرَكُوْا فِىْ الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلاَّ مَلَؤُوْهُ ، وَأَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا وَفَضَلَ فَضْلَةٌ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ، لاَ يَلْقَى اللّٰهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ ؛ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪১৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। অথবা আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। (রাবীর সন্দেহ, তবে মূল সাহাবীর মাঝে সন্দেহ থাকলে কোন ক্ষতি নেই, কেননা তাঁরা প্রত্যেকেই ন্যায়নিষ্ঠ) তিনি বলেন, তাবূক যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনীতে অনটন ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তাঁরা বললো ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি অনুমতি দিলে আমরা আমাদের উট যবেহ্ করে খেতেও পারি, চর্বি দিয়ে তেলও বানাতে পারি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ঠিক আছে, তাই করো। এ সময় হযরত উমর (রা) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি এরূপ করেন তাহলে বাহন কমে যাবে। বরং আপনি তাদের অবশিষ্ট রসদ নিয়ে আসতে আহ্বান করুন। অতঃপর তাদের রসদে বরকত দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। আশা করা যায়, আল্লাহ এতে বরকত দান করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হাঁ, তাই করবো। অতঃপর তিনি চামড়ার একটি দস্তরখান আনিয়ে বিছালেন। পরে তাদের অবশিষ্ট রসদ নিয়ে আসার জন্যে ডাকলেন। সুতরাং তাঁদের কেউ এক মুষ্টি তরকারী নিয়ে আসতে শুরু করলো, কেউবা এক মুষ্টি খেজুর, আবার কেউবা এক টুকারো রুটি নিয়ে হাযির করলো। অবশেষে দস্তরখানের মধ্যে বরকতের যৎসামান্য রসদ জমা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলোর মধ্যে বরকতের জন্য দু'আ করার পর বললেন ঃ এগুলো তোমাদের পাত্রে ভরে নিয়ে যাও। অতঃপর সকলেই তাদের পাত্র ভরে ভরে নিয়ে গেলো ঃ এমনকি এ বাহিনীর সবগুলো পাত্রই ভরে গেলো এবং তারা তৃপ্তির সাথে খেয়েও আরে অবশিষ্ট রয়ে গেলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে এদু'টো কলেমা নিয়ে আল্লাহর সাক্ষাত করবে, তাকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করা হবে না। (মুসলিম)

٤١٧- وَعَنْ عِتْبَانَ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّى لِقَوْمِى بَنِى سَالِمٍ ، وَكَانَ يَحُوْلُ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتْ الْأَمْطَارُ ، فَيَشُقُّ عَلَى اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ ، فَجِئْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ : أَنِّى أَنْكَرْتُ بَصَرِىْ ، وَإِنَّ الْوَادِىَ الَّذِىْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ قَوْمِى يَسِيْلُ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِىْ ، فَتُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِىْ مَاكَانًا أَتَخِذُهُ مُصَلًّى ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَأَفْعَلُ ، فَغَدَا عَلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ وَأَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ ، وَاسْتَأْذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتّٰى قَالَ : أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّىَ مَنْ بَيْتِكَ ؟ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّىَ فِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا رَوَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا

حِيْنَ سَلَّمَ فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيْرَةٍ تُصْنَعُ لَهُ ، فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِيْ ، فَثَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِيْ الْبَيْتِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا فَعَلَ مَالِكٌ لاَ أَرَاهُ! فَقَالَ رَجُلٌ ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُلْ ذٰلِكَ أَلاَ تَرَاهُ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ يَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ تَعَالٰى ؟ ! فَقَالَ : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، أَمَا نَحْنُ فَوَاللّٰهِ مَا نَرَى وُدَّهُ ، وَلاَ حَدِيْثَهُ إِلاَّ إِلَى الْمُنَافِقِيْنَ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَإِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ يَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪১৭. হযরত ইতবান ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন বদরের যুদ্ধের শহীদগণের অন্যতম। তিনি বলেন, আমি আমার বনী সালিম গোত্রের মসজিদে নামায পড়াতাম। তাদের ও আমার মাঝে একটি উপত্যকা ছিল প্রতিবন্ধক। বৃষ্টির সময় এটা পার হয়ে তাদের মসজিদে উপস্থিত হওয়ার আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়তো। অতঃপর একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম, আমার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছে; আর আমার ও আমার গোত্রের মসজিদের মধ্যখানে একটি উপত্যকা আছে, যা বৃষ্টির দিনে প্লাবিত হয়ে যায় বিধায় তা পার হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং আমি চাই যে, আপনি আমার বাড়ীতে গিয়ে একটি স্থানে নামায পড়ে আসবেন, আর আমি সে স্থানটিকেই মুসাল্লা বানাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ঠিক আছে আমি তা করবো। পরদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর (রা)-কে নিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন, আমি তাকে অনুমতি দিলাম। তিনি প্রবেশ করে না বসেই বললেন ঃ তুমি তোমার ঘরের কোন জায়গায় নামায পড়তে পসন্দ করো? অতঃপর যে জায়গায় নামায পড়তে আমি পছন্দ করি সেদিকে ইশারা করলাম। সে স্থানে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করলেন। আর আমরা সারিবদ্ধ হয়ে তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। তিনি দু'রাকা'আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। আমরাও সালাম ফিরিয়ে তাঁর জন্যে তৈরী 'খাযিরা' (এক প্রকার খাদ্য বস্তু) গ্রহণের জন্য তাঁকে আটকে রাখলাম। বাড়ীর লোকেরা শুনতে পেলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বাড়ীতে উপস্থিত; সুতরাং তাঁরা দলে দলে এসে সমবেত হলো। ঘরে লোকসংখ্যা যখন বেড়ে গেলো, জনৈক ব্যক্তি বললো, মালিক কোথায়? আমি তাকে তো দেখছি না। অপর এক ব্যক্তি বললো, সে নাকি মুনাফিক, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এমন কথা বলো না, তাকে দেখতে পাচ্ছো না যে, সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ

করেছে? ঐ ব্যক্তি বললো, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আল্লাহর কসম! আমরা তো দেখছি সে মুনাফিক ছাড়া আর কারো সাথে বন্ধুত্ব করছে না, কথাও বলছে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনা করে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করেছে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٤١٨- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْيٍ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ تَسْعَى ، إِذْ وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ، فَأَلْزَقَتْهُ بِبَطْنِهَا فَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتُرَوْنَ هٰذِهِ الْمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ ؟ قُلْنَا لاَ وَاللّٰهِ فَقَالَ : لَلّٰهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪১৮. হযরত উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু সংখ্যক বন্দী হাযির করা হলো; তাদের মধ্যে জনৈক বন্দীনি অস্থির হয়ে দৌড়াচ্ছিল আর বন্দীদের মধ্যে কোনো একটি শিশু পেলেই সে তাকে কোলে নিয়ে পেটের সাথে মিশিয়ে দুধ পান করাচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা কি মনে করো এ মেয়েলোকটি তার সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে? আমরা বললাম, আল্লাহর কসম! কখনো নয়। তিনি বললেন ঃ এ মেয়েলোকটি তার সন্তানের প্রতি যেরূপ সদয়, মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চাইতেও অনেক বেশী সদয় ও অনুগ্রহশীল। (বুখারী ও মুসলিম)

٤١٩- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابٍ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ غَلَبَتْ غَضَبِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ سَبَقَتْ غَضَبِيْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪১৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লহ যখন সমস্ত মাখলূকাত সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর কাছে আরশের উপর বিদ্যমান একটি কিতাব ও কথাগুলো লিখে রাখেন। "আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর বিজয়ী হবে"। অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ (আমার দয়া-অনুগ্রহ) "আমার ক্রোধের ওপর বিজয়ী হয়েছে।" আরেক বর্ণনায় আছে ঃ (আমার রহমত) "আমার ক্রোধের অগ্রগামী হয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

٤٢٠- وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : جَعَلَ اللّٰهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ ، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءً وَاحِدًا،

فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلاَئِقُ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيْبَهُ -

وَفِى رِوَايَةٍ : إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالَى مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ ، وَالْهَوَامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُوْنَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَخَّرَ اللّٰهُ تَعَالَى تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَرَوَاهُ مُسْلِمُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى مِائَةَ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ يَتَرَاحَمُ بِهَا الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ وَتِسْعُ وَتِسْعُوْنَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ -

وَفِى رِوَايَةٍ : إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ مِائَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقٌ مَابَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، فَجَعَلَ مِنْهَا فِىْ الْأَرْضِ رَحْمَةً فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهٰذِهِ الرَّحْمَةِ -

৪২০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ রহমতকে ১০০ ভাগে বিভক্ত করেছেন। অতঃপর ৯৯ ভাগই তাঁর কাছে রেখেছেন এবং মাত্র একভাগ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তার এই অংশ থেকেই সমস্ত সৃষ্টি পরস্পরের প্রতি দয়া -অনুগ্রহ করে থাকে, এমনকি চতুস্পদ জন্তু তার বাচ্চার ওপর থেকে পা সরিয়ে নেয়, যেনো সে কোন কষ্ট না পায়। অপর এক বর্ণনা আছে ঃ মহান আল্লাহর একটি রহমত (দয়া) আছে, তম্মধ্যে মাত্র একটি রহমত জিন্, মানুষ, জীবজন্তু ও কীট-পতংগের মাঝে প্রেরণ করেছেন। এরই মাধ্যমে তারা পরস্পরের প্রতি দয়া, অনুগ্রহ ও প্রেম-প্রীতি প্রদর্শন করে থাকে এবং বন্যজন্তু নিজের বাচ্চাকে স্নেহ করে। আর আল্লাহ ৯৯টি রহমত বাঁচিয়ে রেখেছেন, এগুলো.দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এ প্রসংগে হযরত সাল্মান ফারসী (রা) থেকে ও ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর ১০০টি রহমত আছে। তম্মধ্যে একটি মাত্র রহমতের মাধ্যমে সৃষ্টি জগত পরস্পর স্নেহ মমতা করে। আর ৯৯টি রহমত কিয়ামতের দিনের জন্য রয়ে গেছে।

অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ আল্লাহ তা'য়ালা যেদিন আসমান যমীন সৃষ্টি করেন সেদিন ১০০টি রহমতও সৃষ্টি করেছেন। আর প্রত্যেকটি রহমতই যমীনের মাঝখানের মহাশূন্যের মত বড়। তম্মধ্যে একটি রহমত পৃথিবীতে দিয়েছেন। এরই মাধ্যমে মা তার সন্তানকে স্নেহ করে এবং জীবজন্তু ও পশুপাখী পরস্পরকে স্নেহ মমতা করে। যখন কিয়ামতের দিন আসবে, মহান আল্লাহ পরিপূর্ণ রহমত প্রদর্শন করবেন।

٤٢١- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ فَقَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَذْنَبَ عَبْدِيْ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ أَيْ رَبِّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِيْ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُلِيْ ذَنْبِيْ، فَقَالَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَذْنَبَ عَبْدِيْ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪২১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর মহান ও কল্যাণময় রবের কাছ থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ কোন বান্দাহ একটি গুনাহ করে বললো ঃ হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করো, তখন বিপুল বরকতের অধিকারী আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দাহ একটি গুনাহ করেছে। অতঃপর জানতে পেরেছে যে, তার রব গুনাহ মাফ করেন আবার এ জন্যে পাকড়াও করেন। সে পুনরায় গুনাহ করে বললো ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার গুনাহ মাফ করে দাও। তখন মহান কল্যাণময় আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দাহ একটি গুনাহ করেছে, আর সে জেনেছে যে, তার প্রতিপালক গুনাহ মাফ করেন ঃ আর গুনাহর জন্যে পাকাড়ও করেন। সে আবারো একটি গুনাহ করলো এবং বললো, হে রব! আমার গুনাহ মাফ করে দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দাহ গুনাহ করে ফেলেছে, আর সে জেনেছে যে,তার প্রতিপালক গুনাহ মাফ করে দেন, আর এ জন্যে শাস্তিও দেন। সুতরাং আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম, সে যা ইচ্ছা তাই করুক। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٢٢- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪২২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার জীবন, সে মহান সত্তার কসম করে বলছি, তোমরা

যদি গুনাহ না করতে, তাহলে আল্লাহ তোমাদের নিয়ে যেতেন এবং তোমাদের জায়গায় এমন এক জাতিকে আনতেন, যারা গুনাহ করে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতো। অতঃপর আল্লাহ তাদের মাফ করে দিতেন। (মুসলিম)

٤٢٣- وَعَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ خَالِدِبْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَوْلاَ أَنَّكُمْ تُذْنِبُوْنَ لَخَلَقَ اللّٰهُ خَلْقًا يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ، فَيَغْفِرُلَهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪২৩. হযরত আবু আইউব খালিদ ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যদি গুনাহ না করতে তাহলে আল্লাহ এরূপ জাতি সৃষ্টি করতেন, যারা গুনাহ করে ক্ষমা চাইতো এবং তিনি ক্ষমা করে দিতেন। (মুসলিম)

٤٢٤- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَعَنَا أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِىْ نَفَرٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا فَخَشِيْنَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُوْنَنَا ؛ فَفَزِعْنَا فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْاَنْصَارِ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذْهَبْ فَمَنْ لَقِيْتَ وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪২৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। আমাদের এ দলে হযরত আবু বকর ও উমর (রা) উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝ থেকে উঠে চলে গেলেন এবং ফিরে আসতে বিলম্ব করতে লাগলেন। এদিকে আমরা আশংকা করতে লাগলাম যে, আমাদের অবর্তমানে তাঁকে না আবার কেউ কষ্ট দেয়। সুতরাং আমরা আতংকিত হয়ে উঠে পড়লাম। আতংকগ্রস্তদের মধ্যে আমিই ছিলাম প্রথম ব্যক্তি। তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এর অনুসন্ধানে) বেরিয়ে পড়লাম, অতঃপর জনৈক আনসারীর বাগানে উপস্থিত হলাম। তিনি এ দীর্ঘ হাদীসখানা এ পর্যন্ত বর্ণনা করেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি যাও এ বাগানে পেরিয়ে যার সাথে তোমরা সাক্ষাত হবে, সে যদি তার আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, "আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই, তবে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করো।" (মুসলিম)

٤٢٥- وَعَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلاَ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَم "رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي" (إِبْرَاهِيمَ : ٣٦) ، وَقَوْلَ عِيْسٰى ، (عَلَيْهِ السَّلامُ) "إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ" (المَائدة : ١١٨) ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : اَللّٰهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكَى ، فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا جِبْرِيْلُ اذْهَبْ إِلى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ . فَسَلْهُ مَا يُبْكِيْهِ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ ، فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَا قَالَ وَهُوَ أَعْلَمُ ، فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : يَا جِبْرِيْلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِي أُمَّتِكَ وَلاَ نَسُوْؤُكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

৪২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইব্‌রাহীম (আ) সম্পর্কিত মহান আল্লাহর এ বাণী তিলাওয়াত করেন– .... رَبِّ إِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ "হে আমার প্রতিপালক! এ মূর্তিগুলো বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে, সে তো আমারই" (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ৩৬) আর তিনি (নবী (স) ঈসার (আ) বাণী (যা কুরআনে আছে) তিলাওয়াত করেন ঃ........ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ "আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তাহলে (এ শাস্তি দেবার অধিকার আপনার আছে কারণ) তারা তো আপরানাই বান্দাহ। আর আপনি যদি তাদের ক্ষমা করে দেন, তাহলে (আপনি তাও করতে পারেন কারণ) আপনি তো মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়।"(সূরা মায়িদা: ১১৮) অতঃপর তনি তাঁর মুবারক দু'হাত উঠিয়ে বললেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার উম্মাত! আমার উম্মাত! এই বলে তিনি কেঁদে ফেললেন। মহামহিম আল্লাহ জিব্‌রাঈলকে ডেকে বললেন ঃ তুমি মুহাম্মাদের কাছে যাও, এবং তাঁকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করো, তবে এ ব্যাপারে তোমরা রব অবহিত আছেন। অতঃপর হযরত জিব্‌রীল (আ) তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে যা বলার ছিল বলে দিলেন। এর ব্যাপারে তিনি (আল্লাহ) তো সবই জানেন, সুতরাং মহান আল্লাহ জিব্‌রীলকে বললেন ঃ তুমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে বলো, "আমি আপনাকে উম্মাতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করবো, আপনাকে চিন্তাযুক্ত করবো না।" (মুসলিম)

٤٢٦- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ : يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى عِبَادِهِ ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ؟ قُلْتُ : اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ

أَنْ يَعْبُدُوْهُ، وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪২৬. হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে একটি গাধার উপর বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন ঃ হে মু'আয! তুমি কি জানো? বান্দার উপর আল্লাহর হক কি এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো ঃ তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো ঃ যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, তিনি তাকে কোনো শাস্তি দেবেন না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি মানুষকে এ সুসংবাদ দেবো না? তিনি বললেন ঃ তুমি তাদের এ সুসংবাদ দিয়ো না, তাহলে তারা এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٢٧ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: "يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ" (إبراهيم: ٢٧) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪২৭. হযরত বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুসলমানকে যখন কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তখন সে সাক্ষ্য দেবে ঃ আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আর এভাবে সাক্ষ্য দেয়াটাই মহান আল্লাহর এ বাণীর প্রমাণ ঃ .... يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ "আল্লাহ ঈমানদার লোকদের সেই অটল বাক্যের (কলেমা তাইয়্যেবার) দরুন ইহকালীন জীবনে ও পরকালে সুদৃঢ় রাখেন"– (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ২৭) (বুখারী ও মুসলিম)

٤٢٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْاٰخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ -

وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْاٰخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ لِلّٰهِ

تَعَالَى فِى الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الأَخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

৪২৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কাফির যখন কোনো সৎকাজ করে, তখন ইহকালের তাকে এর স্বাদ গ্রহণ করতে দেয়া হয়। আর ঈমানদারের সৎকাজগুলো আল্লাহ তা'য়ালা পরকালের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন এবং এর অনুসরণে ইহকালেও তাকে রিযিক প্রদান করেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদার ব্যক্তিকে কোনো সৎকাজের অধিকার লংঘন করবেন না। ইহকালেও তাকে এর বিনিময় দেয়া হয়, পরকালেও তাকে এর প্রতিদান দেয়া হবে। কাজেই কাফির আল্লাহর ওয়াস্তে যে সৎকাজ করে, তাকে ইহকালেই এর বিনিময় দেয়া হয়। আর যে যখন পরকালে পৌছবে, তখন তার কোনো সৎকাজই থাকবে না, যার বিনিময়ে কোনো প্রতিদান দেয়া যেতে পারে। (মুসলিম)

٤٢٩- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الصَّلَوٰتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

৪২৯. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত হলো এরূপ, যেরূপ তোমাদের কারো বাড়ীর দরজার পাশে একটি নদী প্রবাহিত হয়, আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে। (মুসলিম)

٤٣٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَيُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

৪৩০. হযরত আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোনো মুসলমান মারা গেলে, তার জানাযার নামাযে এরূপ চল্লিশ জন ব্যক্তি যদি হাযির হয়, যারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকেই শরীক করেনি,তাহলে আল্লাহ মৃতের পক্ষে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করেন। (মুসলিম)

٤٣١- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ قُبَّةٍ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِيْنَ فَقَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنَا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ : أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ : وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّىْ لَأَرْجُوْا أَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَذَلِكَ أَنَّ

الْجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ فِى أَهْلِ الشِّرْكِ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِىْ جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِىْ جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৩১. হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা প্রায় চল্লিশজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একটি তাঁবুতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হতে রাযী আছো ? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হতে রাযী আছো ? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদের জীবন যাঁর হাতে, সেই সত্তার কসম করে বলছি, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতবাসীদের অর্ধাংশ হবে; কেননা একমাত্র মুসলিম ব্যক্তিরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তোমরা হচ্ছো মুশরিকদের মাঝে কালো রংয়ের বলদের চামড়ার কয়েকটি সাদা চুলের ন্যায় অথবা লাল বলদের চামড়ার সামান্য কয়েকটি কালো চুলের ন্যায়। অর্থাৎ মুশিরকদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٣٢- وَعَنْ أَبِىْ مُوْسَى الأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللّٰهُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُوْدِيًا أَوْ نَصْرَانِيًا فَيَقُوْلُ هٰذَا فَكَاكُكَ مِنَ النَّارِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَجِىُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِذُنُوْبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ يَغْفِرُهَا اللّٰهُ لَهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৩২. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে একজন ইয়াহূদী অথবা একজন খ্রিস্টান দিয়ে বললেন ঃ দোযখ থেকে নাজাতের জন্য এই ব্যক্তি তোমার ফিদ্য়া বা বদলা। এই রাবী থেকে অপর একটি বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামাতের দিন অনেক মুসলমান পাহাড়ের ন্যায় গুনাহর স্তুপ নিয়ে হাযির হবে। অতঃপর আল্লাহ তাদের এসব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। (মুসলিম)

٤٣٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوْبِهِ ، فَيَقُوْلُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ فَيَقُوْلُ : رَبِّ أَعْرِفُ قَالَ فَإِنِّى قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى صَحِيْفَةَ حَسَنَاتِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৩৩. হযরত উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন মু'মিন ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের কাছে নিয়ে আসা হবে, এমনকি তাকে তাঁর রহমতের পর্দায় ঢেকে রাখবেন। অতঃপর তাকে তার সমস্ত গুনাহের কাথা স্বীকার করাবেন এবং বলবেন ঃ তুমি কি এই গুনাহ চিনতে পারছো? তুমি কি এই গুনাহ চিনতে পারছো? সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি চিনতে পারছি। তিনি বলবেন ঃ ইহকালে আমি এটা তোমার উপর ঢেকে রেখেছিলাম,আর আজ এটা তোমরাকে মাফ করে দিচ্ছি। অতঃপর সৎকাজ সমূহের আমলনামা প্রদান করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٣٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : (وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ" (هود : ١١٤) فَقَالَ الرَّجُلُ إِلَى هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ لِجَمِيْعِ أُمَّتِيْ كُلِّهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৩৪. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি একটি স্ত্রীলোককে চুমু খেয়ে বসলো। অতঃপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে এ গুনাহের কথা ব্যক্ত করলো। এ সময় আল্লাহ তা'য়ালা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ .... وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ "আর দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশ নামায কায়েম করো। নিশ্চয়ই সৎকাজসমূহ গুনাহের কাজসমূহকে মুছে ফেলে।" (সূরা হূদ ঃ ১১৪) একথা শুনে লোকটি বললো. ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি শুধু আমারই জন্যে? তিনি বললেন ঃ আমার সমস্ত উম্মাতের জন্যেই। (বুখারী ও মুসলিম)।

٤٣٥- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللّٰهِ ، قَالَ : هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلَاةَ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : قَدْ غُفِرَ لَكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৩৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। সুতরাং আপনি আমার ওপর সেই শাস্তি বাস্তবায়ন করুন। অতঃপর নামাযের সময় উপস্থিত হলে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়লো। নামাযে শেষ করে সে আবার বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। সুতরাং আপনি আমাকে আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুযায়ী শাস্তি দিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামাযে উপস্থিত হয়েছিলে? সে বললো হাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমার গুনাহ তো মাফ হয়ে গেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٣٦- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

৪৩৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ সেই বান্দার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন, যে এক গ্রাস খাদ্য গ্রহণ করেই তাঁর প্রশংসা করে এবং এক ঢোক পানি পান করেই তাঁর প্রশংসা করে। ('আলহামদু লিল্লাহ' বলে) (মুসলিম)

٤٣٧- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيُّ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيُّ اللَّيْلَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

৪৩৭. হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মহান আল্লাহ দিনের গুনাহগারদের মাফ করার জন্য রাতের বেলায় তাঁর হাত (রহমত) প্রসারিত করেন এবং রাতের গুনাহগারদের মাফ করার জন্যে দিনের বেলায় তাঁর হাত প্রসারিত করেন। আর পশ্চিম আকাশে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এরূপ করবেন।(মুসলিম)

٤٣٨- وَعَنْ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ اَنَّ النَّاسَ عَلٰى ضَلَالَةٍ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوْا عَلٰى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُوْنَ الْأَوْثَانَ فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا فَقَعَدْتُ عَلٰى رَاحِلَتِيْ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَخْفِيًا جُرَاءَ عَلَيْهِ قَوْمُهُ فَتَلَطَّفْتُ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَنْتَ ؟ قَالَ أَنَا نَبِيٌّ قُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ ؟ قَالَ اَرْسَلَنِيْ اللّٰهُ ، قُلْتُ وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ أَرْسَلَنِيْ بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ وَأَنْ يُوَحَّدَ اللّٰهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْءٌ قُلْتُ فَمَنْ مَعَكَ عَلٰى هٰذَا ؟ قَالَ : حُرٌّ وَعَبْدٌ ، وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُوْ بَكْرٍ وَبِلَالٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، قُلْتُ إِنِّيْ مُتَّبِعُكَ قَالَ : إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ ذٰلِكَ يَوْمَكَ هٰذَا أَلَا تَرٰى حَالِيْ وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلٰكِنِ أرْجِعْ اِلٰى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ لِيْ قَدْ ظَهَرْتَ فَأْتَنِيْ : قَالَ فَذَهَبْتَ إِلٰى أَهْلِيْ وَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَكُنْتَ فِيْ أَهْلِيْ فَجَعَلْتُ أَتَخَيَّرَ الْأَخْبَارَ، وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ حَتّٰى قَدِمَ

نَفَرُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةَ، فَقُلْتُ : مَا فَعَلَ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ؟ فَقَالُوْا : النَّاسَ إِلَيْهِ سِرَاعٌ وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيْعُوْا ذٰلِكَ، فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَتَعْرِفُنِىْ؟ قَالَ : نَعَمْ أَنْتِ الَّذِىْ لَقِيْتَنِىْ بِمَكَّةَ قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِىْ عَمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ وَأَجْهَلُهُ ، أَخْبِرْنِىْ عَنِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ : صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيْدَ رُمْحٍ؟ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَنٍ ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهُ حِيْنَئِذٍ تَسْجَرُ جَهَنَّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَىْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتّٰى تُصَلِّىَ الْعَصْرَ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ ، وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قَالَ : فَقُلْتُ : يَا نَبِىَّ اللّٰهِ ، فَالْوُضُوْءُ ، حَدِّثْنِىْ عَنْهُ؟ فَقَالَ : مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوْءَهُ ، فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيْهِ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ اطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلّٰى ، فَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى ، وَأَثْنٰى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِىْ هُوَ لَهُ أَهْلٌ ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلّٰهِ تَعَالٰى ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ـ

فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ أُمَامَةَ يَا عَمْرُو بْنِ عَبَسَةَ ، أُنْظُرْ مَا تَقُوْلُ ! فِىْ مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطٰى هٰذَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ عَمْرُو : يَا أَبَا أُمَامَةَ لَقَدْ كَبُرَتْ سِنِّىْ وَرَقَّ عَظْمِىْ وَاقْتَرَبَ أَجَلِىْ وَمَا لِىْ حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَا عَلٰى

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لَمْ اَسْمَعْهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلاَّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا، حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، مَا حَدَّثْتُ أَبَدًا بِهِ وَلٰكِنِّى سَمِعْتُهُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৩৮. হযরত আবু নাজীহ আম্‌র ইব্‌ন আবাসা সাল্লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলি যুগে আমি মনে করতাম, মানব জাতি একটি ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত, তারা কোনো সত্যের ধারক নয়। কেননা, তারা মূর্তিপূজা করে। একদা শুনতে পেলাম, মক্কাতে এক ব্যক্তি নতুন নতুন কথা বলছে। অমনি আমার বাহন উটনীর পিঠে আরোহণ করে তাঁর কাছে গেলাম। আমি গিয়ে দেখি তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি জনতার আড়ালে আড়ালে থাকেন। কেননা তাঁর এলাকাবাসীরা তাঁর ওপর বাড়াবাড়ি করছে। সুতরাং আমি সতর্কতার মক্কায় তাঁর কাছে পৌছুলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি? তিনি বললেন ঃ আমি তো নবী। আমি বললাম, নবী কি? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কি কি (বিধান) দিয়ে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন ঃ তিনি আমাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলতে, মূর্তি ভেংগে ফেলতে, তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় বলে প্রচার করতে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করতে না দিতে পাঠিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সাথে এরা (অনুসারী) কারা? তিনি বললেন ঃ আযাদ ও ক্রীতদাস। আর সেদিন তাঁর সাথে হযরত আবু বকর ও বিলাল (রা) উপস্থিত ছিলেন। আমি বললাম, আমিও আপনার অনুসারী। তিনি বললেন ঃ এ সময়ে তুমি এরূপ করতে সক্ষম হবে না। তুমি আমার ও লোকদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছো না? বরং এখন তুমি তোমার বাড়ী ফিরে যাও। তবে যেদিন শুনতে পাবে যে, আমি বিজয়ী হয়েছি, সেদিন আমার কাছে এসো। তিনি বলেন, অতঃপর আমি বাড়ী ফিরে এলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় চলে এলেন, আমি তখন আমার বাড়ীতেই ছিলাম। তাঁর মদীনা আসার পর থেকে যাবতীয় ঘটনা ও তাঁর পরিস্থিতি সম্পর্কে লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করতাম। অবশেষে একদা আমার এলাকাবাসীদের একটি দল মদীনা গিয়ে ফিরে আসার পর তাদের জিজ্ঞেস করলাম, যে লোকটি মদীনায় এসেছেন, তিনি কি করেন? তারা বললো, মানুষ খুব দ্রুত তাঁর কাছে ভিড় জমাচ্ছে আর তাঁর স্বজাতিরা তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু সক্ষম হয়নি। আমি মদীনায় উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে চেনেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ, তুমি তো আমার সাথে মক্কায় সাক্ষাত করেছিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে যে বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন, আমি তা জানি না, এ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। আমাকে নামায সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন ঃ তুমি ফজরের নামায পড়ার পর এক বর্শা পরিমাণ উঁচতে সূর্য উঠা পর্যন্ত নামায থেকে বিরত থাক; কেননা এটা শয়তানের দু'টি শিং এর মাঝখানে দিয়ে উদয় হয়। আর এ সময়েই কাফিররা একে (শয়তানকে) সিজ্‌দা করে। তুমি আবার নামায পড়ো, কেননা এ

নামাযে ফিরিশ্‌তা উপস্থিত হয়ে নামাযীদের সাক্ষী হয়ে থাকে। আর এটা বর্শার ছায়া বর্শার সমান হয়ে যাওয়া (ঠিক দুপুরের পূর্ব) পর্যন্ত পড়তে পারো। অতঃপর নামায থেকে বিরত হও। কেননা, এ সময়ে জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয়। অতঃপর ছায়া যখন কিছুটা হেলে যায়, তখন নামায পড়ো। কেননা এ নামাযে ফিরিশ্‌তা হাযির হয়ে নামাযীদের জন্য সাক্ষী হয়ে থাকে। অতঃপর তুমি আসরের নামায পড়ে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত বিরত থাকো। কেননা তা শয়তানের দু'টি শিং এর মাঝখান দিয়ে অস্ত যায়; আর এ সময় কাফিররা একে সিজ্‌দা করে। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী! অযূ সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন : তোমাদের কেউ অযূর পানি নিয়ে কুলি করলে এবং নাকে পানি দিয়ে তা পরিস্কার করলে তার মুখ ও নাকের গুনাহসমূহ ঝড়ে পড়ে যায়। অতঃপর সে যখন আল্লাহর হুকুম মোতাবেক তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন তখন তার দাড়ির পাশ থেকেও গুনাহসমূহ ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন কনুই পর্যন্ত দু'হাত ধৌত করে, তখন পানির সাথে তার দু'হাতের আংগুলসমূহ থেকেও গুনাহ ঝরে পড়ে। অতঃপর মাথো মাস্‌েহ করে, তখন তার চুলের অগ্রভাগ থেকেও গুনাহ ঝরে পড়ে। অতঃপর সে যখন তার পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করে, তখন তার দু'পায়ের আংগুলসমূহ থেকেও পানির সাথে গুনাহ ঝরে পড়ে। অতঃপর যে যদি নামাযে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা পাঠ করে এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, অর্থাৎ যথারীতি নামায আদায় করে, আর তিনি যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, সে মর্যাদা তাঁকে দান করে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য তার অন্তর খালি করে দেয়, তাহলে সে তার মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার দিন যেরূপ পবিত্র ও নিস্পাপ ছিল ঠিক সেরূপ নিস্পাপ হয়ে ফিরবে।

অতঃপর এ হাদীসটি আমর ইব্‌ন আবাসা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের জনৈক সাহাবী আবু উমামার কাছে বর্ণনা করলেন। তা শুনে হযরত উমামা (রা) থাকে বললেন, হে আমর ইব্‌ন আবাসা! তুমি একটি চিন্তা কর কথাগুলো বলো। তুমি বলছো যে, একজন লোককে একই সময়ে এতো সব দেয়া হবে। আম্‌র বললেন, হে আবু উমামা! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং আমার হাড় পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে, আর আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। মহান আল্লাহর উপর এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে মিথ্যা বলার আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি যদি এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে একবার, দু'বার, তিনবার এমনকি সাতবার না শুনতাম, তাহলে আমি তা কখনো বর্ণনা করতাম না। কিন্তু আমি এটি তাঁর কাছ থেকে এর চাইতেও বেশীবার শুনেছি। (মুসলিম)

٤٣٩- وَعَنْ أَبِىْ مُوسَى الْأَشْعَرِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ تَعَالَى رَحْمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَىٌّ فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ حَىٌّ يَنْظُرُ فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلاَكِهَا حِيْنَ كَذَّبُوْهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৩৯. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জাতির উপর রহমত করার ইচ্ছা করেন, তখন সে জাতির পূর্বেই তাদের নবীকে উঠিয়ে নিয়ে যান এবং তাঁকে তাদের জন্য অগ্রিম প্রতিনিধি ও পরকালের সঞ্চয় বানিয়ে দেন। আর যখন কোনো সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতে চান, তখন তাদের নবীর জীবদশাই তাদের শাস্তি প্রদান করেন এবং তাঁর জীবনকালই তাদের ধ্বংস করেন। আর তিনি তা দেখতে থাকেন এবং তাদের ধ্বংস দেখে তিনি নিজের চোখ জুড়ান। কেননা তারা তাঁকে মিথ্যা মনে করেছিল এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করেছিল। (মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ الرَّجَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর কাছে আশা ও সুধারণার ফযীলত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوْا (الْمُؤْمِن : ٤٤، ٤٥)

"আমি আমার বিষয় আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। অতঃপর আল্লাহর তাঁকে তাদের অনিষ্টকর ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করলেন। (সূরা মু'মিন ঃ ৪৪-৪৫)

٤٤٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عن رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِيْ وَاللّٰهِ لِلّٰهِ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِيْ أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَهَرْوَالُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৪০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, মহামহীম আল্লাহ বলেন ঃ "আমি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী আছি। (সে আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা রাখে, আমিও তার সাথে সেরূপ ব্যবহার করি)। আর সে যেখানেই আমাকে স্মরণ করে, আমি সেখানেই তার সাথে আছি। আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউ বিশাল প্রান্তরে তার হারানো বস্তু পেয়ে যেরূপ আনন্দিত হয়, আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবাতে এর চাইতেও অনেক বেশী আনন্দিত হন। মহান আল্লাহ আরো বলেন, যে ব্যক্তি আমার কাছে আসতে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই; আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক গজ অর্থাৎ দু'হাত অগ্রসর হই। আর যে যখন আমার দিকে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে দৌড়ে এগিয়ে যাই। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٤١- وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ يَقُوْلُ لا يَمُوْتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ عَزَّ وَ جَلَّ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৪১. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ইন্তিকালের তিন দিন পূর্বে বলতে শুনেছেন ঃ "তোমাদের কেউ যেন মহামহীম আল্লাহর প্রতি সুধারণা না রেখে মারা না যায়।" (মুসলিম)

٤٤٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِىْ وَرَجَوْتَنِىْ غَفَرْتَ لَكَ عَلى مَاكَانَ مِنْكَ وَ أُبَالِىْ يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ لَمْ اسْتَغْفَرْتَنِىْ غَفَرْتُ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ آتَيْتَنِىْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِىْ لاَ تُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لاَ تَيْتُكَ بِقَرَابِهَا مَغْفِرَةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৪২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে আদম সন্তান! তুমি যতদিন পর্যন্ত আমার কাছে দু'আ করতে থাকবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, আমি ততদিন তোমার গুনাহ্ মাফ করতে থাকবো, তা তুমি যাই কিছুই করে থাকো না কেন। হে আদম সন্তান! এ ব্যাপারে আমার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। কেননা তোমার গুনাহ যদি আকাশচুম্বি অর্থাৎ আকাশেও পৌছে যায়, অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো থাকলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। হে বনী আদম! তুমি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে সারা পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও যদি আমার সাথে সাক্ষাত করো, তাহলে আমি ও এ পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে আসবো। (তিরমিযী)

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর প্রতি ভয়ভীতি ও আশা-ভরসা একত্রিত হওয়া।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ إِلاَّ الْقَوْمَ الْخٰسِرُوْنَ (الأعراف : ٩٩)

"দুর্দশাগ্রস্থ জাতি ছাড়া আর কেউ আল্লাহর পাকড়াও থেকে নশ্চিন্ত হয় না।' (সূরা আরাফ ঃ ৯৯)

إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ إِلاَّ الْقَوْمَ الْكٰفِرُوْنَ (يوسف : ٨٧)

"কাফিররা ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।" (সূরা ইউসুফ ঃ ৮৭)

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوهٌ (ال عمران : ١٠٦)

"সে দিন কতিপয় চেহারা হবে সাদা আর কতিপয় চেহারা হবে কালো।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৬)

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (الأعراف : ١٦٧)

"নিশ্চয়ই আপনার রব খুব দ্রুত শাস্তি প্রদান করে থাকেন। আর তিনি অতি ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৬৭)

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ (الإنفطار : ١٣، ١٤)

"সৎকর্মশীল লোকেরা সুখে থাকবে; আর বদ্‌কার লোকেরা দোযখে থাকবে।' (সূরা ইন্‌ফিতার ঃ ১৩-১৪)

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (القارعة : ٦، ٩)

"অতঃপর যার (আমল বা ঈমানের) পাল্লা ভারী হবে, সে তো আশানুরূপ সুখে অবস্থান করবে ; আর যার পাল্লা ওযনে হাল্‌কা হবে, হাবিয়া (দোযখ) হবে তার বাসস্থান।" (সূরা কারি'আ ঃ ৬-৯)

٤٤٣– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعُقُوْبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৪৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ঈমানদাররা মহান যদি আল্লাহর আযাব সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকতো, তবে কেউ তাঁর জান্নাতের লোভ করতো না। আর কাফিররা যদি মহান আল্লাহর রহমত সম্পর্কে পুরোপুরি জানতো, তাহলে কেউ তাঁর জান্নাত থেকে নিরাশ হতো না। (মুসলিম)

٤٤٤– وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا النَّاسُ أَوِ الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ : قَدِّمُوْنِيْ قَدِّمُوْنِيْ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا ! أَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا ؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الْاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৪৪৪. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ জানাযার লাশ যখন রাখা হয় এবং লোকজন তাকে তাদের কাঁধে উঠিয়ে বহন করতে শুরু করে, আর এ লাশটি যদি হয় সৎকর্মশীল ব্যক্তির তাহলে যে বলতে থাকে, আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলো, আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলো। আর যদি এটি হয়ে থাকে কোনো অসৎ ব্যক্তি লাশ তাহলে সে বলে হায়! দুর্ভাগাকে নিয়ে কোথায় চলেছো? মানব জাতি ছাড়া আর সবাই তার আওয়াজ শুনতে পায়। মানুষ যদি তা শুনতো তাহলে বেহুশ হয়ে যেতো। (বুখারী)

٤٤٥- وَعَنْ ابنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৪৪৫. হযরত ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "জান্নাত তোমাদের প্রত্যেকের কাছে তার জুতার ফিতার চাইতে নিকটবর্তী এবং দোযখও অনুরূপ নিকটে অবস্থান করছে।" (বুখারী)

بَابُ فَضْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَعَالَى وَشَوْقًا إِلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা ও তাঁকে ভালোবাসা।

আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

وَيَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا (الاسراء : ١٠٩)

"আর যারা কাঁদতে কাঁদতে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, আর (কুরআন) তাদের ভীতি ও নম্রভাবকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০৯)

أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ (النجم : ٥٩ ، ٦٠)

"তবে কি তোমরা এই কথায় বিস্মিত হচ্ছো আর হাসছো কিন্তু কাঁদছো না" (সূরা নাজ্‌ম ঃ ৫৯-৬০)

٤٤٦- وَعَنْ ابنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِيْ النَّبِيُّ ﷺ اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ ! قَالَ : إِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتَّى جِئْتُ الَى هٰذِهِ الْآيَةِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا (النساء : ٤١) قَالَ : حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৪৬. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ আমার সামনে কুরআন তিলাওয়াত করো। আমি

বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার সামনে পড়বো, অথচ আপনার কাছেই তা নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন ঃ আমি অপরের তিলাওয়াত শুনতে ভালোবাসি। সুতরাং আমি তার সামনে সূরা নিসা পড়ে শুনালাম। পড়ার সময় আমি যখন এই আয়াতে এসেছি ঃ فكيف اذا جئنا من كل امة .... "তখন কি অবস্থা হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মাত থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থাপিত করবো এবং আপনাকে তাদের ওপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো?" (সূরা নিসা ঃ ৪১) তিনি বললেন ঃ বেশ যথেষ্ট হয়েছে, থামো। এ সময় আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর মুবারক দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٤٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ فَقَالَ: لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا قَالَ فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجُوْهَهُمْ وَلَهُمْ خَنِيْنٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৪৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক (নসীহতপূর্ণ) ভাষণ দিলেন, যে ধরনের ভাষণ আমি আর কখনো শুনিনি। তিনি বলেন ঃ আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে পারতে, তাহলে হাসতে খুবই কম ; কিন্তু কাঁদতে খুবই বেশী। তিনি (রাবী) বলেন, এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবাগণ কাপড়ে মুখ ঢাকলেন এবং ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٤٨- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৪৪৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে সে দোযখে প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত দুধ স্তনে ফিরে না আসে। আর আল্লাহর পথে জিহাদের ধুলোবালি এবং দোযখের ধোঁয়া কখনো একত্রিত হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٤٩- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالَى وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِىْ اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللّٰهَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ

بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنِهِ رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৪৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনিব বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ৭ শ্রেণীর লোকদের মহান আল্লাহ সেদিন তাঁর সুশীতল ছায়াতলে স্থান দিবেন, যেদিন তাঁর ছাড়া অন্য কোনো ছায়াই থাকবে না। তাঁরা হলেন ঃ ১. ন্যায়বিচাররক শাসক বা নেতা, ২. মহান আল্লাহর ইবাদতে মশগুল যুবক, ৩. মসজিদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি, ৪. যে দু'জন লোক একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব করে এবং এ জন্যেই আবার বিছিন্ন হয়ে যায়, ৫. এরূপ ব্যক্তি যাকে কোনো অভিজাত পরিবারের সুন্দরী নারী খারাপ কাজে আহ্বান করেছে, কিন্তু সে বলে দিল, আমি আল্লাহকে ভয় করি, ৬. যে ব্যক্তি এতো গোপনভাবে দান-খয়রাত করে যে, তার ডান হাত কি দান করলো, বাঁ হাতেও তা জানতে পারলো না এবং ৭. এরূপ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর যিকির করে এবং দু'চোখের পানি ফেলে (কাঁদে)। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٥٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَلِجَوْفِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْرِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ -

৪৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন শিখ্‌খীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসি দেখি তিনি নামায পড়ছেন এবং আল্লাহর ভয়ে কাঁদার দরুন তাঁর পেট থেকে হাঁড়ির মতো আওয়াজ বেরুচ্ছে। হাদীসটি সহীহ। আবু দাঊদ এটি বর্ণনা করেছেন। আর তিরমিযী সহীহ সনদসহ শামাইলে বর্ণনা করেছেন।

٤٥١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِيْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ : لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَالَ : وَسَمَّانِيْ؟ قَالَ : نَعَمْ فَبَكَى أُبَيٌّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৫১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে বললেন ঃ মহামহীম আল্লাহ আমাকে তোমার সামনে সূরা (বাইয়্যিনাহ) পড়তে আদেশ করেছেন। তিনি (উবাই) জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি আমার নাম উল্লেখ বলেছেন? তিনি (নবী) বললেন ঃ হ্যা। অতঃপর হযরত উবাই (রা) কেঁদে উঠলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٥٢- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ لِعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ انْطَلِقْ بِنَا اِلَى أُمِّ اَيْمَنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ، نَزُوْرُهَا كَمَا كَانَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزُوْرُهَا فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالاَ لَهَا : مَا يُبْكِيْكِ؟ أَمَا تَعْلَمِيْنَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى خَيْرٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ! قَالَتْ : أَنِّى لاَ أَبْكِى أَنِّى لاَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنِّى أَبْكِى أَنَّ الْوَحْىَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ ، فَجَعَلاَ يَبْكِيَانِ مَعَهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৫২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর একদা হযরত আবু বকর (রা) হযরত উমর (রা)-কে বললেন, চলো, আমরা উম্মে আয়মানকে দেখে আসি, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখতে যেতেন। অতঃপর তাঁরা যখন তাঁর কাছে পৌছলেন, তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি কি জানেন না যে, মহান আল্লাহর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত মংগলময় পরিবেশে ও কুশলেই আছেন? তিনি বললেন, আমি কাঁদছি এ জন্যে যে, আসমান থেকে অহী আসা যে বন্ধ হয়ে গেলো! এ কথায় তাদের উভয়ের অন্তর প্রভাবান্বিত হলো এবং তাঁর সাথে তাঁরাও কাঁদতে শুরু করে দিলেন। (মুসলিম)

٤٥٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعُهُ قِيْلَ لَهُ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ : مُرُوْا أَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا : اِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ فَقَالَ : مُرُوْهُ فَلْيُصَلِّ -

وَفِى رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৫৩. হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাথাজনিত রোগ যখন তীব্র আকার ধারণ করলো, সে সময় একদা তাঁকে নামাযে আহ্বান করা হলে তিনি বললেন ঃ আবু বকরকে আদেশ করো, সে যেন সাহাবাদের সাথে নামায পড়ে (অর্থাৎ ইমাম হয়ে নামায পড়ায়) হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আবু বকর (রা) তো অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ, যখন তিনি কুরআন তিলাওয়াত করবেন, তখন ক্রন্দন তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। অতঃপর আবার তিনি বললেন ঃ তাকে আদেশ কর সে যেন নামায পড়ায়।

হযরত আয়েশা (রা) অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি (আয়েশা) বলেন, আমি বললাম, আবু বকর (রা) যখন আপনার জায়গায় দাঁড়াবেন কান্নার কারণে মুসল্লিদের (কুরআন) শুনতে পারবেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٥٤- وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ : قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيْهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ إِنْ غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ وَإِنْ غُطِّيَ بِهَا رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ ، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ أُعْطِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِيْنَا قَدْ خَشِيْنَا أَنْ تَكُوْنَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِيْ تَرَكَ الطَّعَامَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৫৪. হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবদুর রহমন ইব্‌ন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফের সামনে খাবার পেশ করা হলো, তখন তিনি ছিলেন রোযাদার। তিনি বললেন ঃ মুস'আব ইব্‌ন উমায়ের (রা) শহীদ হয়ে গেছেন। আর তিনি আমার চাইতে উত্তম লোক ছিলেন। তাঁকে কাফন দেয়ার মতো কাপড়ের ব্যবস্থাই ছিল না। তবে একটি চাদর ছিল, এ দ্বারা তাঁর মাথা ঢাকতে চাইলে তাঁর পা দু'টি অনাবৃত হয়ে যেতো, আর পা ঢাকতে চাইলে মাথা অনাবৃত হয়ে যেতো। অতঃপর আমাদের পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ দেয়া হলো। ভয় হচ্ছে, আমাদের সৎকাজের বিনিময়ে ইহকালের কখনো দস্তরখানে (খানার স্থানে) বসে খাদ্য গ্রহণ করেননি, আর তিনি কখনো চাপাতি রুটিও খাননি। (বুখারী)

٤٥٥- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ صُدَيِّ بْنِ عَجْلاَنَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ : قَطْرَةُ دُمُوْعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ : فَأَثَرٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالَى وَأَثَرٌ فِيْ فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ تَعَالَى رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪৫৫. হযরত আবু উমাম সুদাই ইব্‌ন আজলান আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মহান আল্লাহর কাছে দু'টি বিন্দু (ফোঁটা) দু'টি নিদর্শনের চাইতে প্রিয় বস্তু আর কিছু নেই। তার একটি হলো আল্লাহর ভয়ে নির্গত অশ্রুবিন্দু এবং অপরটি হলো ঃ আল্লাহর পথে প্রবাহিত রক্তবিন্দু। আর নিদর্শন দু'টি হলো, আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহর ফরযসমূহের মধ্য থেকে কোন ফরয আদায় করা। (তিরমিযী)

٤٥٦- حَدِيْثُ الْعِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৪৫৬. হযরত ইরবাদ ইব্‌ন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে এমন এক উপদেশপূর্ণ খুত্‌বা দেন যাতে আমাদের অন্তর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ فَضْلِ الزُّهْدِ فِى الدُّنْيَا وَالْحِثُّ عَلَى التَّقَلُّلِ وَمِنْهَا وَ فَضْلِ الْفَقْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ দরিদ্র জীবনযাপন, সংসারে অনাসক্তি এবং পার্থিব বস্তু কম অর্জনের উৎসাহ প্রদান এবং দারিদ্রতার ফযীলত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتّٰى إِذَآ أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَادِرُوْنَ عَلَيْهَآ أَتَاهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيْدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْأٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (يونس ٢٤)

"বস্তুত পার্থিব জীবনের অবস্থা তো এরূপ, যেরূপ আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম, অতঃপর এর সাহায্যে যমীনের সে সব উদ্ভিত অত্যন্ত ঘন হয়ে উৎপন্ন হলো, যেগুলো মানুষ এবং পশুরা ভক্ষণ করে। অতঃপর যমীন যখন পরিপূর্ণ সুদৃশ্য রূপ পরিগ্রহ করলো এবং শোভনীয় হয়ে উঠলো, আর এর মালিকরা মনে করতে লাগলো যে, তারা এর পূর্ণ অধিকারী হয়ে গেছে, তখনি দিনে অথবা রাতে আমার পক্ষ থেকে কোনো আপদ এসে পড়লো, আর আমি এগুলোকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিলাম, যেনো গতকাল এগুলোর কোনো অস্তিত্বই ছিল না। চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনসমূহ আমি এরূপেই বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকি।" (সূরা ইউনুস ঃ ২৪)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (الكهف : ٤٥، ٤٦)

"আর আপনি তাদের কাছে পার্থিব জীবনের অবস্থা বর্ণনা করুন। তা হচ্ছে ঠিক এমনি যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম। অতঃপর এর সাহায্যে যমীনের উদ্ভিদসমূহ ঘন হয়ে উৎপন্ন হলো এবং পরে তা শুকিয়ে চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো এবং বাতাস এগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে ফিরতে লাগলো। আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের একটি শোভা মাত্র। অনেক কাজসমূহ অনন্তকাল ধরে থাকবে; আর এগুলোই আপনার রবের কাছে সাওয়াব হিসেবে এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে উত্তম।" (সূরা কাহফ ঃ ৪৫-৪৬)

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ وَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ (الحديد : ٢٠)

"জেনে রাখো, পার্থিব জীবন তো কেবল খেল-তামাশা এবং জাঁকজমক ও পরস্পর আত্মগর্ব করা, আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে একে অন্যের অপেক্ষা প্রাচুর্য বর্ণনা করা মাত্র। যেরূপ বৃষ্টি বর্ষিত হলে এর সাহায্যে উৎপাদিত ফসল কৃষকদের আনন্দ দেয়, অতঃপর তা শুকিয়ে যায় এবং তুমি তাকে হরিদ্রা বর্ণের দেখতে পাও। অতঃপর তা চূর্ণবিচুর্ণ হয়ে যায়। আর পরকালে রয়েছে কঠোর শাস্তি ; আর আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন হলো প্রতারণার উপকরণ মাত্র।" (সূরা হাদীদ ঃ ১০)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ (ال عمران : ١٤)

"নারী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীভূত সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, পালিত পশু ও শস্যক্ষেত, এগুলোর প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা দিয়ে মানুষের মনকে সুশোভিত করা হয়েছে। মূলত এগুলো হলো পার্থিব জীবনের ব্যবহারিত উপকরণ। আল্লাহর নিকট রয়েছে সুশোভিত পরিণাম বা প্রত্যাবর্তন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ (فاطر : ٥)

"হে মানব জাতি! আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য; সুতরাং এ পার্থিব জীবন যেনো তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে রাখে। আর মহা প্রতারক (শয়তান) যেনো তোমাদের আল্লাহ সম্বন্ধে ধোঁকায় না ফেলতে পারে"। (সূরা ফাতির ঃ ৫)

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ (التكاثر :١-٥)

"ঐশ্বর্য্য, প্রাচুর্য ও দাম্ভিকতা তোমাদের ভুলিয়ে রেখেছে। এভাবেই তোমরা কবরে পৌছে যাও। কখনো নয়, অতি শিগ্‌গীর তোমরা জানতে পারবে। অতঃপর কখনো নয়, তোমরা অবিলম্বেই জানতে পারবে। কখনো নয়, যদি তোমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারত"। (সূরা তাকাসূর ঃ ১-৫)

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (العنكبوت: ٦٤)

"আর এই পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়, বস্তুত পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন। তারা যদি তা জানতে পারতো"। (সূরা আন্‌কাবূত ঃ ৬৪)

٤٥٧- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِيْ بِجِزْيَتِهَا فَقَدِمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُوْمِ أَبِيْ عُبَيْدَةَ فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوْا لَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَاٰهُمْ ثُمَّ قَالَ : أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ؟ فَقَالُوْا : أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ : أَبْشِرُوْا وَأَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنِّيْ أَخْشٰى أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا؛ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৫৭. হযরত আমর ইব্‌ন আওফ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহ্‌রাইনে জিযিয়া আদায় করে আনার জন্যে আবু ওবায়দা ইব্‌ন জাররাহকে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর বাহ্‌রাইন থেকে ধন-সম্পদ নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন। আনসারগণ যখন শুনতে পেলেন যে, হযরত আবু ওবায়দা (রা) ফিরে এসেছেন, তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ফজরের নামায পড়ার জন্যে এসে পৌঁছলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষ করার পর তাঁরা তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁদের দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুছকি হেসে বললেনঃ আমার মনে হচ্ছে, তোমরা আবু ওবায়দার বাহরাইন থেকে মাল নিয়ে ফিরে আসার সংবাদ শুনতে পেয়েছো? তারা বললেন ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমরা

আনন্দিত হও, আর যে বস্তু তোমাদের খুশীর কারণ তার আশা পোষণ করো। তবে আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তোমাদের দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয় করিছ না বরং আমি ভয় করছি এ জন্যে যে, পার্থিব (সামগ্রী) তোমাদের সামনে প্রসারিত হয়ে যাবে, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য প্রসারিত হয়েছিল। আর তারা যেরূপ লালসা ও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, তোমরাও সেরূপ লালসাগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং (এই পার্থিব সামগ্রী) তাদের যেরূপ ধ্বংস করেছে, তোমাদেরও সেরূপ ধ্বংস করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٥٨- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ : إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِىْ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৫৮. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে বসলেন এবং আমরাও তাঁর চারপাশে বসলাম। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমার তিরোধানের পর যে বিষয়গুলো সম্পর্কে তোমাদের জন্য আমার ভয় হচ্ছে তম্মধ্যে একটা হলো, বিভিন্ন দেশ জয়ের পর তোমাদের হাতে যখন প্রাচুর্য আসবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٥٩- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا وَاتَّقُوْا النِّسَاءِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৫৯. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ দুনিয়াটা একটা শ্যামল সবুজ সুমিষ্ট বস্তু। মহান আল্লাহ এখানে তোমাদের প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তোমরা কি করছো তা দেখছেন। সুতরাং এ দুনিয়ার (লোভ-লালসা থেকে) আত্মরক্ষা করো এবং স্ত্রীলোকের (ফিত্‌না) সম্পর্কেও সতর্ক থাক। (মুসলিম)

٤٦٠- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الْآخِرَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৬০. হযরত আনাস (রা) থকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "হে আল্লাহ! পরকারের জীবনই তো প্রকৃত জীবন"। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٦١- وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৬১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তিনটি জিনিস মৃতের পেছনে পেছনে (কবর পর্যন্ত) যায় ঃ তার আত্মীয়-পরিজন, ধন-সম্পদ ও তার আমল (নেক বা বদ্) অতঃপর দু'টি ফিরে আসে আর একটি (তার সাথে) থেকে যায়। তার আত্মীয়-পরিজন ও সম্পদ ফিরে আসে এবং তার আমল তার সাথে থেকে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٦٢- وَعَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتَى بِالنَّعْمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يَقَالُ : يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ؛ فَيُقَالُ لَهُ : يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللّٰهِ مَا مَرَّبِى بُؤْسٌ قَطُّ، وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৬২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য থেকে দুনিয়াতে যে সবচাইতে ধনী ছিল,তাকে হাযির করা হবে এবং দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কোনো কল্যাণ দেখেছো? তুমি কি কখনো স্বস্তি ও শান্তিতে দিন যাপন করেছো? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম করে বলছি, হে আমার রব! কখনো না। আর জান্নাতবাসীদের মধ্য থেকেও একজনকে হাযির করা হবে, যে দুনিয়াতে সবচাইতে দুর্দশা ও অভাবগ্রস্থ ছিল। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি কখনো কোনো অভাব দেখেছো? তুমি কি কখনো দুর্দশা ও অনটনের মধ্যে দিন যাপন করেছো? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি কখনো অভাব-অনটন দেখিনি আর আমার ওপর দিয়ে তেমন কোনো দুর্দশার সময়ও অতিবাহিত হয়নি। (মুসলিম)

٤٦٣- وَعَنِ الْمُسْتَوْرَدِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا الدُّنْيَا فِى الْآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ فِى الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৬৩. হযরত মুস্তাওরিদ ইব্ন শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পরকালের তুলনায় ইহকালের দৃষ্টান্ত হলো এরূপ যে, তোমাদের কেউ তার কোনো একটি আঙুল সমুদ্রে ডুবিয়ে রেখে যতটুকু সাথে নিয়ে ফিরে। (আঙ্গুলের অগ্রভাবে সমুদ্রের পানি যে অংশ লেগে থাকে, সমুদ্রের তুলনায় এটা যেরূপ কিছুই নয়, তেমনি আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াটা কিছুই নয়)। (মুসলিম)

٤٦٤- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِالسُّوْقِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ هٰذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟ فَقَالُوْا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ ثُمَّ قَالَ أَتُحِبُّوْنَ أَنَّهُ لَكُمْ؟ قَالُوْا وَاللّٰهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا أَنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ! فَقَالَ فَوَاللّٰهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৬৪. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো একটি বাজারের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর তাঁর দু'পাশে ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম। তিনি যখন একটি কানকাটা মরা ছাগল ছানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি এর কান ধরে তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের বিনিময়ে এটা কিনে নিতে রাযী আছো? তাঁরা বললেন, আমরা কোনো কিছুর বিনিময়ে এটা নিতে রাযী নয়; আর আমরা এটা দিয়ে করবোই বা কি? তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা বিনামূল্যে এটা নিতে রাযী আছো? তাঁরা বললেন, আল্লাহর কসম! এটা যদি জীবিতও থাকতো, তবু তো ত্রুটিপূর্ণ ; কেননা এটার কানকাটা। তবে মৃতটাকে দিয়ে কি হবে? অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম করে বলছি! তোমাদের কাছে এ ছাগল ছানাটা যেরূপ নিকৃষ্ট দুনিয়াটা আল্লাহর কাছে এ চাইতেও বেশি নিকৃষ্ট। (মুসলিম)

٤٦٥- وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَرَّةٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدُ فَقَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ : قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ : مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ عِنْدِيْ مِثْلَ أُحُدٍ هٰذَا ذَهَبًا تَمْضِيْ عَلَيَّ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَعِنْدِيْ مِنْهُ دِيْنَارٌ إِلاَّ شَيْءٌ أَرْصِدُهُ لِدَيْنٍ إِلاَّ أَنْ أَقُوْلَ بِهِ فِيْ عِبَادِ اللّٰهِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَعَنْ خَلْفِهِ ثُمَّ سَارَ فَقَالَ : إِنَّ الْأَكْثَرِيْنَ هُمُ الْأَقَلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا : عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَقَلِيْلٌ مَا هُمْ ثُمَّ قَالَ لِيْ وَمَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى أٰتِيَكَ ثُمَّ انْطَلَقَ فِيْ سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدِ ارْتَفَعَ فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُوْنَ أَحَدٌ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَتَانِيْ فَقُلْتُ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ مِنْهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ، فَقَالَ : وَهَلْ سَمِعْتَهُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ : ذَاكَ

جِبْرِيْلُ أَتَانِيْ فَقَالَ : مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৬৫. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মদীনায় কালো কংকরময় প্রান্তরে হাঁটছিলাম। অতঃপর ওহুদ পাহাড় আমাদের দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বললেন ঃ হে আবু যার! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার খেদমতে হাযির আছি। তিনি বললেন ঃ এই ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও যদি আমার কাছে থেকে থাকে, তবু আমি খুশী হবো না। কেননা তিন দিনও অতীত হবে না যে, আমার কাছে তা থেকে ঋণ আদায়ের অংশ ছাড়া এক দীনারও অবশিষ্ট থাকবে না; বরং আমি আল্লাহর বান্দাদের মাঝে এভাবে ওভাবে ডান-বাঁয়ে এবং পেছনে খরচ করে ফেলবো। এ কথা বলে তিনি এগিয়ে চললেন এবং বললেন ঃ বেশি সম্পদশালীরাই কিয়ামতের দিন নিঃস্ব হবে; কিন্তু যারা সম্পদ এভাবে এভাবে এভাবে ডান-বাঁয়ে ও পেছনে খরচ করেছে তারা নিঃস্ব হবে না। তবে এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই কম। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন ঃ আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত নিজের স্থান থেকে নড়ো না। অতঃপর তিনি রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আমি একটা বিকট শব্দ শুনে ভয় পেয়ে গেলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের উপর কোনো অস্বাভাবিক কিছু ঘটে গেলো কি না? কাজেই আমি তাঁর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু তার এ আদেশ ঃ "আমি না আসা পর্যন্ত নিজের স্থানে থেকে নড়ো না" স্মরণ হয়ে গেলো এবং তাঁর ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত আমি স্থান ত্যাগ করলাম না। তিনি ফিলে এলেন। অতঃপর আমি তাঁকে বললাম, আমি তো একটা বিকট শব্দ শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার আদেশ স্মরণ হওয়াতে এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলন ঃ তুমি তাহলে সে শব্দ শুনেছো? আমি বললাম হ্যা, তিনি বললেন ঃ এটা জিব্‌রাঈলের শব্দ। তিনি আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বলে গেলেন ঃ তোমার উম্মতের যে কেউ আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললা, যে যদি চুরি করে, সে যদি চুরি করে? তিনি বললেন ঃ সে যদি যিনা'ও করে এবং চুরিও করে, তবু জান্নাতে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٦٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَوْ كَانَ لِيْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِيْ أَنْ لاَ تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثُ لَيَالٍ وَعِنْدِيْ مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ أَرْصِدُهُ لِدَيْنٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৬৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমার কাছে যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে, তাহলে তিন দিন যেতে না যেতে আমার কাছে এর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, এতেই আমি আনন্দিত হবো। তবে ঋণ আদায়ের জন্যে কিছু অংশ আটকে রাখতে পারি। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٦٧- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةِ الْبُخَارِىِّ : إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْخَلْقِ ؛ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ -

৪৬৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের চাইতে নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির দিকে তাকাও এবং তোমাদের চাইতে উচ্চ মর্যাদাশালীদের দিকে তাকিও না। তোমাদের উপর আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহকে নিকৃষ্ট মনে না করার জন্যে এটাই উৎকৃষ্ট পন্থা।(বুখারী ও মুসলিম) বুখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ তোমাদের কেউ যখন তার চাইতে ধনী ও সৌন্দর্যমন্ডিত কোনো ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে দেখো, তখন সে যেনো তার চাইতে নিম্নমানের ব্যক্তির দিকেও তাকায়।

٤٦٨- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيْفَةِ وَالْخَمِيْصَةِ إِنْ أُعْطِىَ رَضِىَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৪৬৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ দীনার, দিরহাম, কালো চাদর ও চওড়া পেড়ে পশমী চাদরের অনুরাগী গোলাম ধ্বংস হয়েছে। কেননা, তাকে যদি দেয়া হয়, তবে খুশী আর না দেয়া হলেই অখুশী। (বুখারী)

٤٦٩- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوْا فِى أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَايَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَايَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৪৬৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সত্তরজন আসহাবে সুফ্‌ফাকে দেখেছি তাঁদের কারো কারো চাদর ছিল না। কারো হয়তো একটি লুংগী আর কারো একটি কম্বল ছিল। তারা এটাকে নিজেদের গলায় বেঁধে রাখতেন। কারোরটা হয়তো তাঁর পায়ের গোছার অর্ধাংশ পৌছতো; আর কারোরটা হাঁটু পর্যন্ত। লজ্জাস্থান দেখা যাওয়ার ভয়ে তারা হাত দিয়ে এটাকে ধরে রাখতেন। (বুখারী)

٤٧٠- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৭০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "দুনিয়াটা হলো ঈমানদারদের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত বা উদ্যান।" (মুসলিম)

٤٧١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكَبِيَّ فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرِ سَبِيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ : إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৪৭১. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাঁধ ধরে বললেন ঃ দুনিয়াতে তুমি মুসাফির অথবা পথচারী হয়ে থেকো। আর এ জন্যেই ইব্‌ন উমার (রা) বলতেন ঃ তুমি যখন সন্ধ্যা যাপন করো তখন সকালের প্রতীক্ষা করো না। আর আর যখন তুমি ভোর পাও তখন সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। আর তোমার সুস্থ সময়ে রোগের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো এবং তোমার জীবনকালে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করো। (বুখারী)

٤٧٢- وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِيَ اللّٰهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ فَقَالَ : ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللّٰهُ وَازْهَدْ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ ، حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه -

৪৭২. হযরত আবুল আব্বাস সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোনো আমলের কথা বলে দিন, যখন আমি তা করবো, তখন আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালোবাসবে। উত্তরে তিনি বললেন, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হও, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন; আর মানুষের কাছে যা কিছু আছে, সেদিকে লোভ করো না, মানুষও তোমাকে ভালোবাসবে। হাদীসটি হাসান, ইব্‌ন মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন।

٤٧٣- وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : ذَكَرَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَايَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৭৩. হযরত নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে সব লোকের পার্থিব সুখ-সাচ্ছন্দ ও ধন-সম্পদ অর্জিত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, সারাদিন তাঁর (নাড়িভূড়ি) পেঁচিয়ে থাকতো, অথচ ঐ পেটে দেয়ার জন্যে এমন কোনো নষ্ট পুরোনো খেজুরও মিলতো না। (মুসলিম)

٤٧٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ إِلاَّ شَطْرُ شَعِيْرٍ فِي رَفٍّ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৭৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের সময় আমার ঘরে এমন কোনো বস্তু ছিলো না কোন প্রাণী খেতে পারে। তবে দেরাজে সামান্য কিছু যব মজুদ ছিল অনেক দিন পর্যন্ত আমি তা থেকে খেতে থাকলাম। অবশেষে আমি তা ওজন করলাম তখন তা শেষ হয়ে গেলো। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٧٥- وَعَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ أَخِيْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً وَلاَ شَيْئًا إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِيْ كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا لاِبْنِ السَّبِيْلِ صَدَقَةً - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৪৭৫. হযরত উম্মুল মু'মিনীন জুয়াইরিয়া বিনতে হারিসের ভাই আমর ইব্‌ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ইন্তিকালের সময় কোনো দীনার-দিরহাম, দাস-দাসী এবং অন্য সামগ্রী রেখে যাননি। তবে মাত্র তাঁর একটি সাদা খচ্চর, যার উপর তিনি সাওয়ার হতেন, তাঁর তরবারী এবং মুসাফিরদের জন্যে সাদাকাকৃত কিছু ভূমি রেখে যান। (বুখারী)

٤٧٦- وَعَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللّٰهِ تَعَالَى فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنِ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৭৬. হযরত খাব্বাব ইব্‌ন আরাত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হিজরত করেছি। কাজেই এর সাওয়াব আমরা আল্লাহর কাছে পাব। আমাদের মধ্যে কেউ এর বিনিময় উপভোগ না করেই মারা গেছেন। তম্মধ্যে মুস'আব ইব্‌ন উমায়ের (রা) উল্লেখযোগ্য। তিনি ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর সম্পদের মধ্যে রেখে যান মাত্র একটি রঙীন পশমী চাদর। আমরা (কাফন দেবার জন্যে চাদরটি দিয়ে) তাঁর মাথা ঢাকতে চাইলে পা দু'টি অনাবৃত হয় যেতো। আর পা দু'টি ঢাকতে চাইলে মাথা অনাবৃত হয়ে যেতো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মাথা ঢেকে দিতে এবং তাঁর পায়ে 'ইয্খির' নামক সুগন্ধিযুক্ত ঘাস বেধে দিতে আমাদের আদেশ করেন। বর্তমানে আমাদের কারোর কারোর অবস্থা তো এরূপ যে, তাঁর ফল পেকে রয়েছে আর তিনি তা কেটে উপভোগ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٧٧- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪৭৭. হযরত সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহর কাছে দুনিয়াটা যদি মশার ডানার সমতূল্যও হতো, তাহলে তিনি তা থেকে কাফিরদের এক চুমুক পানিও পান করতে দিতেন না।"(তিরমিযী)

٤٧٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا إِلاَّ ذِكْرَ اللّٰهِ تَعَالَى وَمَا وَالاَهُ وَعَالِمًا وَمُتَعَلِّمًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪৭৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জেনে রেখো, দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা আছে সব কিছুই অভিশপ্ত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র এবং তিনি যা পছন্দ করেন এবং জ্ঞানী ও জ্ঞানার্জনকারী। (তিরমিযী)

٤٧٩- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَتَّخِذُوْا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوْا فِي الدُّنْيَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা জমিজমা ও ক্ষেতখামার অর্জনের পেছনে পড়ে যেও না, তাহলে তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে।" (তিরমিযী)

٤٨٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نعَالِجُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ : مَا هٰذَا ؟ فَقُلْنَا : قَدْ وَهِيَ فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ فَقَالَ مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلاَّ أَعْجَلَ مِنْ ذٰلِكَ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ -

৪৮০. হযরত আবুদুল্লাহ ইব্‌ন আমর্ ইব্‌ন আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ব্লেন, একদা আমরা একটি কুড়েঘর মেরামত করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি করা হচ্ছে? আমরা বললাম, এটা নড়বড়ে বা ভঙ্গপ্রায় হয়ে গেছে; সুতরাং আমরা এটা মেরামত করছি। তিনি বললেন ঃ আমি তো দেখতে পাচ্ছি কিয়ামত এর চাইতেও তাড়াতাড়ি হয় যাবে। আবূ দাউদ ও তিরমিযী, বুখারী ও মুসলিমের সনদে ও হাদীসটি বর্ণনা করেন।

٤٨١- وَعَنْ كَعْبِ بنِ عِيَاضٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪৮১। হযরত কা'ব ইব্‌ন ইয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক জাতির জন্য একটি ফিত্‌না (পরীক্ষার বস্তু) আছে। আর আমার উম্মতের ফিত্‌না হলো সম্পদ। (তিরমিযী)

٤٨٢- وَعَنْ أَبِيْ عَمْرٍو وَيُقَالُ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَيُقَالُ أَبُوْ لَيْلَى عُثْمَانَ ابنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ لِأَبْنِ اٰدَمَ حَقٌّ فِيْ سِوَى هٰذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِيْ عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪৮২. হযরত আবু আমর (রা) তাঁকে আবু আবদুল্লাহ বলেও ডাকা হতো। আবু লায়লা উসমান ইব্‌ন আফফান ও বলা হলো (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ৩টি বস্তু ছাড়া আদম সন্তানের আর কিছুর ওপর অধিকার নেই। তা হলো ঃ ১. তার বসবাসের জন্য একট ঘর; ২. অংগ ঢাকার জন্যে কিছু বস্ত্র এবং ৩. শুধু রুটি ও পানি। (তিরমিযী)

٤٨٣- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ الشِّخِّيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أنه قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ : "أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ" قَالَ يَقُوْلُ ابنُ اٰدَمَ مَالِيْ مَالِيْ وَهَلْ لَكَ يَا ابنَ اُدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৮৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন শিখ্‌খীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে দেখি, তিনি সূরা তাকাসুর "الهكم التكاثر" "ধন-ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য তোমাদের পরকাল ভুলিয়ে রেখেছে" পাঠ করছেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আদম সন্তানরা 'আমার সম্পদ' 'আমার ধন' ইত্যাদি বলে থাকে। অথচ হে বনী আদম! ততোটুকুই তোমার সম্পদ, যতোটুকু তুমি খেয়ে শেষ করেছ এবং পরিধান করে পুরনো করেছ এবং দান-খয়রাত করে পরকালের জন্য সঞ্চয় করেছ। (মুসলিম)

٤٧٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ انْظُرْ مَاذَا تَقُوْلُ؟ قَالَ : وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِيْ فَأَعِدَّ لِلْفُقْرِ تَجْفَافًا فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِيْ مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম আমি নিশ্চয়ই আপনাকে ভালোবাসি। তিনি বললেন ঃ কি বলছো তা ভেবে দেখো। সে বললো, আল্লাহর শপথ করে বলছি, নিশ্চয়ই আপনাকে ভালোবাসি, এরূপ সে তিনবার বললো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তুমি যদি আমাকে ভালোবাসো, তাহলে দারিদ্রের জন্যে মোটা পোষাক তৈরী করে নাও। কেননা, পানি যে গতিতে তার শেষ গন্তব্যের দিকে ধেয়ে যায়, আমাকে সে ভালোবাসে দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা তার চাইতেও দ্রুতগতিতে তার কাছে পৌছে যায়। (তিরযিমী)

٤٨٥- وَعَنْ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِيْ غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪৮৫. হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "সম্পদ ও আভিজাত্যের প্রতি মানুষের লোভ তার ধর্মের যতোটুকু ক্ষতি করতে পারে, বক্‌রীর পাল ধ্বংস করার জন্যে ছেড়ে দেয়া দু'টো ক্ষুধার্ত নেকড়েও বক্‌রীর পালের ততোটুকু ক্ষতি করতে পারে না।" (তিরমিযী)

٤٨٦- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِيْ جَنْبِهِ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وَطَاءً فَقَالَ : مَالِيْ وَلِلدُّنْيَا؟ وَمَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৪৮৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাটাইয়ের (মাদুর) ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে ওঠার পর আমরা তাঁর মুবারক শরীরে চাটাইয়ের দাগ দেখে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যদি আপনার জন্য একটি তোষক বানিয়ে দিতাম! তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি তো দুনিয়াতে এরূপ একজন মুসাফির, যে গাছের ছায়াতলে বিশ্রাম নেয়, অতঃপর তা ছেড়ে দিয়ে চলতে শুরু করে। (তিরমিযী)

٤٨٧- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৪৮৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "দরিদ্ররা ধনীদের চাইতে পাঁচশ' বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (তিরমিযী)

٤٨٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৮৮. হযরত ইবন্ আব্বাস ও ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি জান্নাতের অবস্থা অবগত হলাম। আমি দেখলাম তার অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র। আর জাহান্নামের অবস্থা অবহিত হলাম। দেখলাম যে, এর অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٨٩- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৮৯. হযরত উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখেছি, এতে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই নিঃস্ব-দরিদ্র আর সম্পদশালীদের আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু দোযখীদের দোযখে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

٤٩٠- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ "أَلَا كُلُّ شَىْءٍ مَا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلٌ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৯০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কবি 'লবিদ' যা বলেছেন, তা ধ্রুব সত্য। তিনি বলেছেন, "জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই মিথ্যা।" (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ الْجُوْعِ وَخُشُوْنَةِ الْعَيْشِ وَالْاِقْتِصَارُ عَلَى الْقَلِيْلِ مِنَ الْمَأْكُوْلَ وَالْمَشْرُوْبِ وَالْمَلْبُوْسِ وَغَيْرِ مِنْ حُظُوْظِ النَّفْسِ وَتَرْكِ الشَّهْوَاتِ۔

অনুচ্ছেদ ঃ অনাহারে থাকার ফযীলত ও সংসারে নিরাসক্ত জীবন যাপন, খাদ্য, পানীয় ও পোষাক আশাকে অল্পে তুষ্টি এবং প্রবৃত্তির গোলামী থেকে বিরত থাকা।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا (مريم: ٥٩. ٦٠)

"অতঃপর তাদের পরে এমন উত্তরসূরীর জন্ম হলো, যারা নামায বিনষ্ট করে দিলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। সুতরাং তারা অবিলম্বেই বিপদের সাক্ষাত পাবে। কিন্তু যারা তাওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারা জান্নাতে যাবে, আর তাদের সাথে কোনো যুলমু করা হবে না।" (সূরা মারইয়াম ঃ ৫৯-৬০)

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهِ فِيْ زِيْنَتِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِيَ قَارُوْنَ إِنَّهُ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ أٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا (القصص: ٧٩. ٨٠)

"অতঃপর সে (কারূন) জাঁকজমকের সাথে তার সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে বের হলো। (এ অবস্থা দেখে) পার্থিব জীবনের সম্পদ অভিলাষীরা বলতে লাগলো, আহা! কারূনকে যেরূপ সম্পদ দেয়া হয়েছে, আমাদেরও যদি সেরূপ দেয়া হতো! বাস্তবিকই সে বড়ই ভাগ্যবান। আর জ্ঞানীরা বলতে লাগলো, হায় সর্বনাশ! তোমরা এ কি বলছো? ঈমানদার হয়ে সে সৎকাজ করবে, সে আল্লাহর কাছে এর চাইতে বহুগুণে উত্তর প্রতিদান পাবে।" (সূরা কাসাস ঃ ৭৯-৮০)

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ (التكاثر : ٨)

"তারপর সেদিন (দুনিয়ার সব) নিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (সূরা আত্ তাকাসূর ঃ ৮)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوْمًا مَدْحُوْرًا (الإسراء: ١٨)

"যে ব্যক্তি দুনিয়ার অভিলাষী হবে, আমি তাকে ইহকালে যতটুকু ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা সত্বরই প্রদান করবো। অতঃপর তার জন্যে দোযখে নির্ধারণ করে রাখবো। সে তাতে বঞ্চিত, বিতাড়িত ও দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে প্রবেশ করবে।" (সূরা বনী ইস্রাঈল ঃ ১৮)

٤٩١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ : مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتّٰى قُبِضَ -

৪৯১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পরিবার কোনোদিন একনাগড়ে দু'দিন পেটপুরে যবের রুটি খেতে পায়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় আছেঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনা আসার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর পরিবারের লোকজন একনাগাড়ে তিনদিন পেট ভরে গমের রুটি খেতে পায়নি।

٤٩٢- وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ وَاللّٰهِ يَا ابْنَ أُخْتِيْ إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ، ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِيْ شَهْرَيْنِ وَمَا أُوْقِدَ فِيْ أَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَارٌ قُلْتُ يَا خَالَةُ فَمَا كَانَ يُعِيْشُكُمْ؟ قَالَتْ الْأَسْوَدَانِ : اَلتَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جِيْرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوْا يُرْسِلُوْنَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ مِنْ أَلْبَانِهَا فَيَسْقِيْنَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৯২. হযরত উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। হযরত আয়েশা (রা) বলতেন, আল্লাহর কসম! হে ভাগ্নে! আমরা একটা নতুন চাঁদ দেখতাম, তারপর আর একটা নতুন চাঁদ দেখতাম, তারপর আর একটা নতুন চাঁদ দেখতাম, এভাবে দু'মাসে তিন তিন নতুন চাঁদ দেখে ফেলতাম। অথচ এ দীর্ঘ সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো ঘরেই আগুন জ্বালানো হতো না? আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে খালা আম্মা! তাহলে আপনারা জীবন যাপন করতেন কিরূপে? তিনি বললেন, দু'টি কালো বস্তু-খেজুর আর পানি পান করে জীবন কাটাতাম। তবে হাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কয়েকজন আনসার প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁদের কাছে দুগ্ধবতী উট্‌নী ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে কিছু দুধ পাঠাতেন। আর তিনি তা আমাদের পান করাতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٤٩٣- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ وَقَالَ : وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৪৯৩. হযরত আবু সাঈদ মাকবুরী (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদা একটি দলের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের সামনে তখন ভাজা একটি আস্ত বক্‌রী ছিলো। তারা তাঁকে আহ্বান করলে তিনি তা খেতে অস্বীকার করলে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন, অথচ তিনি কখনো পেট ভরে যবের রুটি খাননি। (বুখারী)

٤٩٤- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ ﷺ عَلى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مَرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৪৯৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো দস্তরখানে (খানার স্থানে) বসে খাদ্য গ্রহণ করেননি, আর তিনি কখনো চাপাতি রুটিও খাননি। (বুখারী)

٤٩٥- وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৯৫. হযরত নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি তাঁর পেট ভরার জন্যে পুরনো বিনষ্ট খেজুরও পেতেন না। (মুসলিম)

٤٩٦- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّقِيَّ مِنْ حِيْنَ ابْتَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالَى حَتَّى قَبَضَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فَقِيْلَ لَهُ : هَلْ كَانَ لَكُمْ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ مَنَاخِلُ؟ قَالَ مَا رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْخُلاً مِنْ حِيْنَ ابْتَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالَى حَتَّى قَبَضَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فَقِيْلَ لَهُ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُوْنَ الشَّعِيْرَ غَيْرَ مَنْخُوْلٍ؟ قَالَ : كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيْرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৪৯৬. হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী বানিয়ে পাঠানো পর থেকে তুলে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কখনো চালুনিতে চালা (মিহি) আটার রুটি দেখেননি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কি আপনাদের কাছে কোনো চালুনি ছিলো না? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবুয়ত দিয়ে পাঠানোর পর ওফাতের মাধ্যমে উঠিয়ে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কখনো চালুনির দেখেননি। অতঃপর তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনারা চালুনির চালা ছাড়া যব খেতেন কিরূপে? তিনি বললেন, আমরা তো পিশে ফেলতাম এবং ফুঁ দিতাম। যা কিছু উড়ে যাওয়ার থাকতো তা উড়ে যেতো। আর অবশিষ্ট আটা বা ময়দা পানিতে ভিজিয়ে ঠেসে খামীর বানাতাম। (বুখারী)

٤٩٧- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِىْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوْتِكُمَا هٰذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالاَ : الْجُوْعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَأَنَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِى الَّذِىْ أَخْرَجَكُمَا قَوْمًا فَقَامَا مَعَهُ فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِىْ بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ : مَرْحَبًا وَأَهْلاً فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيْنَ فُلاَنٌ؟ قَالَتْ : ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الْمَاءَ إِذَ جَاءَ الأَنْصَارِىُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ، مَا أَحَدٌ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّى فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيْهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ : كُلُوْا وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِيَّاكَ وَالْحَلُوْبَ فَذَبَحَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوْا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذٰلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوْا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوْا وَرَوُوْا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هٰذَا النَّعِيْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمُ الْجُوْعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوْا حَتَّى أَصَابَكُمْ هٰذَا النَّعِيْمُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৯৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দিনে অথবা রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়ীর বাইরে বের হলেন। এমন সময় দেখা গেল হযরত আবু বকর ও উমর (রা) বেরিয়েছেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ মুহূর্তে কোন্ জিনিস তোমাদের এমন সময় বাড়ির বাইরে বের করে এনেছে? তাঁরা বললেন ঃ ক্ষুধার জ্বালা বের করেছে ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, যে জিনিসটা তোমাদের ঘরের বাইরে এনেছে, সেটি আমাকেও বের করে ছেড়েছে। দাঁড়াও! সুতরাং তাঁরা দু'জন তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন।. এরপর তাঁরা (চলতে চলতে) জনৈক আনসারীর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু দেখা গেলো, তিনি বাড়ী নেই। তাঁর স্ত্রী যখন তাঁকে দেখতে পেলেন, (তখন খুশীতে ডগ্‌মগ্ হয়ে) বললেন ঃ মারহাবা- স্বাগতম! তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ অমুক কোথায়? তিনি বললেন, উনি তো আমাদের জন্যে মিষ্টি পানি আনতে গেছেন। ইতিমধ্যে আনসারী এসে রাসূলুল্লাহ্ ও তাঁর সাথীদ্বয়কে দেখে বললেন ঃ 'আলহামদু লিল্লাহ' আজ কারো কাছে আমার মেহমানের চেয়ে সম্মানিত মেহমান উপস্থিত নেই। অতঃপর তিনি বাড়ীর ভেতরে চলে গেলেনএবং পাকা-তাজা খেজুরের একটি গুচ্ছ এনে তাঁদের সামনে

রেখে বললেন, এগুলো খেতে থাকুন। অতঃপর তিনি একটি ছুরি নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ দুগ্ধবতী বকরী যবেহ্ করো না। অতঃপর তিনি তাঁদের জন্য একটি বক্রী যবেহ করে রান্না করে নিয়ে এলেন। তাঁরা সে বক্রী থেকে ও খেজুর গুচ্ছ খেলেন এবং পানি পান করলেন। সকলেই যখন পেট ভরে খেলেন ও তৃপ্তিসহকারে পান করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর ও উমরকে বললেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি! কিয়ামতের দিন তোমাদের এ নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ক্ষুধা তোমাদের বাড়ী থেকে বের করেছে, অতঃপর এ নিয়ামত পেয়ে তোমরা বাড়ী ফিরেছো। (মুসলিম)

٤٩٨- وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَرَ الْعَدَوِىِّ قَالَ خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ وَكَانَ أَمِيْرًا عَلَى الْبَصْرَةِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ اٰذَنَتْ بِصُرْمٍ وَوَلَّتْ حَذَّاءَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُوْنَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لاَ زَوَالَ لَهَا فَانْتَقِلُوْا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ ذَكَرَ لَنَا أَضنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيْرِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِىْ فِيْهَا سَبْعِيْنَ عَامًا لاَ يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا وَاللّٰهِ لَتُمْلَأَنَّ .... أَفَعَجِبْتُمْ؟ وَلَقَدْ ذُكِرَلَنَا اَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرًا عَيْنٍ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةَ أَرْبَعِيْنَ عَامًا وَلَيَاْتِيْنَ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيْظٌ مِنَ الزِّحَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتَنِىْ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقَ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا ، وَاتَّزَرَ سَعْدُ بِنِصْفِهَا فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ أَصْبَحَ أَمِيْرًا عَلَى مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَإِنِّىْ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُوْنَ فِىْ نَفْسِىْ عَظِيْمًا وَعِنْدَ اللّٰهِ صَغِيْرًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৪৯৮. হযরত খালিদ ইব্ন উমর আল-আদাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা বাস্রার গভর্ণর উৎবা ইব্ন গাযওয়ান (রা) আমাদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে হাম্দ ও সানা পাঠ করার কর বললেন. দুনিয়া তো ধ্বংসের ঘোষণা দিচ্ছে এবং খুব দ্রুত মুখ ফিরিয়ে ভাগতে শুরু করেছে। আর পানি পান করার পর পাত্রের তলদেশে যেটুকু পানি অবশিষ্ট থেকে যায়, দুনিয়াটা শুধু এতটুকুই অবশিষ্ট আছে, আর দুনিয়াদাররা তা থেকেই পান করছে। আর তোমাদেরকে এ নশ্বর জগত ত্যাগ করে এক অবিনশ্বর জগতের দিকে পাড়ি জমাতে হবে। সুতরাং তোমাদের কাছে যে উত্তম বস্তুগুলো আছে, তা নিয়ে যায়। আমাদের কাছে বর্ণনা করা

হয়েছে যে, জাহান্নামের এক পার্শ্ব থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হবে এবং সত্তর বছর পর্যন্ত এর ভেতরের নিচের দিক পড়তে থাকবে, তবু এ গর্তের তলদেশে পৌছতে পারবে না। আল্লাহর কসম! তুব এটা পূর্ণ করা হবে। তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো? আমাদের তো এর বর্ণনা করা হয়েছে যে, জান্নাতের দরজাসমূহের দু'টি কপাটের মধ্যখানে চওড়া স্থানটা চল্লিশ বছরের দুরত্ব হবে। অথচ এমন একটি দিন আসবে, যখন তা ভীড়ে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আর আমি নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাতজন ব্যক্তির মধ্যে সপ্তম হিসেবে দেখেছি, গাছের পাতা ছাড়া আমাদের কাছে আর কোনো খাদ্যই ছিলো না। তা খেতে খেতে আমাদের চোয়ালে ঘা হয়ে গিয়েছিল। আমি একটি চাদর পেয়েছিলাম। তা দু'টুক্‌রো করে ফেড়ে আমি ও সা'দ ইব্‌ন মালিক (রা) ভাগ করে নিলাম। এর অর্ধেকটা দিয়ে আমি লুঙ্গি বানালাম এবং বাকী অর্ধেকটা দিয়ে সা'দ লুঙ্গি বানালেন। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা হলো এ রূপ যে, আমাদের প্রায় প্রত্যেকেই কোনো না কোনো শহরের গভর্ণর হয়েছেন। আমি নিজের কাছে বড় হওয়া ও আল্লাহর কাছে ছোট হওয়া থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসলিম)

٤٩٩- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَخْرَجَتْ لَنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيْظًا قَالَتْ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ هٰذَيْنِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৪৯৯. হযরত আবু মূসা আশ্‌'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আয়েশা (রা) আমাদের সামনে একটি চাদর ও একটি মোটা লুঙ্গি বের করে এনে বললেন, এ দু'টো পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকাল হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٠٠- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّيْ لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقَ الْحُبْلَةِ وَهٰذَا السَّمُرُ حَتّٰى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خَلْطٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫০০. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমিই ছিলাম সর্বপ্রথম আরববাসী, যে আল্লাহর পথে তীরন্দাজী করেছে। আর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছি। আমাদের কাছে বাবলা আর এই ঝাউ গাছেরপাতা ছাড়া আর কোনো খাদ্যই ছিল না। এমনকি আমাদের লোকেরা ছাগলের বিষ্ঠার ন্যায় পায়খানা করতো, একটা আকেরটার সাথে মিশতো না। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٠١- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫০১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "হে আল্লাহ! মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবারকে ক্ষুধা নিবারণ উপযোগী পরিমাণ রিযিক দান করুন।" (বুখারী ও মুসলিম)

٥٠٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : وَاللّٰهِ الَّذِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِيْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوْعِ وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِيْ مِنَ الْجُوْعِ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيْقِهِمُ الَّذِيْ يَخْرُجُوْنَ مِنْهُ فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَبَسَّمَ حِيْنَ رَآنِيْ وَعَرَفَ مَا فِيْ وَجْهِيْ وَمَا فِيْ نَفْسِيْ ثُمَّ قَالَ : اَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ اَلْحَقْ وَمَضَى فَاتَّبَعْتُهُ ، فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لِيْ فَدَخَلْتُ ، فَوَجَدَ لَبَنًا فِيْ قَدَحٍ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ هٰذَا اللَّبَنُ قَالُوْا أَهْدَاهُ لَكَ فُلاَنٌ أَوْ فُلاَنَةٌ قَالَ أَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِيْ قَالَ : وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلاَمِ لاَ يَأْوُوْنَ عَلَى أَهْلٍ وَلاَ مَالٍ وَلاَ عَلَى أَحَدٍ ، وَكَانَ إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا ، وَأَشْرَكَهُمْ فِيْهَا ، فَسَاءَنِيْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هٰذَا اللَّبَنُ فِيْ أَهْلِ الصُّفَّةِ ! كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ أُصِيْبَ مِنْ هٰذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوّٰى بِهَا ، فَإِذَا جَاؤُوْا وَأَمَرَنِيْ فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيْهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِيْ مِنْ هٰذَا اللَّبَنِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَطَاعَةِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُدٌّ ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ ، فَأَقْبَلُوْا وَاسْتَأْذَنُوْا ، فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَخَذُوْا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ يَا اَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : خُذْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ ، فَجَعَلْتُ أُعْطِيْهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدَحَ فَأُعْطِيْهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوِيْ ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَى فَتَبَسَّمَ ، فَقَالَ : أَبَا هِرٍّ قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بَقِيْتُ أَنَا وَأَنْتَ قُلْتُ : صَدَقْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ اقْعُدْ فَاشْرَبْ

فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ فَقَالَ : اشْرَبْ فَشَرِبْتُ فَمَا زَالَ يَقُولُ اشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ لاَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا! قَالَ فَأَرِنِي فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ ، فَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالَى وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫০২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোনো ইলাই নেই! রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুগে ক্ষুধার কারণে আমি পেট মাটির সাথে লাগিয়ে রাখতাম। কখনো আবার ক্ষুধার কারণে কোনো ভারী পাথর পেটে বেঁধে রাখতাম। একদা আমি লোক চলাচলের পথের ওপর বসে থাকলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে পথ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন এবং মুখমণ্ডলের অবস্থা ও অন্তরের কথা বুঝে ফেললেন। অতঃপর বললেন ঃ হে আবু হুরায়রা! আমি বললাম, ইহা রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত আছি। তিনি বললেন ঃ আমার সাথে এসো। এ কথা বলে তিনি রওয়ানা দিলেন। আমিও তাঁর পিছে পিছে গেলাম। অতঃপর তিনি অনুমতি নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে অনুমতি প্রদান করলে আমিও প্রবেশ করলাম। তিনি এক পেয়ালা দুধ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ দুধ কোত্থেকে এসেছে? পরিবারের লোকেরা বললো, অমুক ব্যক্তি বা (রাবীর সন্দেহ) অমুক মেয়েলোক আপনার জন্য হাদিয়া পাঠিয়েছে। তিনি বললেন ঃ হে আবু হুরায়রা (রা)! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার খেদমতে হাযির আছি। তিনি বললেন ঃ যাও তো, আসহাবে সুফ্ফাদের ডেকে নিয়ে এসো। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বললেন ঃ আসহাবে সুফ্ফারা হলো ইসলামের মেহমান। তাদের বাড়ী-ঘর, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ কিছুই ছিল না। এমন কোনো বন্ধুবান্ধবও ছিল না যাদের বাড়িতে গিয়ে তারা থাকতে পারতো। তাঁর (রাসূলের) কাছে কোনো সাদাকার মাল আসলে, তিনি তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন, তিনি তাতে হাত দিতেন না। আর যখন কোনো হাদিয়া বা উপহার আসতো, তখন তিনি তাদের ডেকে কিছু পাঠিয়ে দিতেন আর নিজেও তা থেকে গ্রহণ করতেন। সেদিন তাদের ডাকার কথা বলাতে আমার কাঁছে খুব খারাপ লাগলো। আমি মনে মনে বললাম, আসহাবে সুফ্ফার মধ্যে এইটুকু দুধে কি হবে? আমি তো বেশী হক্দার ছিলাম, এ দুধের কিছু পান করে শক্তি অনুভব করতাম। আর তারা যখন আসবে, তাদের এ দুধ পরিবশেন করার জন্যে তিনি তো আমাকেই আদেশ দিবেন। তাদের সবাইকে দেয়ার পর এ থেকে আমি কিছু পাব বলে তো মনে হচ্ছে না। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ পালন করা ছাড়া কোনো উপায়ও ছিল না। কাজেই আমি তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদের ডাকলাম। তাঁরা এসে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমিত চাইলে তিনি তাঁদের অনুমতি দিলেন। তাঁরা ঘরের নিজ নিজ জায়গায় বসে পড়লেন। এবার তিনি আমাকে বললেন ঃ হে আবু হুরায়রা! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত আছি। তিনি বললেন ঃ দুধের পেয়ালাটি নিয়ে তাদের পরিবেশন করো। তিনি (আবু হুরায়রা) বলেন, অতঃপর আমি পেয়ালা ফেরত দিতেন, অতঃপর আরেকজননে দিতাম, তিনিও পূর্ণতৃপ্তির সাথে পান করে আমাকে পেয়ালাটা দিতেন।

এভাবে সবার শেষে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পেয়ালা নিয়ে হাযির করলাম। অথচ উপস্থিত সকলে তৃপ্তির সাথে তা পান করেছেন। তিনি পেয়ালাটা নিয়ে নিজের হাতে রেখে মুচকি হেসে বললেন ঃ হে আবু হুরায়রা! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার বরকতময় খেদমতেই হাযির। তিনি বললেন ঃ আমি আর তুমি বাকী রয়ে গেছি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ বসো এবং দুধ পান করো। অতঃপর আমি বসে তা পান করলাম। তিনি আবার বললেন ঃ পান করো, আমি আবার পান করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে পান করার কথা বলতেই থাকলেন। অবশেষে আমি বললাম, না, আর পারবো না। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন। এর জন্যে আমার পেট আর কোনো খালি জায়গা নেই। তিনি বললেন ঃ আমাকে এবার তৃপ্ত করো। আমি তাঁকে পেয়ালা দিলে তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসাসূচক বাক্য 'আলহামদু লিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ' বলে অবশিষ্ট দুধ পান করলেন। (বুখারী)

٥٠٣- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتَنِيْ وَأَنِّيْ لَأَخِرٌّ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَغْشِيًّا عَلَيَّ فَيَجِيْءُ الْجَائِيْ فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِيْ وَيَرَى أَنِّيْ مَجْنُوْنٌ وَمَا بِيْ مِنْ جُنُوْنٍ مَا بِيْ إِلَّا الْجُوْعُ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজেকে এমন অবস্থায়ও দেখেছি যে, যখন আমি ক্ষুধার তাড়নায় বেহুঁশ হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বর ও আয়েশার (রা) কক্ষের মাঝখানে পড়ে থাকতাম, তখন কেউ কেউ এসে আমাকে পাগল মনে করে ঘাড়ে পা রাখতো। অথচ আমার মধ্যে পাগলামী ছিল না বরং ছিল শুধু ক্ষুধার তীব্রতা। (বুখারী)

٥٠٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ فِيْ ثَلَاثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫০৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের সময় অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর বর্মটি জনৈক ইয়াহূদীর কাছে ৩০ সা' যবের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٠٥- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعَهُ بِشَعِيْرٍ وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ وَلَا أَمْسَى وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৫০৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বর্মটি কিছু যবের বিনিময়ে বন্ধক রেখেছিলেন। আর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যবের রুটি এবং দুর্গন্ধযুক্ত ময়দার রুটি নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি আনাসকে বলতে শুনেছি ঃ মুহাম্মাদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবারের জন্য সকাল-সন্ধ্যায় এক সা' গমও মিলতো না, অথচ তাতে নয়টি ঘর ছিল। (বুখারী)

٥٠٦- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا فِىْ أَعْنَاقِهِمْ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ وَفَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৫০৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ৭০ জন এমন আসহাবে সুফ্ফাকে দেখেছি, যাদের কারো কাছেই কোন চাঁদর ছিল না। কারো কাছে হয়তো একটি লুংগি ছিল আবার কারো কাছে ছিল একটি কম্বল। আর সেটা তাদের কাঁধের সাথে বেঁধে রাখতেন। তাদের মধ্যে আবার কারো লুংগী পায়ের দু'গোছা পর্যন্ত পড়তো, কারোটা দু'হাঁটু পর্যন্ত। লজ্জাস্থান উম্মুক্ত হয়ে দেখা যাওয়ার ভয়ে তারা লুংগী হাতে ধরে রাখতেন। (বুখারী)

٥٠٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ أُدْمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৫০৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চামড়ার একটি বিছানা ছিল, এর ভেতরে ভরা ছিল খেজুরের ছাল। (বুখারী)

٥٠٨- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْبَرَ الْأَنْصَارِىُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا أَخَا الْأَنْصَارِ كَيْفَ أَخِىْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ فَقَالَ : صَالِحٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَعُوْدُهُ مِنْكُمْ؟ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلَا خِفَافٌ وَلَا قَلَانِسُ وَلَا قُمُصٌ نَمْشِىْ فِى تِلْكَ السِّبَاخِ حَتَّى جِئْنَاهُ فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلَهُ حَتَّى دَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الَّذِيْنَ مَعَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫০৮. হযরত ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বসাছিলাম; এমন সময় জনৈক আনসারী এসে তাঁকে সালাম দিলেন।

অতঃপর ফিরে যেতে রওয়ানা হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আনসারী ভাই! আমার ভাই সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) কেমন আছেন? তিনি বললেন, ভালোই আছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে তাঁকে দেখতে যেতে চাও? এক কথা বলে তিনি বলে উঠে রওয়ানা দিলেন। আমরাও তাঁর সাথে চললাম। আমরা সংখ্যায় ছিলাম দশের চেয়ে কিছু বেশী। কিন্তু আমাদের কারো কাছে কোনো জুতা, মোজা, টুপি এবং জামা ছিল না। এমতাবস্থায় আমরা অনাবদী প্রান্তর পেরিয়ে তাঁর কাছে এসে পৌছলাম। অতঃপর তাঁর (সা'দের) চারপাশ থেকে তাঁর গোত্রের লোকেরা চলে গেলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীরা তাঁর নিকটবর্তী হলেন। (মুসলিম)

٥٠٩- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ عِمْرَانَ : فَمَا أَدْرِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّتَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَكُوْنُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُوْنَ وَلَا يَسْتَشْهَدُوْنَ يَخُوْنُوْنَ وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَنْذِرُوْنَ وَلَا يُوْفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫০৯. হযরত ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার যুগের লোকেরাই (সাহাবীরা) তোমাদের মধ্য সবচাইতে উত্তম। অতঃপর যারা এর পরবর্তী আসবে (তাবিঈন)। এর পর যাঁরা তাঁদের পরবর্তী যুগে আসবে (তাবে-তাবিঈন ঃ পর্যায়ক্রমে তারাই উত্তম লোক)। ইমরান (রা) বলেন, এটা আমার স্মরণ নেই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটা দু'বার বলেছেন, নাকি তিনবার বলেছেন ঃ তাদের পরে এমন এক জাতির উদ্ভব হবে, যারা সাক্ষ্য দেবে কিন্তু তাদের কাছ থেকে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা খিয়ানত করবে, আমানতদারী করবে না; অংগীকার করবে, কিন্তু পূর্ণ করতে না; আর তাদের শরীরে মেদ পরিলক্ষিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٥١٠- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৫১০. হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে আদম সন্তান ! তুমি যদি তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সৎকাজে ব্যয় করো, তাহলে তোমরা কল্যাণ হবে, আর যদি তা আটকে রাখো, তাহলে অনিষ্ট হবে। তবে তোমার প্রয়োজন মাফিক সম্পদ তোমার কাছে রেখে দিলও তিরস্কৃত হবে না। আর সর্বপ্রথম তোমার পরিবার পরিজনদের ওপর খরচ করা শুরু করো। (তিরমিযী)

٥١١- وَعَنْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بِنِ مِحْصَنٍ الْأَنْصَارِيُّ الْخَطْمِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِيْ سِرْبِهِ مُعَافًى فِيْ جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৫১১. হযরত উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন মিহসান আনসারী আল-খাত্‌মী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শারীরিক নিরাপদ অবস্থায় ও সুস্থ দেহ নিয়ে সকাল উদ্‌যাপন করলো এবং তার কাছে ক্ষুধা নিবারণের মতো একদিনের খোরক আছে, তাহলে তা যেনো দুনিয়ার যাবতীয় কিছুই প্রদান করা হয়েছে। (তিরমিযী)

٥١٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا آتَاهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫১২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তার কাছে প্রয়োজন মাফিক রিযিক আছে আর আল্লাহ্ তাকে যা দিয়েছেন তার উপরই তাকে তুষ্ট রেখেছেন। (মুসলিম)

٥١٣- وَعَنْ أَبِيْ مُحَمَّدٍ فَضَالَةَ بْنْ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ طُوْبٰى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنِعَ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৫১৩. হযরত আবু মুহাম্মদ ফুযালা ইব্‌ন ওবায়েদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যাকে ইসলামের হিদায়েত প্রদান করা হয়েছে তার জন্য সুসংবাদ ও মুবারকবাদ। প্রয়োজন মাফিক সম্পদে তার জীবন অতিবাহিত হয় এবং তার ওপরই সে তুষ্ট থাকে। (তিরমিযী)

٥١٤- وَعَنْ أَبِيْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبِيْتُ اللَّيَالِي الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لَايَجِدُوْنَ عَشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيْرِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫১৪. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একনাগাড়ে কয়েকদিন পর্যন্ত ভুখা থাকতেন; আর তাঁর পরিবারে রাতের খাবার জুটতো না। প্রায়শই তাঁদের খাবার হতো যবের রুটি। (তিরমিযী)

٥١٥- وَعَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِيْ الصَّلَاةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ حَتَّى يَقُوْلُ الْأَعْرَابُ هٰؤُلَاءِ مَجَانِيْنَ فَإِذَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى لَأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوْا فَاقَةً وَحَاجَةً - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৫১৫. হযরত ফুযালা ইব্‌ন উবায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাহাবা কেরামকে নিয়ে নামায পড়তেন, তখন তাঁর পেছনে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ক্ষুধার কারণে কয়েকজন মাটিতে ঢলে পড়ে যেতেন। আর তাঁরা আসহাবে সুফ্‌ফার অন্তর্গত ছিলেন। এমনকি বেদুঈনরা তাদের পাগল বলে আখ্যায়িত করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেনঃ তোমরা যদি জানতে যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য কি মর্যাদা ও সামগ্রী মওজুদ আছে, তাহলে ক্ষুধা ও অভাব আরো বৃদ্ধি হওয়ার কামনা করতে। (তিরমিযী)

٥١٦- وَعَنْ أَبِيْ كَرِيْمَةَ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৫১৬. হযরত আবু কারীমা মিকদাদ ইব্‌ন মা'আদীকারব্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মানুষের ভরা পেটের চাইতে খারাপ পাত্র আর নেই। মানুষের কোমর সোজা রাখার জন্যে কয়েকটি গ্রাসই তো যথেষ্ট। এর চাইতেও কিছু ভরা যদি প্রয়োজনই হয়, তবে পেটকে তিন ভাগে ভাগ করে নেবে। এর-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, অপর অংশ পানীয় এবং বাকী অংশ স্বাস-প্রশ্বাস চলাচলের জন্য রেখে দেবে। (তিরমিযী)

٥١٧- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ إِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ الْحَارِثِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَا تَسْمَعُوْنَ؟ أَلَا تَسْمَعُوْنَ؟ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ يَعْنِيْ : اَلتَّقَحُّلَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৫১৭. হযরত আবু উমাম আবু উমাম ইয়াস সা'লাবা আনসারী আল-হারেসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ তাঁর কাছে

দুনিয়াদারী সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ তোমরা কি শুনছো না? তোমরা কি শুনছো না? আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করা ঈমানের লক্ষণ, নিসন্দেহে বিলাসিতা পরিত্যাগ করা ঈমানের নির্দশন। অর্থাৎ সাদাসিদা ও সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা। (আবু দাঊদ)

٥١٨- وَعَنْ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ نَتَلَقَّى عِيْرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِيْنَا تَمْرَةً تَمْرَةً فَقِيْلَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ بِهَا؟ نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِىُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ ، فَتَكْفِيْنَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ قَالَ وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيْبِ الضَّخْمِ ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِىَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ ثُمَّ قَالَ لاَ بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوْا فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَةٍ حَتّٰى سَمِنَّا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلاَلِ الدُّهْنَ وَنَقْطَعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ ، وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَأَقْعَدَهُمْ فِىْ وَقْبِ عَيْنِهِ وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاَعِهِ فَأَقَامَهَا رَجَلَ أَعْظَمَ بَعِيْرٍ مَعْنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَىْءٌ فَتُطْعِمُوْنَا فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫১৮. হযরত আবু আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু উবাইদার নেতৃত্বে আমাদের কুরায়েশদের একটি কাফিলার মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন এবং আমাদের মাত্র এক বস্তা খেজুর প্রদান করেন, এছাড়া আর কিছুই দেননি। হযরত আবু উবায়দা (রা) আমাদের একেকজনকে প্রতিদিন একটি করে খেজুর দিতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, একটি খেজুরে আপনাদের চলতো কি করে? তিনি বলেন, শিশুরা যেরূপ চোষে আমরাও সেরূপে চুষতে থাকতাম, অতঃপর পানি পান

করতাম, এভাবে সারাদিনের জন্য আমাদের যথেষ্ট হয়ে যেতে। আর আমরা লাঠি দিয়ে গাছের পাতা পেড়ে পানিতে ভিজিয়ে খেতাম। তিনি (রাবি) বলেন, অতঃপর আমরা সমুদ্রের উপকূলে পৌঁছে গেলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম সমুদ্র উপকুলে বিরাট টিলার মত মস্তবড় একটি জিনিস পড়ে আছে। আমরা এর কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম যে, বিরাট এক সামুদ্রিক জীব। একে আম্বর বা তিমি বলা হয়। হযরত আবু উবাইদা (রা) বললেন, এটা তো মৃত। পুনরায় তিনি বললেন, না, আমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরিত বাহিনী এবং আল্লাহর পথের মুজাহিদ, আর আমরা তো অক্ষম। কাজেই এটা তোমাদের জন্য হারাম নয়। সুতরাং তোমরা খেতো পারো। অতঃপর আমরা এক মাস পর্যন্ত এটা খেয়েই অতিবাহিত করলাম। আর আমরা তিন শ' লোক ছিলাম। এটা খাওয়ার ফলে সবাই মোটা হয়ে গেলাম। আর আমরা এও দেখেছি যে মশক ভরে ভরে এর চোখের বৃত্ত থেকে তেল বের করতাম এবং ষাঁড়ের গোশ্তের টুক্রার মতে টুক্রা কেটে বের করতাম। একদা আবু উবায়দা আমাদের তেরোজনকে নিয়ে এর চোখের বৃত্তে বসিয়ে দিলেন এবং পর পাঁজরসমূহের মধ্য থেকে একটি পাঁজর দাঁড় করালেন এবং আমাদের সাথের সবচে' বড় একটি উটের উপর হাওদা রেখে এর নিচে দিয়ে চালিয়ে নিলাম। অবশেষে এর কিছু গোশ্ত আমরা রসদের জন্য পাকিয়ে রেখে দিলাম। অতঃপর আমরা মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম। আমরা তাঁর কাছে এসে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তোমাদের রিযিক হিসেবে এটা প্রদান করেছেন। তোমাদের কাছে এর কিছু গোশ্ত আছে কি? তাহলে আমাদেরও খাওয়াতে পারতে। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু গোশ্ত পাঠিয়ে দিলাম এবং তিনি তা খেলেন। (মুসলিম)

٥١٩- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ كَانَ كُمُّ قَمِيْصِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الرُّصْغِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ -

৫১৯. হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামার আস্তিন ছিলো কব্জি পর্যন্ত। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٥٢٠- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ إِنَّا كُنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيْدَةٌ، فَجَاؤُوْا إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا :هٰذِهٖ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِى الْخَنْدَقِ فَقَالَ أَنَا نَازِلٌ ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوْبٌ بِحَجَرٍ وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوْقُ ذُوَاقًا فَأَخَذَ النَّبِىُّ ﷺ الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيْبًا أَهْيَلَ أَوْ أَهْيَمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِىْ إِلَى الْبَيْتِ ، فَقُلْتُ لِامْرَأَتِى رَأَيْتُ بِالنَّبِىِّ ﷺ شَيْئًا مَا فِىْ ذٰلِكَ صَبْرٌ فَعِنْدَكَ شَىْءٌ؟ فَقَالَتْ " : عِنْدِىْ شَعِيْرٌ وَعَنَاقٌ فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ وَطَحَنْتُ الشَّعِيْرَ حَتّٰى اَللَّحْمَ فِى الْبُرْمَةِ ، ثُمَّ

جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْعَجِيْنُ قَدِ انْكَسَرَ وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الْأَثَافِيِّ قَدْ كَادَتْ تَنْضِجُ ، فَقُلْتُ طُعَيِّمٌ لِيْ ، فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ قَالَ : كَمْ هُوَ ؟ فَقَالَ : كَثِيْرٌ طَيِّبٌ .قُلْ لَهَا لاَ تَنْزِعْ الْبُرْمَةَ وَلاَ الْخُبْزَ مِنَ التُّنُّوْرِ حَتَّى آتِي فَقَالَ : قُوْمُوْا فَقَامَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ : وَيْحَكِ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ ! قَالَتْ هَلْ سَأَلَكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ : قَالَ ادْخُلُوْا وَلاَ تَضَاغَطُوْا فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ ، وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُّوْرَ إِذَ أَخَذَ مِنْهُ وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوْا وَبَقِيْ مِنْهُ فَقَالَ : كُلِيْ هٰذَا وَأَهْدِيْ فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ جَابِرُ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ خَمَصًا ، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِيْ فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ فَإِنِّيْ رَأَيْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيْدًا؟ فَأَخْرَجَتْ إِلَّي جِرَابًا فِيْهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرٍ وَلَنَا بَهِيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتْ الشَّعِيْرُ . فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِيْ وَقَطَّعْتُهَا فِيْ بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ : لاَ تَفْضَحْنِيْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ، فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَبَحْنَا بَهِيْمَةً لَنَا ، وَطَحَنَتْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ فَصَاحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ : إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُوْرًا فَحَيَّهَلاَ بِكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلاَ تَخْبِزَنَّ عَجِيْنَكُمْ حَتَّى أَجِيْ فَجِئْتُ وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ ، حَتَّى امْرَأَتِيْ فَقَالَت بِكَ وَبِكَ ! فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِيْ قُلْتُ فَأَخْرَجَتْ عَجِيْنًا ، فَبَسَقَ فِيْهِ وَبَارَكَ. ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ . ثُمَّ قَالَ : ادْعِيْ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكَ . وَاقْدَحِيْ مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ تُنْزِلُوْهَا وَهُمْ أَلْفُ ، فَأَقْسِمُ بِاللّٰهِ لَأَكَلُوْا حَتَّى تَرَكُوْهُ وَانْحَرَفُوْا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِيْنَنَا لَيُخْبِزكَمَا هُوَ ـ

৫২০. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে আমরা খন্দক খনন করছিলাম, এমন সময় একটি পাথর বের হলো। তাঁরা (সাহাবীরা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললো খন্দকে একটি কঠিন পাথর বেরিয়েছে। তিনি বললেন ঃ আমি নেমে দেখবো। এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আর এ সময় ক্ষুধার কারণে তাঁর পেট পাথর বাঁধা ছিল। কেননা তিনি দিন পর্যন্ত আমরা কিছুই মুখে দেইনি। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কোদাল হাতে নিয়ে পাথরে আঘাত করলেন, আর পাথরটি টুকরা টুকরা হয়ে বালিতে পরিণত হয়ে গেলো। আমি বললাম, ইয়া রাসূল্লাল্লাহ! আমাকে বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দিন। অতঃপর আমি বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বললাম, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে অবস্থায় দেখে এসেছি, তাতে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। তোমার কাছে কিছু আছে কি? সে বললো, আমার কাছে কিছু যব আছে আর একটি ছাগল ছানা আছে। আমি ছাগল ছানাটি যবেহ্ করলাম এবং যব পিষলাম। অতঃপর ডেক্‌চিতে গোশ্‌ত চড়িয়ে দিয়ে রুটি তৈরির উপযুক্ত হয়ে গেছে এবং এবং উনূনের ডেকচিতে গোশ্‌ত পাকানো হয়েছে। আমি তাঁকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অল্প কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেছি। দয়া করে আপনি এবং সাথে এক অথবা দু'জন লোক নিয়ে চলুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমরা কতোজন যাবো? আমি তাকে পরিমাণ খুলে বললাম। তিনি বললেন ঃ আমরা বেশী গেলেই উত্তম হবে। তুমি তাকে (তোমার স্ত্রীকে) বলো, আমি না আসা পর্যন্ত ডেকচি নামিও না এবং উনূন থেকে রুটি বের করো না। অতঃপর তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন ঃ সকলেই চলো। অতএব মুহাজির ও আনসার সকলেই রওয়ানা দিলেন। আমি স্ত্রীর কাছে এসে বললাম, তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার, মুহাজির ও তাঁর সাথেই সবাই এসে গেছেন। সে বললো ঃ তিনি কি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমরা প্রবেশ করো; কিন্তু ভিড় করো না। তারপর তিনি রুটি টুকরো টুকরো করতে শুরু করলেন এবং এর ওপর গোশ্‌ত দিতে লাগলেন। আর ডেকচি ও উনূন ঢেকে ফেললেন। তিনি তা থেকে সাহাবীদের কাছে এনে ঢেলে দিতেন। এভাবে রুটি টুক্‌রো করতেই থাকলেন এবং তাতে তরকারী ঢেলে দিতে থাকলেন। অবশেষে সকলেই পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে খেলেন আর কিছু অবশিষ্টও থাকলো, অতঃপর তিনি বললেন ঃ তুমি (জাবেরের স্ত্রী) খাও এবং যাদের ক্ষুধা পেয়েছে তাদের হাদিয়া দাও। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ হযরত জাবির (রা) বলেন, পরিখা খননের সময় আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে ক্ষুধার চিহ্ন দেখতে পেয়ে আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে এলাম । তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কাছে কিছু আছে কি? কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুবই ক্ষুধার্ত দেখে এসেছি। অতঃপর সে এক সা' যব ভর্তি একটি থলে বের করে দিলেন। আর আমাদের পালিত একটি ভেড়ার বাচ্চা যবেহ্ করলাম। সে সব পিষে ফেললো। আমি অবসর হয়ে গোশ্‌ত টুক্‌রো করে ডেকচিতে চড়িয়ে দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে যেতে উদ্যত হতেই আমাকে

বললো, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের সামনে লজ্জিত করো না। অতঃপর আমি তাঁর কাছে হাযির হয়ে চুপে চুপে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের একটি ভেড়ার বাচ্চা ছিল, তা যবেহ করেছি ও এক সা' যব পিষে আটা তৈরী করেছে। সুতরাং দয়া করে আপনি কয়েকজন লোক সাথে নিয়ে চলুন। এ কথা শুনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ আমি না আসা পর্যন্ত উনূন থেকে ডেক্‌চি নামিও না এবং আটার রুটি পাকিও না। আমি এসে পড়লাম আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার আগে আগে আসলেন। আমি আমার স্ত্রীর কাছে এসে সব বললে সে বললো, তুমিই লজ্জিত হবে, তুমিই অপমানিত হবে। আমি বললাম, তুমি যা বলে দিয়েছিলে, আমি তো তাই করেছি। অতঃপর সে খামীর করা আটা বের করে দিল। তিনি তাতে মুখের লালা মিলিয়ে দু'আ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ রাঁধুনীকে ডাকো। সে তোমাদের সাথে রুটি পাকাবে এবং ডেকচি থেকে গোশ্‌ত বের করবে। কিন্তু উনূন থেকে তা নামানো হবে না। সে সময় এক হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি ঃ তারা সবাই পেট ভরে খেয়ে গেলেন এবং অবশিষ্ট রেখে চলে গেলেন। আর এদিকে আমাদের ডেক্‌চিতে জোশ মারার শব্দ হচ্ছিল এবং একইভাবে রুটিও পাকানো হচ্ছিল।

٥٢١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ : قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ضَعِيْفًا أَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ : فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِى وَرَدَّتْنِى بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِى إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ ، وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ فَقَالَ : أَلِطَعَامٍ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْمُوْا فَانْطَلَقُوْا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ : قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ ؟ فَقَالَتْ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُ حَتَّى دَخَلاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلُمِّىْ مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُوْلَ ،ثُمَّ

قَالَ : ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ، ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ : ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ،ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوْا وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ رَجُلاً أَوْ ثَمَانُوْنَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫২১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু তালহা (রা) উম্মে সুলাইমকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনলাম। ক্ষীণতায় তিনি ক্ষুধার্ত আছেন বলে মনে হয়। তোমার কাছে কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ, অতঃপর তিনি কয়েক টুক্‌রা যবের রুটি বের করে আনলেন এবং ওড়নার কতক অংশ দিয়ে রুটি পেঁচিয়ে দিলেন। অতঃপর পুটুলিটি আমার কাপড়ের নিচে ঢেকে দিয়ে ওড়নার কতকাংশ আমার ওপর উড়িয়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে মসজিদে বসে রয়েছেন। আমি তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবু তালহা তোমাকে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হাঁ, তিনি বললেন ঃ খাবারের জন্য? আমি বললাম হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের বললেন ঃ চলো, সুতরাং সবাই রওয়ানা হলেন। আমি ও তাঁদের আগে আগে এসে আবু তালহাকে এ ব্যাপারে অবহিত করলাম। শুনে আবূ তালহা (রা) বললেন ঃ হে উম্মে সুলাইম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো সাহাবীদের নিয়ে এসে পড়েছেন। অথচ তাঁদের পরিবেশন করে খাওয়ানোর মতো কোনো কিছুই আমাদের কাছে নেই। তিনি (উম্মে সুলাইম) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। অতঃপর আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতে করতে চললেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সামনে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাক দিয়ে বললেন ঃ হে উম্মে সুলাইম! তোমার কাছে যা কিছু আছে নিয়ে এসো। তিনি সেই রুটিগুলো হাযির করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুটিগুলোকে টুক্‌রা টুক্‌রা করতে আদেশ দিলেন। এগুলো টুক্‌রো করা হলো উম্মে সুলাইমার এর ওপর ঘিয়ের পাত্র ঢেলে তরকারী তৈরী করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পছন্দ মুতাবিক বরকতের দু'আ পড়লেন। অতঃপর বললেন ঃ দশজনকে ভেতরে আসার অনুমতি দাও।তিনি (আবু তালহা) তাদের অনুমতি দিলেন। তাঁরা ভেতরে এসে তৃপ্তির সাথে খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। অতঃপর আরো দশজনকে অনুমতি দেয়ার আদেশ দিলেন। তাদের অনুমতি দিলে,তারাও খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। পুনরায় আরো দশজনের অনুমতি দিলেন। এভাবে এ দলের সত্তরজন লোক সবাই পূর্ণ তৃপ্তির সাথে খেয়ে গেলেন। এদলে ৭০জন অথবা (রাবীর সন্দেহ) ৮০জন লোক ছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ اَلْقَنَاعَةُ وَالْعَفَافِ وَالْإِقْتِصَادِ فِى الْمَعِيْشَةِ وَالْإِنْفَاقِ وَذَمٌّ السُّوَالُ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ

অনুচ্ছেদঃ অল্পে তুষ্টি হওয়া ও চাওয়া থেকে বিরত থাকা এবং জীবন যাপন ও সংসার খরচে মধ্যম পথ অবলম্বন করা এবং প্রয়োজন ছাড়া কারোর কাছে চাওয়ার নিন্দা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا (هود : ٦)

"প্রত্যেক প্রাণীর রিযিক দেয়া আল্লাহরই দায়িত্ব।" (সূরা হূদ ঃ ৬)

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا (البقرة : ٢٧٣)

"প্রকৃত দাবী সেই অভাবীদের জন্যেই যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তাদের পক্ষে দেশের কোথাও বিচরণ করার সম্ভব হচ্ছে না। চাওয়া থেকে বিরত থাকার দরুন নির্বোধরা তাদের ধনী মনে করে। তোমরা এদের লক্ষণ দেখেই চিনে নিতে পারবে। তারা লোকদের কাছে নাছোড়ভাবে ভিক্ষে করে বেড়ায় না।" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৩)

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا (الفرقان : ٢٧)

"আর যারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় ও করে না এবং কার্পণ্যও করে না। আর তাদের ব্যয় করা এ দুইয়ের মাঝামাঝি পথে হয়ে থাকে।" (সূরা ফুরকান ঃ ৬৭)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ مَا أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيْدُ أَنْ يُطْعِمُوْنَ (الذاريات : ٥٦، ٥٧)

"আমি জিন্ ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে রিযিকও চাচ্ছিনে, আর তারা আমাকে খাইয়ে দেবে এটাও চাচ্ছি না।" (সূরা যারিয়াহ ঃ ৫৬-৫৭)

٥٢٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫২২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "ধন-সম্পদ বেশী থাকলেই ধনী হওয়া যায় না, বরং প্রকৃত ধনী হলো আত্মার ধনে ধনী"। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٢٣- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا آتَاهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "সেই ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক দেয়া হয়েছে আর আল্লাহ্ তাকে যা কিছুই প্রদান করেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকার তাওফীকও দান করেছেন"। (মুসলিম)

٥٢٤- وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَعْطَانِيْ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِيْ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِيْ ثُمَّ قَالَ : يَا حَكِيْمُ إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِيْ يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَدْعُوْا حَكِيْمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ أُشْهِدُكُمْ عَلَى حَكِيْمٍ أَنِّيْ أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِيْ قَسَمَهُ اللّٰهُ لَهُ فِيْ هٰذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيْمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تُوُفِّيَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫২৪. হযরত হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু চাইলাম। তিনি আমাকে দান করলেন। আমি পুনরায় তাঁর কাছে চাইলাম। তিনি এবারো দান করলেন। আমি আবার চাইতে তিনি বললেন ঃ হে হাকীম! এ সম্পদ সবুজ শ্যামল ও মিষ্ট। যে ব্যক্তি নির্লোভ চিত্তে সম্পদ গ্রহণ করে, তার জন্য বরকত প্রদান করা হয়। আর যে ব্যক্তি লোভলালসার মন নিয়ে তা অর্জন করে, তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয় না। তার অবস্থা এরূপ হয় যে, কোনো লোক খাবার খেলো; কিন্তু তৃপ্তি পেল না। আর ওপরের হাত নিচের হাতের চাইতে উত্তম (দানকারী গ্রহণকারীর চাইতে উত্তম) হাকীম (রা) বললেন, ইহা রাসূলাল্লাহ! যিনি আপনার সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, এরপর থেকে দুনিয়া ত্যাগ করা পর্যন্ত আমি কারো কাছে কোনো কিছুই চাইব না। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা) হাকীমকে ডেকে কোনো কিছু (দান) গ্রহণ করতে বলতেন।

তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। অতঃপর হযরত উমর (রা) তাঁকে কিছু দেয়ার জন্য ডাকলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তখন হযরত উমর (রা) বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! আমি তোমাদের হাকীমের উপর সাক্ষী রাখছি যে, 'ফাই' সম্পদ আল্লাহ তর জন্য যে অংশ প্রাপ্য নির্ধারণ করেছেন, সে প্রাপ্য অংশই আমি তার সামনে পেশ করেছি; কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। অতঃপর হযরত হাকীম (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আর কারো কাছেই কিছু চাননি। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٢٥- وَعَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيْرٌ نَعْتَقِبُهُ فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا وَنَقِبَتْ قَدَمِيَ ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِيْ ، فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ ،فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لَمَّا كُنَّا نَعْصِبُ عَلَى اَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرَقِ قَالَ أَبُوْ بُرْدَةَ : فَحَدَّثَ أَبُوْ مُوْسَى بِهَذَا الْحَدِيْثِ ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ : مَا كُنْتَ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهَ! قَالَ :كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُوْنَ شَيْئاً مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫২৫. হযরত আবু বুরদা ও আবু মূসা আশ্‌আরী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোনো এক যুদ্ধে রওয়ানা হলাম। আমাদের ছয়জনের মাত্র একটি উট ছিল। আমরা পালাক্রমে এর ওপর আরোহণ করতাম। এ জন্য আমাদের পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়লো। পা তো ক্ষতবিক্ষত হলোই, আমার পায়ের নখগুলোও পড়ে গেলো। কাজেই আমরা পায়ে কাপড়ের পট্টি বেঁধে নিলাম। এ জন্যেই এ যুদ্ধের নাম হয়েছে জাতুর রিকা বা পট্টির যুদ্ধ। কেননা আমরা এ যুদ্ধে আমাদের পায়ে পট্টি বেঁধেছিলাম। হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, হযরত আবু মূসা (রা) প্রথমে এ হাদীস বর্ণনা করেন। কিন্তু পরে তা অপছন্দ করেন এবং বলেন, হায়! আমি যদি তা বর্ণনা না করতাম। হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, সম্ভবত তাঁর আমল প্রকাশের ভয়েই তিনি এটাকে খারাপ মনে করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٢٦- وَعَنْ عَمْرُو بِنُ تَغْلِبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبيٍ فَقَسَّمَهُ ، فَأَعْطَى رِجَالاً ، وَتَرَكَ رِجَالاً ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِيْنَ تَرَكَ عَتَبُوْا ؛ فَحَمِدَ اللّٰهَ ، ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ؛ فَوَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ ، والَّذِيْ أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِيْ أُعْطِيْ ، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ. وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى

مَا جَعَلَ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْغِنٰى وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرَو بْنُ تَغْلِبَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ : فَوَاللّٰهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِىْ بِكَلِمَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৫২৬. হযরত আমর ইব্ন তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু মাল অথবা বন্দী হাযির করা হলো। তিনি সেগুলো বন্টন করে কতক লোককে প্রদান করলেন এবং কতক লোককে দিলেন না। তাঁর কানে সংবাদ এলো তিনি যাদেরকে দেননি, তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। সুতরাং তিনি অ াল্লাহর হ ামদ ও সানা পাঠ করার পর বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! করে বলছি, আমি কাউকে দিয়ে থাকি আর কাউকে দিই না। আর যাকে দিই না সে আমার কাছে সেই ব্যক্তির চাইতে বেশী প্রিয় যাকে দিয়ে থাকি। কিন্তু আমি তো এমন এক ধরনের লোকদের দিয়ে থাকি যাদের অন্তরে অস্থিরতা ও বিহ্বলতা দেখতে পাই। আর যাদের দিলে আল্লাহ ধনাঢ্যতা ও কল্যাণময়তা দান করেছেন তাদেরকে সেদিকেই সোপর্দ করি। এই ধরনের লোকদের মধ্যে আমর ইব্ন তাগলিব (রা) অন্যতম আম্‌র ইব্ন তাগ্‌লিব (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী এতই মূল্যবান যে, এর বিনিময়ে লাল রংয়ের উট গ্রহণ করতেও আমি প্রস্তুত নই। (বুখারী)

٥٢٧- وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ السُّفْلٰى ، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُوْلُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللّٰهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫২৭. হযরত হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ওপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম? আর তোমার পরিবার-পরিজনদের ওপর থেকেই দান খয়রাত করতে শুরু করো। স্বচ্ছলতার পর যে, সাদাকা করা হয় সেটাই উত্তম সাদাকা। যে ব্যক্তি অন্যের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকে আল্লাহ তাকে পুণ্যবান ও পবিত্র বানিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি ধনী হতে চায় আল্লাহ তাকে ধনী বানিয়ে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٢٨- وَعَنْ اَبِى سُفْيَانَ صَخْرِ بْنُ حَرْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ تُلْحِفُوْا فِى الْمَسْأَلَة ، فَوَ اللّٰهِ لاَ يَسْأَلُنِىْ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّىْ شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتُهُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৫২৮. হযরত আবু সুফিয়ান সাখ্‌র ইব্ন হারব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অন্যের কাছে ভিক্ষা ফিরো না। আল্লাহর

কসম তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার কাছে কিছু চায় আর সে আমাকে অসন্তুষ্ট করে কিছু আদায় করে নেয়, সে আমার প্রদত্ত মালে বরকত পাবে না। (মুসলিম)

٥٢٩- وَعَنْ اَبِىْ عَبدِ الرَّحْمٰنِ عَوْف بنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تِسْعَةً اَوْ ثَمَانِيَةً اَوْ سَبْعَةً ، فَقَالَ : أَلاَ تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَكُنَّا حَدِيْثِىْ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ ، فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، ثُمَّ قَالَ أَلاَ تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ فَبَسَطْنَا أَيْدِيْنَا وَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ : عَلَى أَنْ تَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا ، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَتُطِيْعُوْا وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً : وَلاَ تَسْأَلُوْا النَّاسَ شَيْئًا قَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولٰئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ اِيَّاهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫২৯. হযরত আবু আবদুর রহমান আওফ ইব্‌ন মালিক আশ্‌জাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নয়জন অথবা আটজন অথবা সাতজন লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা রাসূলুল্লাহর কাছে আনুগত্যের বাই'আত করছ না কেন? অথচ আমরা কিছুদিন পূর্বেই তাঁর হাতে বাই'আত করেছি। সুতরাং আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো আপনার হাতে বাই'আত করেছি। তিনি পুনরায় বললেন ঃ তোমরা রাসূলুল্লাহর কাছে বাই'আত করছ না কেন ? অতঃপর আমরা আমাদের হাত বড়িয়ে দিলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো আপনার হাতে বাই'আত করেছি, এখন আবার কি কি বিষয়ের উপর বাই'আত করবো ? তিনি বললেন ঃ এই এই বিষয়ের বাই'আত করে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে এবং আল্লাহর আনুগত্য করবে। আরেকটি কথা চুপিসারে বললেন ঃ আর মানুষের কাছে কিছুই চাইবে না। সুতরাং আমি নিজে এ দলের কয়েকজনকে দেখেছি যে, তাদের কারো চাবুক মাটিতে পড়ে গেলেও, তারা অন্য কাউকে উঠিয়ে দিতে বলতেন না। (মুসলিম)

٥٣٠- وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالَى وَلَيْسَ فِىْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৫৩০. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের যে ব্যক্তি সর্বদা ভিক্ষে করে বেড়ায়। আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করার সময় তার মুখমন্ডলে এক টুক্‌রো গোশ্‌তও থাকবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٣١- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ : اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৩১. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে বসে দান খয়রাত সম্পর্কে এবং কারো কাছে কোনো কিছু না চাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন ঃ "উপরের হাত নিচের হাতের চাইতে উত্তম। আর উপরের হাত হলো দানকারীর হাত এবং নীচের হাত হলো ভিক্ষুকের হাত"। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٣٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ اَوْلِيَسْتَكْثِرْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৩২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লোকদের কাছে ভিক্ষা করে প্রকৃতপক্ষে সে আগুনের টুক্‌রা ভিক্ষা করছে। এখন চাই সে অল্পই করুক কিংবা বেশীই করুক। (মুসলিম)

٥٣٣- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا اَوْ فِى أَمْرٍ لاَبُدَّ مِنْهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৫৩৩. হযরত সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অপরের কাছে কোনো কিছু চাওয়াটাই হচ্ছে আহত হওয়া। এর দ্বারা ভিক্ষাকারী তার মুখমন্ডলকে আহত করে। কিন্তু বাদশাহর কাছে কিছু চাওয়া বা যা না হলেই নয়, এরূপ ব্যাপারে চাওয়া বৈধ। (তিরমিযী)

٥٣٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ ، فَيُوْشِكَ اللّٰهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ اٰجِلٍ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ -

৫৩৪। হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অভাব অনটন যার উপর হানা দেয় অতঃপর সে যদি তা জনসমক্ষে প্রকাশ করে। তবে তার এ অভাব দূরীভূত হবে না। আর যে ব্যক্তি তার অভাব সম্পর্কে আল্লাহর শরণাপন্ন হয়, তাহলে শিগ্‌গির হোক কি বিলম্বে হোক আল্লাহ তাকে রিযিক দিবেনই। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٥٣٥- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَكَفَّلَ لِيْ أَنْ لاَيَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقُلْتُ أَنَا فَكَانَ لاَيَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৫৩৫. হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার সাথে এই অঙ্গিকার করবে যে, সে কারো কাছে কোন কিছুই চাইবে না, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হবো।এ কথা শুনে আমি বললাম, আমি অঙ্গিকার করছি। (রাবী বলেন) এর পর থেকে তিনি (সাওবান) কারো কাছে কোন কিছু চাননি। (আবু দাঊদ)

٥٣٦- وَعَنْ أَبِيْ بِشْرٍ قَبِيْصَةَ بنِ الْمُخَارِقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : تَحَمَّلْتَ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيْهَا فَقَالَ : أَقِمْ حَتَّى تَأتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيْصَةَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لاحَدِ ثَلاَثَةَ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبُهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ اَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوْلُ ثَلاَثَةُ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مَنْ : قَوْمِه: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبُ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيْصَةَ سُحْتُ يَأكُلَهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৩৬. হযরত আবু বিশ্‌র কাবীসা ইবন মুখারিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ঋণগ্রস্থ হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দিয়ে এ ব্যাপারে কিছু সাহায্য চাইলাম। তিনি বললেন, অপেক্ষা করো, এরি মধ্যে আমাদের কাছে সাদাকার মাল এসে গেলেই তোমাকে দেবার আদেশ দেবো। তিনি পুনরায় বললেন ঃ হে কাবীসা! তিন ধরনের লোক ছাড়া আর কারো জন্য চাওয়া (ভিক্ষা করা) বৈধ নয়। তারা হলো ঃ ১. যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। সে ঋণ পরিশোধ করা পর্যন্ত চাইতে পারে, অতঃপর বিরত থাকতে হবে। ২. যে ব্যক্তি এমন দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়লো যার ফলে মালসম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়, সেও তার প্রয়োজন মেটাতে প্রয়োজন পরিমাণ চাইতে পারে। ৩. যে ব্যক্তি অভাব অনটনের শিকার হয়েছে এবং তার গোত্রের তিনজন সচেতন ব্যক্তি সত্যায়ন করেছে যে, অমুকের ওপর অভাব অনটনে হানা দিয়েছে। তার জন্যও প্রয়োজন মেটাতে পরিমাণ সাওয়াল করা বৈধ। অথবা তিনি বলেন ঃ

অভাব দূর করতে পারে, এই পরিমাণ অর্থ চাওয়া বৈধ। হে কাবীসা! এই তিন প্রকারের লোক ছাড়া আর সবার জন্য কারো কাছে হাত পাতা হারাম এবং এভাবে যে ব্যক্তি হাত পাতে সে আসলে হারাম খায়। (মুসলিম)

٥٣٧- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِىْ لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُوْمُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৩৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ সে ব্যক্তি দরিদ্র নয়, যে একটি লুক্‌মা ও দু'টি লুক্‌মা এবং একটি খেজুর ও দু'টি খেজুরের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘোরে বরং সেই প্রকৃত দরিদ্র, যার কাছে এ পরিমাণ মাল নেই যে, সে পরমুখাপেক্ষী না হয়ে থাকতে পারে। আর কারো জানাও নেই যে, তাকে কিছু সাদাকা করবে, আর সেও উপযাচক হয়ে কারো কাছে কিছু চায় না। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ تَطَلُّعٍ إِلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ না চেয়ে ও লোভ না করে কোনো কিছু গ্রহণ করা বৈধ।

٥٣٨- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِيْنِىْ الْعَطَاءَ فَأَقُوْلُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّى ، فَقَالَ : خُذْهُ ؛ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ شَئٌ ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ ، فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ فَإِنْ شِئْتَ كُلْهُ ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ ، وَمَالاَ ، فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ، قَالَ سَالِمٌ : فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلاَ يَرُدُّ شَيْئًا أَعْطِيَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৩৮. হযরত সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত মার (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কাজের পরিশ্রমিক স্বরূপ কিছু মাল প্রদান করতেন। আমি বলতাম, যে ব্যক্তি আমার চাইতে এবং বেশী মুখাপেক্ষী তাকে দিয়ে দিন। তিনি বলতেন ঃ এ ধরনের মাল তোমার হাতে এলে তা গ্রহণ করো, কেননা তুমি তো লোভীও নও, ভিক্ষাকারীও নও কাজেই তা গ্রহণ করো। কাজেই তা গ্রহণ করে নিজেও ব্যবহার করতে পারো কিংবা ইচ্ছা করলে সাদাকা করে দিতে পারো। আর যে মাল এভাবে না আসে তার পেছনে মন দিও না। হযরত সালিম (র) বলেন, এ জন্যই আবদুল্লাহ (রা) কারো কাছে কিছু চাইতেন না, তবে কেউ তাঁকে কোনো কিছু প্রদান করলে তা ফেরতও দিতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الحِثِّ عَلَى الأَكْلِ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَالتَّعَفُّفِ بِهِ عَنِ السُّوَالِ التَّعَرُّضِ لِلإِعْطَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং ভিক্ষে করা থেকে দূরে থাকা এবং দান খয়রাত করার জন্য অগ্রবর্তী হওয়া।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ (الجمعة : ١٠)

"অতঃপর নামায যখন শেষ হয়, তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ করো।" (সূরা জুমু'আ ঃ ১০)

٥٣٩- عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الزُّبَيْرِبْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحمُلَهُ ثُمَّ يَأْتِيْ الْجَبَلَ فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا ، فَيَكُفَّ اللّٰهُ بِهَا وَجْهِهِ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوْهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫৩৯. হযরত আবু আবদুল্লাহ যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার রশি নিয়ে পাহাড়ের ওপর চলে যাক। নিজের পিঠে করে কাঠের বোঝা বয়ে নিয়ে এসে বাজারে বিক্রয় করুক এবং তার চেহারাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখুক। এটা তার জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে ঘুরে বেড়ানো এবং মানুষ তাকে ভিক্ষে দিক বা না দিক তার চাইতে উত্তম। (বুখারী)

٥٤٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৪০.হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারোর তার পিঠে বহন করে কাঠের বোঝা এনে বিক্রয় করা কারো কাছে কিছু ভিক্ষে করা, চাই সে দিক বা না দিক, তার চেয়ে উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٤١- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫৪১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "হযরত দাউদ আলাইহিস্ সাল্লাম নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন"। (বুখারী)

٥٤٢- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : كَانَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ نَجَّارًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৪২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিতরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম ছুতার (মিস্ত্রী) ছিলেন"। (মুসলিম)

٥٤٣- وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৫৪৩. হযর"ত মিকদাদ ইব্ন মা'দীকারব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়ার চাইতে উত্তম খাদ্য আর কেউ কখনো খায়নি। আল্লাহার নবী দাউদ আলাইহিস্ সালাম নিজ হাতে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন"। (বুখারী)

بَابُ الْكَرَمِ وَالْجُوْدِ وَالْإِنْفَاقِ فِى وُجُوْهِ الْخَيْرِ ثِقَةً بِاللّٰهِ تَعَالَى

অনুচ্ছেদ ঃ কল্যাণকর কাজেও আল্লাহর প্রতি আস্থা রেখে খরচ করা এবং দানশীলতা ও বদান্যতা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَآ أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ (سبا : ٣٩)

"তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা"। (সূরা সাবা ঃ ৩৯)

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوْنَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ (البقرة : ٢٧٢)

"যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্য। তোমরা তো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থেই ব্যয় করে থাক। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তার পুরস্কার তোমাদের পুরোপুরিভাবে প্রদান করা হবে। তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না"। (সূরা বাকারা ঃ ২৭২)

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ (البقرة : ٢٧٣)

"যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত"। (সূরা বাকারা ঃ ২৭৩)

٥٤٤– وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي أَثْنَتَيْنِ رَجُلٌ أَتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৫৪৪. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু'জন লোক ছাড়া আর কারোর প্রতি হিংসা পোষণ করা যায় না। একজন হচ্ছে, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার যোগ্যতা ও ক্ষমতাও দান করেছেন। আরেকজন হচ্ছে, যাকে আল্লাহর জ্ঞানও বিচার শক্তি দান করেছেন এবং সে তার সাহায্যে ফায়সালা করে ও অপরকে তা শিক্ষা দিয়ে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٤٥– وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ مَالُهُ أَحَدٌ إِلَيْهِ قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـ

৫৪৫. হযরত মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যার কাছে তার নিজের ধন-সম্পদের চাইতে তা ওয়ারিসের ধন-সম্পদ অধিকতর প্রিয় ? সাহাবাকেরাম বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন তো কেউ নেই বরং নিজের সম্পদই তার নিকট অধিকতর প্রিয়। তিনি বললেন, তাহলে জেনে রাখ, তার সম্পদ তাই যা সে অগ্রে পাঠিয়েছে। আর ওয়ারিসের সম্পদ হল যা সে পেছনে ছেড়ে গিয়েছে। (বুখারী)

٥٤٦– وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৫৪৬. হযরত আদি ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর, যদিও তা অর্ধাংশ খেজুর দ্বারাও হয়"। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٤٧– وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ : لاَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৫৪৭. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোন জিনিস চাওয়া হলে জওয়াবে তিনি 'না' বলেছেন এরূপ কখনো হয়নি। (বুখারী ও মুসলিম।)

٥٤٨– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ ، فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا : اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ : اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৫৪৮. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ প্রতিদিন সকালে বান্দা যখন ওঠে দু'জন ফিরিশ্‌তা আসমান থেকে অবতরণ করেন। একজন বলেন ঃ হে আল্লাহ, (তোমার পথে) ব্যয়কারী দানশীলকে তার প্রতিদান দাও। পক্ষান্তরে আরেকজন বলেন ঃ হে আল্লাহ! কৃপণ রুদ্ধহাত বিশিষ্ট যে তাকে শীঘ্র ক্ষতিগ্রস্থ কর। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٤٩- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : اِنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ يُنْفَقْ عَلَيْكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৪৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ "হে আদম সন্তান খরচ কর। তাহলে তোমার প্রতিও খরচ করা হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

٥٥٠- وَعَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بِنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَىُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ : تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কোন্ ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট ? তিনি বললেন, কাউকে খাবার খাওয়ানো এবং (তোমার) পরিচিত অপরিচিত সকলকেই সালাম করা। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٥١- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً أَعْلَاهَا مُنَيْحَةُ الْعَنْزِ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رِجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى بِهَا الْجَنَّةَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৫৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ৪০টি (উত্তম) স্বভাব রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে উন্নত স্বভাব হল দুধেল প্রাণী কাউকে দান করা। যে কোন আমলকারীঐ স্বভাবগুলোর কোনটির ওপর সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে এবং তার জন্য প্রতিশ্রুতি প্রতিদানের বিষয়কে সত্য জেনে আমল করবে, তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহ জান্নাতে দাখিল করবেন। (বুখারী)

٥٥٢- وَعَنْ أَبِى أُمَامَةَ صُدَىِّ بْنِ عَجْلَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَا ابْنِ اٰدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذِلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامَ عَلَى كَفَافٍ ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلَ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৫২. হযরত আবু উমামা সুদাই ইব্‌ন আজলান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "হে আদম সন্তান, তুমি যদি তোমার প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ থেকে খরচ কর, তাহলে এটা তোমার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তা ধরে রাখ, তা হলে সেটা হবে তোমার জন্য অনিষ্টকর। তোমার জন্য যে পরিমাণ (সম্পদ যথেষ্ট) আবশ্যক, তা ধরে রাখাতে অবশ্য তোমাকে ভর্ৎসণা করা হবে না। আর শুরু করবে তোমার নিকটাত্নীয়দের থেকে । তবে দাতার হাত গ্রহীতার হাতের চাইতে উৎকৃষ্ট। (মুসলিম)

٥٥٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوْا؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِيْ عَطَاءَ مَنْ لاَ يَخْشَى الْفَقْرَ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيْدُ إِلاَّ الدُّنْيَا، فَمَا يَلْبَثُ إِلاَّ يَسِيْرًا حَتَّى يَكُوْنَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৫৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়ে এমন কোন প্রশ্ন করা হয়নি, যার জওয়াবে প্রশ্নকারীকে কিছু দান করেননি। একব্যক্তি তাঁর নিকট এল। তিনি তাকে পাহাড়ের মাঝখানে যতগুলি ছাগল চরছিল সব দান করে দিলেন। লোকটি তার গোত্রের কাছে ফিরে বলল ঃ হে আমার কাওম ইসলাম গ্রহণ কর। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত বিপুল পরিমাণে দান করে থাকেন যে, তার পরে কারো দারিদ্রের ভয় থাকে না। তবে যে লোক শুধুমাত্র পার্থিব উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করত, সে এ অবস্থার ওপর স্বল্পকালই টিকে থাকত। অচিরেই তার কাছে ইসলাম দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর চাইতে প্রিয় হয়ে যেত। (মুসলিম)

٥٥٤- وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَسْمًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَغَيْرُ هٰؤُلَاءِ كَانُوْا أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ خَيَّرُوْنِيْ أَنْ يَسْأَلُوْنِيْ بِالْفُحْشِ أَوْ يُبَخِّلُوْنِيْ وَلَسْتُ بِبَاخِلٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৫৪. হযরত উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু মাল বন্টন করলেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এদের চাইতে তো যাদের দেয়া হয়নি তারাই বেশী হক্‌দার ছিল। তিনি বললেন ঃ তারা আমাকে ইখ্‌তিয়ার দিয়েছে, আমার কাছে অতিরিক্ত চাইবে অথবা আমাকে কৃপণতা দোষে আখ্যায়িত করবে। অথচ আমি তো কৃপণ নই। তাই আমি তাদের দিচ্ছি। (মুসলিম)

٥٥٥- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَسِيْرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ، فَعَلِقَهُ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُوْنَهُ حَتَّى اضْطَرُّوْهُ

إِلَى سَمُرَةَ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَعْطُوْنِيْ رِدَائِيْ فَلَوْ كَانَ لِيْ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ، ثُمَّ لاَ تَجِدُوْنِيْ بَخِيْلاً وَلاَ كَذَّابًا وَلاَ جَبَانًا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫৫৫. হযরত জুবাইর ইব্‌ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার হুনায়ুনের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। পথিমধ্যে তিনি কিছু সংখ্যক মরুচারী গ্রাম্য লোকের পাল্লায় পড়ে গেলেন। তারা তাঁর নিকট কিছু চাইতে লাগল। এমন কি তারা তাঁকে একটি গাছের কাছে ঘেরাও করে ফেলল। একজন তাঁর চাদর ছিনিয়ে নিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন ঃ আমার চাদর আমাকে দিয়ে দাও। আমার নিকট যদি এই কাঁটা ওয়ালা গাছে যে পরিমাণ কাঁটা রয়েছে, ঐ পরিমাণ সামগ্রী থাকত, তাহলে আমি তার সবই তোমাদের দান করে দিতাম। তারপরও তোমরা আমাকে কৃপণ পেতে না, মিথ্যুক পেতে না এবং ভীরু পেতে না। (বুখারী)

٥٥٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৫৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দানে সম্পদ কমে না। আল্লাহ যাকে ক্ষমা গুণে সমৃদ্ধ করেন, তাকে অবশ্যই সম্মান দ্বারা ধন্য করেন। আর যে লোক শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে,মহামহিম আল্লাহ তার মর্যাদা উন্নত করে দেন। (মুসলিম)

٥٥٧- وَعَنْ أَبِيْ كَبْشَةَ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْمَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ : ثَلاَثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ : مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ اللّٰهُ عِزًّا ، وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ قَالَ : إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ : عَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالاً وَعِلْمًا ، فَهُوَ يَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ ، وَيَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا ، فَهٰذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ - وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا ، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُوْلُ : لَوْ أَنَّ لِيْ مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ ،

فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ - وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً ، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا ، فَهُوَ يَخْبِطُ فِى مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، لاَيَتَّقِى فِيْهِ رَبَّهُ وَلاَ يَصِلَ فِيْهِ رَحِمَهُ وَلاَ يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيْهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ - وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً عِلْمًا فَهُوَ يَقُوْلُ : لَوْ أَنَّ لِيْ مَالاً لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُوَ نِيَّتُهُ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫৫৭. হযরত আবু কাবশা আম্‌র ইব্‌ন সা'দ আনমারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন। তিনি বলছিলেন ঃ তিনটি বিষয় রয়েছে যে সম্পর্কে আমি তোমাদের শপথ করে বলছি। তোমরা তা ভালভাবে স্মরণ রেখো তাহল ঃ সাদাকার কারণে (আল্লাহর) কোন বান্দার সম্পদ কমে না। এমন কোন মযলুম নেই, যে অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করে অথচ তার সম্মান আল্লাহ বৃদ্ধি করে দেন না। কোন লোক হাত পাতার দ্বারোদ্‌ঘাটন করবে অথচ আল্লাহ্‌ তার জন্য দারিদ্রের দরযা খুলে দেন না, এমন কখনো হয় না। অথবা অনুরূপ কথাই বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আরেকটি কথা আমি তোমাদের বলছি, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে রাখ। দুনিয়া চার ধরনের লোকের জন্যই। ১. ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ্‌ সম্পদ ও ইল্‌ম দান করেছেন। সে এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে। এগুলোর সাহায্যে আত্মীয়তার বন্ধনকে রক্ষা করে চলে। এবং এর সাথে জড়িত আল্লাহ্‌ হক সম্পর্কে যথারীতি সজাগ। এলোক উৎকৃষ্টতম মর্যাদার অধিকারী। ২. ঐ বান্দা যাকে আল্লাহ ইল্‌ম দান করেছেন। কিন্তু তাকে ধন-সম্পদ দান করেননি। সে সাচ্চা নিয়্যতের অধিকারী, সে বলে থাকে ঃ আমার কাছে যদি ধন-সম্পদ থাকত, তাহলে আমি অমুকের ন্যায় আমল করতাম এবং এটাই তার নিয়্যত। এরা দু'জনই সাওয়াবের দিক থেকে সমান। ৩.ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ্‌ ধন-সম্পদ দিয়েছেন। কিন্তু ইল্‌ম দান করেননি। সে ইল্‌ম ছাড়াই সম্পদ বিনষ্ট করে। এ ব্যাপারে তার ভয় করে না। এবং আত্মীয়তার বন্ধন ও রক্ষা করে চলে না। এতে আল্লার হক সম্পর্কেও সে সজাগ নয়। এলোক রয়েছে নিকৃষ্টতম স্তরে। ৪. ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ্‌ সম্পদ ও ইল্‌ম কোনটিই দান করেননি। সে বলে, আমাকে যদি আল্লাহ সম্পদ দান করতেন। তাহলে আমি অমুকের ন্যায় আমল করতাম। এটাই তার নিয়্যত। এদু'জনেরই গুনাহ সমান। (তিরমিযী)

٥٥٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُمْ ذَبَحُوْا شَاةً ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا بَقِىَ مِنْهَا ؟ قَالَتْ : مَا بَقِىَ مِنْهَا إِلاَّ كَتِفُهَا ، قَالَ : بَقِىَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৫৫৮. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা একটি বকরী যবেহ্‌ করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তা থেকে কি অবশিষ্ট থাকল ? আয়েশা (রা) বললেন ঃ কাঁধ (বা সামনের পা) ছাড়া তো কিছু অবশিষ্ট নেই। তিনি বললেন ঃ বরং কাঁধ ছাড়া সবটুকুই অবশিষ্ট রইল। (তিরমিযী)

٥٥٩- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُوكِيْ فَيُوكَى عَلَيْكِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنْفِقِيْ أَوِانْفَحِيْ أَوِ انْضَحِيْ وَلاَ تُحْصِيْ فَيُحْصِيَ اللّٰهُ عَلَيْكِ ، وَلاَ تُوْعِيْ فَيُوْعِيَ اللّٰهُ عَلَيْكِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৫৯. হযরত আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তোমার নিকট সঞ্চিত সম্পাদক ধরে রেখো না। অন্যথায় আল্লাহ ও তাঁর নিয়ামতকে ধরে (বা বন্ধ করে) রাখবেন।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ খরচ কর বা দান কর অথবা ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে দাও। সম্পদ ধরে রেখো না ও পুঞ্জীভূত করে রেখো না। অন্যথায় আল্লাহ ও তোমার প্রতি তার সরবরাহ বন্ধ করে দিবেন। যে সম্পদ বেঁচে যায়, তা আটকে রেখো না। নতুবা আল্লাহও তা তোমাদের থেকে আটকে রাখবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٦٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُنْفِقِ ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيْهِمَا ، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَغَتْ ، أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ ، وَأَمَّا الْبَخِيْلُ فَلاَ يُرِيْدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৬০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন। তিনি বলতেন ঃ কৃপণ ও খরচকারীর দৃষ্টান্ত এমন দু'জন লোকের মত যাদের ওপর রয়েছে দু'টি লোহার বর্ম (বা জামা) যা তাদের সিনা থেকে হাঁসুলি পর্যন্ত ঢেকে রয়েছে। খরচকারী যখনই কিছু খরচ করে তখনি এ জামাটি প্রসারিত হয়ে তার (শরীরের) পুরো চামড়াকে ঢেকে নেয়। এমন কি তার আংগুল সমূহকেও আবৃত করে ফেলে এবং পায়ের তলা পর্যন্ত ঢেকে যেতে থাকে। পক্ষান্তরে যে কৃপণ সে কিছুই খরচ করতে চায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ লৌহ বর্মের প্রতিটি বৃত্ত স্বস্ব স্থানে সংযুক্ত ও বিজড়িত হয়ে যায়। সে তাকে প্রশস্ত করতে চায়, কিন্তু তা প্রশস্ত হয় না। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٦١- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ إِلاَّ الطَّيِّبَ ، فَإِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِيْنِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৬১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে তার হালাল রোজগার থেকে একটি খেজুরের মূল্য পরিমাণ দান করে বলা বাহুল্য আল্লাহ তায়ালাও হালাল বস্তু ছাড়া কিছু গ্রহণ ও করেন না। তবে আল্লাহ তা তাঁর (কুদ্‌রতী) ডান হাতে গ্রহণ করেন! অতঃপর তাকে তার দানকারীর জন্য বৃদ্ধি করতে থাকেন যেরূপ তোমাদের কেউ তার অশ্বশাবককে লালন-পালন করতে থাকে। অবশেষে একদিন তা পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٦٢- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِفَلَاةٍ مِنَ الْاَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اَسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشَّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيْقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ : فُلَانٌ لِلْاِسْمِ الَّذِيْ سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللّٰهِ لِمَ تَسْأَلُنِيْ عَنْ اِسْمِيْ ؟ فَقَالَ : إِنِّيْ سَمِعْتُ صَوْتًا فِيْ السَّحَابِ الَّذِيْ هَذَا مَاؤُهُ يَقُوْلُ اَسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ لِاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا ؟ فَقَالَ :أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا ، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِيْ ثُلُثًا وَأَرُدُّ فِيْهَا ثُلُثَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৬২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "এক সময় এক জন লোক পানিবিহীন এক প্রান্তর দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে মেঘ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেল ঃ "অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি বর্ষণ কর"। এটা শুনে মেঘ খন্ডটি একদিকে এগিয়ে গেল এবং একটি প্রস্তরময় ভূখন্ডে পানি বর্ষণ করল। আর পানি ছোট ছোট নালাসমূহ থেকে বড় একটি নালার দিকে অগ্রসর হল। এই পানি পুরো বাগানকে বেষ্টন করে নিল। লোকটি উক্ত পানির পেছনে পেছনে যেতে থাকল। এমন সময় সে দেখতে পেল, একজন লোক তার বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার বেলচা দিয়ে এদিক সেদিক পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। সে ঐ লোকটিকে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আপনার নাম কি ? সে বলল ঃ আমার নাম অমুক, অর্থাৎ ঐ নামই বলল, যা সে মেঘ থেকে শুনতে পেয়েছিল। বাগানের মালিক বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমার নাম তুমি কেন জানতে চাচ্ছ ? সে বলল ঃ যে মেঘ থেকে এ পানি বর্ষিত হয়েছে, তা থেকে আমি আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। ঐ আওয়াজ ছিল এই– অমুকের বাগানে গিয়ে পানি বর্ষাও। আপনার নামই তাতে বলা হয়েছিল। তা এ বাগানে আপনি এমন কি আমল করছেন? সে লোকটি বলল ঃ তা তুমি যখন আমার কাছে জানতেই চাইলে তাহলে বলছি, শোনঃ এ বাগান থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয়, আমি তার তত্ত্বাবধান করি। উৎপাদিত দ্রব্যের এক তৃতীয়াংশ দান করে দেই। আমি ও আমার পরিবার পরিজন এক তৃতীয়াংশ খেয়ে থাকি। আর এক তৃতীয়াংশ পুনরায় এতে লাগিয়ে দেই। (মুসলিম)

بَابُ النَّهِيِّ عَنِ الْبُخْلِ وَالشُّحِّ

অনুচ্ছেদ ঃ কৃপণতা ও সংকীর্ণতা নিষিদ্ধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (الليل : ٨ ١١ج)

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (التغابن : ١٦)

"যে কৃপণতা করল আল্লাহ থেকে বেপরোয়া মনোভাব পোষণ করল এবং উৎকৃষ্ট জিনিস (ইসলাম) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। তার জন্য আমরা কষ্টদায়ক বস্তু সহজ লভ্য করে দিব। তার মাল-সামান তার কোনই উপকারে আসবে না যখন সে ধ্বংস যজ্ঞে পরিণত হতে থাকবে"। (সূরা লাইল ঃ ৮-১১)

"আর যারা প্রবৃত্তির লালসা ও মনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত রয়েছে, তারাই পরকালে সফলকাম হবে"। (সূরা তাগাবুন ঃ ১৮)

٥٦٣- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ان رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اتَّقُوْا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوْا الشُّحَّ ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُم - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৬৩. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যুল্ম করা থেকে দূরে থাকো। কারণ যুল্ম ও অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধকারে পরিণত হবে। আর কৃপণতা থেকেও দূরে থাকো। কারণ কৃপণতা ও সংকীর্ণতাই তোমাদের পূর্ববর্তী তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে। এ কৃপণতাই তাদের নিজেদের রক্তপাত করতে ও হারামকে হালাল করে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। (মুসলিম)

بَابُ الْاِيْثَارِ وَالْمُوَاسَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ত্যাগ ও অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر : ٩)

"আর তারা অন্যদের নিজেদের ওপর ও অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে, যদিও তারা নিজেরা অভুক্ত থাকে"। (সুরা হাশ্‌র ঃ ৯)

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَأَسِيْرًا (الدهر : ٨)

"আহার্য্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত পিতৃহীন ও বন্দীকে সাহায্য দান করে"। (সূরা দাহ্‌র ঃ ৮)

٥٦٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي مَجْهُوْدٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَقَالَتْ مِثْلُ ذَلِكَ ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ : لاَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِيْ إِلاَّ مَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يُضِيْفُ هَذَا اللَّيْلَةَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رِحْلِهِ ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَكْرِمِيْ ضَيْفَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هَلْ عِنْدِيْ شَيْئٌ ؟ فَقَالَتْ : لاَ - إِلاَّ قُوْتَ صِبْيَانِيْ قَالَ : عَلِّلِيْهِمْ بِشَيْءٍ وَإِذَا أَرَادُوْا الْعَشَاءِ ، فَنَوِّمِيْهِمْ وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِيْ السِّرَاجَ ، وَأَرْبِهِ أَنَّا نَأْكُلُ ، فَقَعَدُوْا وَأَكَلَ الضَّيْفُ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ ، غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ : فَقَالَ : لَقَدْ عَجِبَ اللّٰهُ مِنْ صَنِيْعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৬৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটি লোক এলো। সে বলল ঃ আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। তাঁর স্ত্রী বললেন ঃ কসম সেই সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। আমার নিকট শুধু পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। আরেক স্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছেন। আমার নিকট শুধু পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। আরেক স্ত্রীর কাছে পাঠালে তিনিও অনুরূপ জওয়াবই দিলেন। এমন কি একে একে প্রত্যেকে একই রকম না সূচক জওয়াব দিলেন। বললেন ঃ কসম সেই সত্তার যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমার কাছে পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা কেরামকে বললেন ঃ আজ রাতে কে এই লোকের মেহমানদারী করবে ? এক আনসারী বললেনঃ আমি করব, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তাকে যথারীতি নিজের ঘরে গেলেন। স্ত্রীকে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ মেহমানের যথাযথ খাঁতির সমাদর করো। আরেক রিওয়ায়েতে রয়েছে ঃ আনসারী তাঁর স্ত্রীকে বললেন ঃ তোমার কাছে (খাবার) কিছু আছে কি? তিনি বললেন ঃ না, বাচ্চাদের খাবার (পরিমাণ) ছাড়া আর কিছু নেই। আনসারী বললেন ঃ বাচ্চাদের কিছু একটা দিয়ে ভুলিয়ে রাখ। ওরা সন্ধ্যার খানা চাইলে, ওদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়ো। আমাদের মেহমান (ও খানা) যখন এসে যাবে, তখন বাতি নিভিয়ে দেবে, আর তাকে এটাই বোঝাবে যে, আমরাও খানা খাচ্ছি। যেই কথা সেই কাজ। তারা সবাই বসে গেলেন। এদিকে মেহমান খানা খেয়ে নিলেন। আর তার উভয়ে সারারাত উপোস কাটিয়ে দিলেন। পর দিন প্রত্যুষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ এরাতে মেহ্মানের সাথে তোমরা যে আচরণ করেছো, তাতে স্বয়ং আল্লাহ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। (বুখারীও মুসলিম)

٥٦٥- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ الْاِثْنَيْنِ كَافِى الثَّلاَثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِى الْأَرْبَعَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِىْ الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِىْ الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ -

৫৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট। আর তিনজনের খাবার চার জনের জন্য যথেষ্ট। (বুখারী ও মুসিলম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট। দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট। আর চারজনের খাবার আট জনের জন্য যথেষ্ট।"

٥٦٦- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِىْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ أَذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِىْ فَضْلٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৬৬. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। এমন সময় একটি লোক তার সাওয়ারীতে চড়ে আসল। সে ডানে বাঁয়ে তাকাতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যার কাছে একটি সাওয়ারীর চাইতে বেশী রয়েছে, সে যেন তা ঐ লোকটিকে দিয়ে দেয় যার সাওয়ারীই নেই। (বলাবাহুল্য, ঐ লোকের সাওয়ারীটি ছিল দুর্বল। তাতে সফর করা কষ্টকর ছিল) আর যার কাছে অতিরিক্ত রসদ বা খাদ্য সামগ্রী আছে সে যেন তা ঐ লোকটিকে দিয়ে দেয়, যার নিকট কোন খাবারই নেই। এরপর তিনি বিভিন্ন প্রকার মাল-সামানের নামোল্লেখ করলেন। তাতে আমাদের রীতিমত মনে হল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন জিনিস রাখারই যেন কারো অধিকার নেই। (মুসলিম)

٥٦٧- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ إِمْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوْجَةٍ فَقَالَتْ : نَسَجْتُهَا بِيَدِىَّ لِأَكْسُوْكَهَا فَأَخَذَهَا

النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لإِزَارُهُ ، فَقَالَ فُلاَنٌ: اُكْسُنِيْهَا مَا أَحْسَنَهَا! فَقَالَ : نَعَمْ " فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ : فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ : مَا أَحْسَنْتَ! لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ سَائِلاً ، فَقَالَ : إِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبُسَهَا إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُوْنَ كَفَنِيْ ، قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫৬৭. হযরত সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট একটি (হাতে) বোনা চাদর নিয়ে এল। সে বলল ঃ আমি নিজ হাতে এ চাদরটি বুনেছি আপনাকে পরাবার জন্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রয়োজন বুঝতে পেরে চাদরটি গ্রহণ করলেন। তিনি সেটিকে তহবন্দ হিসেবে পরিধান করে আমাদের নিকট এলেন। এ অবস্থা দেখে একজন বলল ঃ আমাকে এটি দিয়ে দিন। কি চমৎকার চাদরটি! তিনি বললেন ঃ আচ্ছা। কিছুক্ষণ পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিসে বসাছিলেন। তারপর ফিরে গিয়ে চাদরটি ভাঁজ করলেন এবং ঐ লোকটির জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে অন্যরা বলল ঃ তুমি কাজটা ভাল করনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রয়োজন স্বরূপ চাদরটি পরেছিলেন, আর তুমি তা-ই চেয়ে বসলে? অথচ তুমি জান যে তিনি কোন প্রার্থীকে ফেরান না। সে বলল ঃ আল্লাহর কসম! আমি এটি পরিধান করার জন্য চাইনি। আমি তো বরং এজন্য চেয়েছি, মৃত্যুর পর যেন এটি আমার কাফন হয়। সাহল (রা) বলেন ঃ অবশেষে সেটি তাঁর কাফনই হয়েছিলো। (বুখারী)

٥٦٨- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ : إِنَّ الأَشْعَرِيِّيْنَ إِذَا أَرْمَلُوْا فِي الْغَزْوِ ، أَوْ قَلَّ طَعَام عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ، جَمَعُوْا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوْهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৬৮. হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আশ'আরীদের নিয়ম হল ঃ জিহাদে তাদের রসদ ফুরিয়ে এলে বা মদীনায় তাদের পরিবার পরিজনদের খাবার ফুরিয়ে এল, তারা তাদের নিকট মওজুদ সব খাদ্য সামগ্রী একটি কাপড়ের মধ্যে একত্রিত করে। তারপর একটি পাত্রে তা সমানভাবে বণ্টন করে নেয়। জেনে রাখ, এরা আমার সাথে শামিল। আর আমিও তাদের সাথে শামিল। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ التَّنَافُسِ فِي أُمُوْرِ الْآخِرَةِ وَالْاِسْتِكْثَارِ مِمَّا يَتَبَرَّكُ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ পরকালীন জিনিসের আগ্রহ ও তার অধিক কল্যাণের আশা করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ {المطففين : ٢٦}

"লোভাতুর' লোকদের এমন জিনিসেরই লোভ করা উচিত।" (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন ঃ ২৯)

٥٦٩- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ : أَتَأْذَنُ لِيْ أَنْ أُعْطِيَ هٰؤُلَاءِ ؟ " فَقَالَ الْغُلَامُ : لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا أُوْثِرُ بِنَصِيْبِيْ مِنْكَ أَحَدًا ، فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ يَدِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৬৯. হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট কিছু পানীয় আনা হল। তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন। তাঁর ডান দিকে একটি বালক ছিল। আর বাম দিকে ছিল বয়স্করা। তিনি বালকটিকে বললেন ঃ তুমি কি অনুমতি দিচ্ছ যে, এগুলো বয়স্কদের দিয়ে দিই? বালকটি তখন বলল ঃ না, আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিকট থেকে প্রাপ্য আমার অংশের ওপর কাউকে আমি অগ্রাধিকার দেব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা তার হাতে রেখে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٧٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " بَيْنَا أَيُّوْبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوْبُ يَحْثِيْ فِيْ ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، يَا أَيُّوْبَ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ : بَلَى وَعِزَّتِكَ ، وَلٰكِنْ لَا غِنَى بِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ" - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫৭০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একবার হযরত আইউব (আ) অনাবৃত অবস্থায় গোসল করছিলেন। এমন সময় একটি স্বর্ণ নির্মিত ফড়িং তাঁর ওপর পতিত হল। হযরত আইউব (আ) সেটিকে তাঁর কাপড়ে জড়াতে লাগলেন। মহা সম্মানিত পরওয়ারদিগার তাঁকে ডেকে বললেন ঃ হে আইউব! আমি কি তোমাকে ওসব জিনিস থেকে অমুখাপেক্ষী করিনি, যার প্রতি তোমার দৃষ্টি নিবন্ধ? আইউব (আ) বললেন ঃ হ্যাঁ, আপনার ইজ্জতের কস্‌ম! কিন্তু আপনার বরকতের প্রতি আমার উপেক্ষা নেই। (বুখারী)

بَابُ فَضْلِ الْغَنِيِّ الشَّاكِرِ وَهُوَ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ مِنْ وَجْهِهِ وَصَرَفَهُ فِي وُجُوْهِهِ الْمَأْمُوْرِ بِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ শোকরগুযার ধনীর মাহাত্ম, যিনি ধন অর্থ ও ব্যয় করেন আল্লাহর উদ্দেশ্য এবং তাঁর নির্দেশ মতে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (الليل : ٥ ـ ٧)

"যে লোক আল্লাহর রাস্তায় দান করল, আল্লাহ ভীতির নীতি অবলম্বন করল এবং ভাল কথাকে সত্য বলে গ্রহণ করল, এমন লোকের জন্যই আমরা আরামদায়ক জিনিস সহজ লভ্য করে দেব।" (সূরা লাইল ঃ ৫ - ৭)

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى (الليل ١٧ ـ ٢١)

"আর সে অগ্নিকুণ্ডলী থেকে দূরে রাখা হবে সেই অতিশয় পরহেযগার ব্যক্তি যে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের ধনমাল দান করে। তার ওপর কারও এমন কোন অনুগ্রহ নেই, তার বদলা তাকে দিতে হতে পারে। সেতো শুধু নিজের মহান শ্রেষ্ঠ আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য একাজ করে। তিনি অবশ্যই (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।" (সূরা লাইল ঃ ১৭-২১)

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (البقرة : ٢٧١)

"তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা ভাল। আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্থকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরো ভাল। আর তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা অবহিত।" (সূরা বাকারা ঃ ২৭১)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ (آل عمران : ٩٢)

"তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পার না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর পথে সে সব জিনিস ব্যয় করবে, যা তোমাদের প্রিয় ও পসন্দনীয়। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, আল্লাহ সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রয়েছেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২)

٥٧١ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا" ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৫৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু'জন ছাড়া আর কারো সাথে হিংসা (বা ঈর্ষা) করা যায় না। একজন হল, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সত্য পথে তা ব্যয় করারও ক্ষমতা দান করেছেন। অপরজন হল ঃ যাকে আল্লাহ হিক্‌মত ও জ্ঞান দান করেছেন, যা দিয়ে সে (সঠিক) ফায়সালা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٧٢–وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ أَتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ ، فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৭২. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু'জন লোক ছাড়া আর কারো প্রতি ঈর্ষা করা যেতে পারে না। একজন হল ঃ যাকে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন। সে রাত দিন সর্বদা তারই চর্চায় রত থাকে। অপরজন হল যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন। রাত ও দিনের প্রতি মুহূর্তে সে তা (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٧٣– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ أَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالُوْا : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى ، وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ ، فَقَالَ " وَمَا ذَاكَ؟ " فَقَالُوْا : يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّى ، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ، وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ ، وَيَعْتِقُوْنَ وَلاَ نَعْتِقُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَفَلاَ أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَتَسْبِقُوْنَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَلاَ يَكُوْنَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ ؟ قَالُوْا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : تُسَبِّحُوْنَ ، وَتَحْمَدُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ ، دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ مَرَّةً ، فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، قَالُوْا : سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا ، فَفَعَلُوْا مِثْلَهُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ" - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৭৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিঃসম্বল মুহাজিররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এল। তাঁরা বলল ঃ সম্পদের অধিকারীরা তো উচ্চ মর্যাদা ও চিরস্থায়ী নিয়ামতের অধিকারী হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ তা কি করে? তারা বলল ঃ তারা নামায পড়ে যেরূপ আমরা নামায পড়ে থাকি। তারা রোযা রাখে, যেরূপ আমরা রোযা রেখে থাকি। তারা দান-সাদাকা করে, অথচ আমরা (ধনী বা গরীব হওয়ার দরুন)

দান-সাদাকা করতে পারি না। তারা গোলাম আযাদ করে, কিন্তু আমরা গোলাম আযাদ করতে পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন বিষয় জানাব না, যার সাহায্যে তোমরা তাদের মর্যাদা লাভ করতে পারবে. যারা তোমাদের চাইতে অগ্রবর্তী হয়ে গিয়েছে? এবং তোমাদের পরবর্তীদেরও অতিক্রম করে যেতে সক্ষম হবে? আর তোমাদের চাইতে ভালও কেউ হবে না, একমাত্র তাদের ছাড়া যারা তোমাদেরই মত আমল করবে? তারা বলল ঃ হাঁ অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাহলে শোন ঃ প্রত্যেক নামাযের পরে 'সুবহানাল্লাহ' 'আল্লাহু আকবার' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' ৩৩ বার (করে) পড়বে। (এটা জেনে নিয়ে তাঁরা চলে গেলেন।) পরে আবার ঐ দরিদ্র মুহাজিররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট ফিরে এল। এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যে আমল করতাম, আমাদের সম্পদশালী ভাইয়েরা তা শুনে ফেলেছে। এক্ষনে তারাও অনুরূপ (আমল) করতে শুরু করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে বললেন ঃ এটা হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ বিশেষ যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি দান করে থাকেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَقَصْرِ الْاَمْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যু স্মরণ ও আশাকে ক্ষুদ্র রাখা

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ (آل عمران : ١٨٥)

"প্রত্যেক ব্যক্তিকেই অবশেষ মরতে হবে এবং তোমরা সকলে নিজ নিজ প্রতিফল পুরোপুরিভাবেই কিয়ামতের দিন পাবে। সফল হবে মূলত সে ব্যক্তি যে সেদিন জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে এবং যাকে জান্নাতে দালিখ করে দেয়া হবে। বস্তুত এ দুনিয়া তো একটি বাহ্যিক প্রতারণাময় জিনিস।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৫)

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ (لقمان "٣٤)

"কোন প্রাণীই জানে না, আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে। না কেই জানে, তার মৃত্যু হবে কোন যমীনে"। (সূরা লুকমান ঃ ৩৪)

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ (النحل : ٦١)

"যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল অগ্রবর্তী বা পশ্চাতবর্তী হতে পারে না"। (সূরা নাহ্ল ঃ ৬১)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ . وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (المنافقون : ٩ ـ ١١)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফিল করে না দেয়। যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যে রিয্‌ক আমি তোমাদের দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় কর এর পূর্বে যে, তোমাদের কারো মৃত্যু সময় এসে উপস্থিত হয় ও তখন সে বলে, হে আমার রব! তুমি আমাকে আরো একটু অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি দান-সাদাকা করতাম ও নেক চরিত্রবান লোকদের মধ্যে গণ্য হয়ে যেতাম। অথচ যখন কারো কর্ম-সময় পূর্ণ হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে এসে পড়ে, তখন আল্লাহ্ তাকে কখনই অধিক অবকাশ দেন না। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল রয়েছেন।" (সূরা মুনাফিকূন ঃ ৯ - ১১)

حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّىْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ * فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ * فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ * تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ * اَلَمْ تَكُنْ اٰيَاتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ .... كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْئَلِ الْعَآدِّيْنَ قَالَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ (المؤمنون : ٩٩ ـ ١١٥)

"যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠাও যাতে আমি সৎকার্য করতে পারি, যা আমি পূর্বে করিনি। না, তা হবার নয়। এতো তার একটি উক্তি মাত্র। তাদের সামনে যবনিকা থাকবে পুনরুত্থানের দিবস পর্যন্ত। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না। একে অপরের খোঁজ খবরও নেবে না। যাদের পাল্লা ভারী

হবে তারাই সফলকাম। যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে। তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। তাদের মুখ মন্ডল হবে বিভৎসা– তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়নি? তোমরা তো সে সব অস্বীকার করেছিলে।.. আল্লাহ বলবেনঃ তোমরা পৃথিবীতে ক'বছর অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে, আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ। আপনি না হয় গণনাকারীদের জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলবেন, "তোমরা অল্প কালই অবস্থান করছিলে যদি তোমরা জানতে। তোমরা কি মনে করেছিলে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন হবে না?" (সূরা মু'মিনূনঃ ৯৯ - ১১৫)

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ (الحديد: ١٦)

"ঈমানদার লোকদের জন্য এখানো কি সে সময় আসেনি যে, তাদের দিল আল্লাহর যিকির–এ বিগলিত হবে এবং তার নাযিল করা মহা সত্যের সম্মুখে অবনত হবে? আর তারা সে লোকদের মতে না হয়ে যাবে, যাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, পরে একটা দীর্ঘকাল তাদের ওপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, তাতে তাদের দিল শক্ত হয়ে গিয়েছে এবং আজ তাদের অনেকেই ফাসিক হয়ে রয়েছে"?(সূরা হাদীদ ঃ ১৬)

٥٧٤– وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكِبِى فَقَالَ : كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ" وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ : إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ"- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ-

৫৭৪. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বাহুমূলে ধরলেন। তারপর বললেন ঃ "দুনিয়াতে এভাবে কাটাও যেন তুমি মুসাফির বা পথিক"। হযরত ইব্‌ন উমার (রা) বলতেন ঃ যখন সন্ধ্যা হয়ে যায় সকাল বেলার অপেক্ষা করো না। আর যখন সকাল হয়ে যায় সন্ধ্যা বেলার অপেক্ষা করো না। সুস্বাস্থ্যের দিনগুলোতে রোগব্যাধির (দিনগুলোর) জন্য প্রস্তুতি নাও। আর জীবদ্দশায় থাকাকালীন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। (বুখারী)

٥٧٥– وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَا حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوْصِىْ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "يَبِيْتَ ثَلَاثَ لَيَالٍ" قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا مَرَّتْ عَلَى لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِيْ وَصِيَّتِيْ -

৫৭৫. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে মুসলিম ব্যক্তির নিকট ওসিয়্যত করার মত কোন বিষয় থাকে, তার পক্ষে দু'রাতও তা না লিখে রেখে কাটানো সমীচিন নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের বর্ণনায় আছে ঃ তিন রাতও কাটানো উচিত নয়। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, যেদিন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একথা শুনেছি তারপর আমার উপর দিয়ে একটি রাত ও এরূপ অবিবাহিত হয়নি, যখন আমার সাথে আমার (লিখিত) ওসিয়্যত ছিল না।

٥٧٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خُطُوْطًا فَقَالَ : هَذَا الْإِنْسَانُ ، وَهَذَا أَجَلُهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫৭৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকটি রেখা টানলেন। তারপর বললেন ঃ এটা হচ্ছে মানুষ। আর এটা তার মৃত্যু (এর রেখা)। মানুষ এভাবেই থাকে (এবং বিভিন্ন আশা আকাঙ্ক্ষা নিরত থাকে।) অবশেষে তার মৃত্যু এসে উপনীত হয়। (বুখারী)

٥٧٧- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِيْ فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِيْ فِي الْوَسَطِ فَقَالَ : هَذَا الْإِنْسَانُ ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيْطًا بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ وَهَذَا الَّذِيْ هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا ، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫৭৭. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চতুষ্কোণ রেখা টানলেন। তার মধ্যখানে আরেকটি রেখা টানলেন যা তা বাইরে পর্যন্ত চলে গিয়েছে। মধ্যবর্তী এ রেখাটির সাথে আরো কতগুলো ছোট ছোট রেখা (আড়াআড়ি ভাবে) টানলেন। তারপর বললেন ঃ এটা হল মানুষ। আর এটা হল তার মৃত্যু যা কিনা তাকে বেষ্টন করে আছে। বা যাকে সে বেষ্টন করে আছে। বাইরে বেরিয়ে যাওয়া রেখাটুকু তার আশা আকাঙ্ক্ষা । ছোট ছোট রেখাগুলো হল, তার জীবনের ঘটনাবলী। কোন একটি ঘটনা দুর্ঘটনা তার জীবনে থেকে ফসকে গেলে, অপরটি তাকে আঁচড় দেয়। তার থেকেও যদি সে রেহাই পেয়ে যায় তাহলে তৃতীয়টি তাকে নিষ্পেষিত করে যায়। (বুখারী)

٥٧٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا ، هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ إِلاَّ فَقْرًا مُنْسِيًا أَوْ غِنًى مُطْغِيًا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَوِ الدَّجَّالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ أَوِ السَّاعَةَ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ؟ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৫৭৮. হযরত হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ৭টি জিনিস প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই তোমরা নেক কাজের দিকে সত্ত্বর অগ্রসর হও। সেগুলো এই ঃ ১. তোমরা তো অপেক্ষমান শুধু এমন দারিদ্রেরই যা তোমাদের অমনোযোগী বানিয়ে দেবে, ২. বা এমন প্রাচুর্যের যা তোমাদের সীমালংঘন করিয়ে দেবে, ৩. অথবা এরূপ রোগ ব্যধির যা তোমাদের পাপাসক্ত করে ছাড়বে, ৪. এমন বৃদ্ধাবস্থার যা জ্ঞান-বুদ্ধিকে বিলোপ করে দেবে, ৫. এমন মৃত্যুর যা অচিরেই সংঘটিত হবে, ৬. কিংবা দাজ্জালের, যা কিনা নিকৃষ্ট অনুপস্থিত বস্তু, যার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে, ৭. অথবা কিয়ামতের যা অত্যন্ত বিভীষিকাময় ও কঠিন। (তিরমিযী)

٥٧٩- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৫৭৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "(দুনিয়ার) স্বাদ-গন্ধকে বিলুপ্তকারী মৃত্যুকে তোমরা বেশিবেশি স্মরণ কর।" (তিরমিযী)

٥٨٠- وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ : يَاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا اللّٰهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ " قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِيْ ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ " قُلْتُ الرُّبُعَ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ " قُلْتُ : فَالنِّصْفُ قَالَ " مَاشِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ " قُلْتُ : فَالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ " قُلْتُ : أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِيْ كُلَّهَا؟ قَالَ : إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ ، وَيُغْفَرَ لَكَ ذَنْبُكَ" - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৫৮০. হযরত ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিয়ম ছিল ঃ রাতের এক তৃতীয়াংশ পার হয়ে গেলে তিনি উঠে পড়তেন। উঠে

বলতেন ঃ হে মানুষ, আল্লাহকে স্মরণ করো। প্রথম ফুৎকার তো এসেই গিয়েছে। তারপর পরই আসছে দ্বিতীয় ফুৎকার। তার সাথেই আসছে মৃত্যু। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার ওপর খুব বেশিবেশি দরূদ পড়ে থাকি। আপনি আমাকে বলুন, দরূদের জন্য আমি কতটুকু সময় নির্দিষ্ট করব। তিনি বললেন ঃ তুমি যতটুকু সমীচিন মনে কর। তবে তুমি যদি এর চাইতেও বৃদ্ধি কর, তাহলে তা তোমার জন্য বল্যাণকর হবে। আমি বললাম ঃ তাহলে দুই ভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন ’ঃ সেটা তোমার ইচ্ছা। তবে এর চাইতেও বেশি করলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম ঃ তবে দুই তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন ঃ তুমি সেটা ভাল মনে কর। তবে এর চাইতেও বেশি করতে পারলে তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম ঃ আচ্ছা, দরূদ পড়ার জন্য পুরো সময়কেই যদি আমি নির্দিষ্ট করে নিই, তাহলে কিরূপ হয়? তিনি বললেনঃ এরূপ করতে পারলে, এ দরুদ তোমার যাবতীয় দুশ্চিন্তাকে দূরীভূত করার জন্য যথেষ্ট হবে। এবং তোমার গুনাহ রাশিকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। (তিরমিযী)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ لِلرِّجَالِ وَمَا يَقُوْلُهُ الزَّائِرُ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের জন্য কবর যিয়ারত করা ও তার দু’আ।

٥٨١- عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৮১. হযরত বুরাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের কবর যিয়ারতে করতে নিষেধ করে ছিলাম। কিন্তু এখন বলছি ঃ তোমার কবর যিয়ারত কর। (মুসলিম)

٥٨٢ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقُوْلُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُوْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ" - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৮২. হযরত আয়েশা (রা) খেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে রাতে তার ঘরে কাটাতেন, শেষ রাতের দিকে উঠে মদীনার কবর স্থান জান্নাতুল বাকীতে চলে যেতেন। আর বলতেন ঃ ‘আসসালামু আলাইকুম.....।’ হে কবরস্থানের অধিবাসী সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের অর্জিত হোক ঐ সব জিনিস, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের সাথে করা হয়েছে, কাল্ কিয়ামতের দিন। বলা বাহুল্য, তোমাদের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়েছে। আমরাও আল্লাহ চাহে তো অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। হে আল্লাহ! বাকীউল গারকাদ-এর বাসিন্দাদের ক্ষমা করে দাও। (মুসলিম)

٥٨٣- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوْا إِلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلُهُمْ " اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ أَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৮৩. হযরত বুরাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের শিক্ষা দিতেন ঃ তারা যখন কবরস্থানে যায়, তখন যেন এরূপ বলে ঃ "আস্সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাদ দিয়ারে .... হে কবরবাসী মু'মিন ও মুসলিমরা, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও আল্লাহ চাহে তো তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। (মুসলিম)

٥٨٤- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقُبُوْرٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৫৮. হযরত আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার কতক কবরের পাশ দিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় সে দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ "আস্ সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূরে ....- হে কবরবাসীরা! তোমাদের প্রতি শান্তি ও বর্ষিত হোক! ক্ষমা করুন আল্লাহ্ আমাদের এবং তোমাদের। তোমরা তো আমাদের পুর্বসূরী। আমরা তোমাদের উত্তরসূরী। (তিরমিযী)

بَابُ كَرَاهِيَةِ تَمَنِّى الْمَوْتَ بِسَبَبِ ضَرٍّ نَزَلَ بِهِ وَلَا بَأْسَ بِهِ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ فِي الدِّيْنِ -

অনুচ্ছেদ ঃ বিপদে পড়ে মৃত্যু কামনা করা ঠিক নয়। তবে দীন ও ঈমানী ফিত্নার আশংকায় কামনা করতে দোষ নেই।

٥٨٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ وَإِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيْدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا -

৫৮৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কারণ, সে নেক্কার হলে বিচিত্র নয় যে তার নেক কাজের পরিমাণ বেড়ে যাবে। আর যদি সে গুনাহগার হয়ে তাহলে হতে পারে সে তার কৃত অন্যায় পাপের সংশোধনের সুযোগ পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। আর মৃত্যু আসার আগেই যেন মৃত্যুর জন্য দু'আ না করে। কারণ, মানুষ যখন মরে যায় তার আমলও বন্ধ হয়ে যায়। মু'মিনের জীবন কাল বৃদ্ধি পেলে তাতে তার কল্যাণেই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

٥٨٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ أَحْيِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৮৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন বিপদে পতিত হওয়ার দরুণ মৃত্যু কামনা না করে। কিছু বলতে যদি সে একান্ত বাধ্যই হয়ে পড়ে তাহলে যেন (এরূপ) বলে ঃ "আল্লাহুম্মা আহ্‌য়িনী মা কানাত ....। হে আল্লাহ! আমাকে ঐ সময় পর্যন্ত জীবিত রাখ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবন আমার জন্য কল্যাণকর হয়। আমাকে মৃত্যু দান কর যখন আমার মৃত্যু কল্যাণকর হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٨٧- وَعَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ نَعُوْدُهُ وَقَدْ اكْتَوٰى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ : إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِيْنَ سَلَفُوْا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلاَّ التُّرَابَ وَلَوْلاَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرٰى وَهُوَ يَبْنِيْ حَائِطًا لَهُ فَقَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلاَّ فِيْ شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِيْ هٰذَا التُّرَابِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৮৭. হযরত কায়েস ইব্‌ন হাযম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব ইব্‌ন আরত (রা) রোগ পরিচর্যার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট গেলাম। তিনি তখন সপ্ত দাগ লাগাচ্ছিলেন। তারপর বললেন ঃ আমাদের সংগীদের যারা ইতিপূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন তারা তো চলে গেছেন। দুনিয়া তাদের কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত করেনি। পক্ষান্তরে আমরা এমন সব জিনিসের সাথে জড়িয়ে পড়েছি ও অর্জন করেছি যার সংরক্ষণের স্থান মাটি ছাড়া আর কোথাও নেই। নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আমাদের মৃত্যুর জন্য দু'আ করতে নিষেধ না করতেন তাহলে আমি অবশ্যই তার জন্য দু'আ করতাম। হযরত কায়েস (রা) বলেন ঃ আমরা পুনরায় তাঁর নিকট গেলাম। গিয়ে দেখি তিনি তাঁর একটি দেয়াল তৈরী করেছেন। তখন বললেন ঃ মুসলমান তার কৃত প্রতিটি কাজের (বা খরচের) জন্য প্রতিদান পেয়ে থাকে। একমাত্র এমনটি ছাড়া (মাটি দ্বারা ঘর-বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদিতেই কেবল সে প্রতিদান পায় না।)(বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْوَرْعِ وَتَرْكِ الشُّبْهَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ পরহেযগারী ও সন্দেহমূলক জিনিস পরিহার করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ (النور : ١٥)

"তোমরা তো এটাকে খুব সহজ ব্যাপার মনে করেছিলে। কিন্তু আল্লাহর কাছে এটা অনেক বড় কথা।" (সূরা নূর ঃ ১৫)

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (الفجر : ١٤)

"নিশ্চয়ই তোমরা প্রতিপালক নাফরমান লোকদের পাকড়াও করার জন্য ওঁৎপেতেই আছেন।" (সূরা ফাজ্‌র ঃ ১৪)

৫৮৮- وَعَنْ النُّعْمَانَ بنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتَ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِيْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكَ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلَحَ الْجَسَدَ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ : أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৮৮. হযরত নু'মান ইব্‌ন বাশির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ হালালও সুস্পষ্ট, হারাম ও সুস্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে কিছু সংশয়পূর্ণ জিনিস। (যে গুলোর হালাল ও হারাম হওয়ার বিষয়টি প্রচ্ছন্ন রয়েছে)। যেগুলো সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই জানে না। যে এসব সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকে দূরে থাকবে সে-ই তার দীন ও ইজ্জত সম্মানকে হিফাযত করতে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে যে সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে জড়িয়ে পড়বে, সে হারামের মধ্যে পতিত হবে। তার দৃষ্টান্ত ঐ রাখালের ন্যায় যে চারণভূমির আশে পাশে তার ছাগল মেষ পাল চরায়। এরূপ ক্ষেত্রে সর্বদাই উক্ত প্রাণীর

তাতে ঢুকে পড়ার আশংকা থাকে। জেনে রাখ, প্রত্যেক বাদশার জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। আর আল্লাহর নির্ধারিত সীমা হচ্ছে তার হারাম করা জিনিসসমূহ। আরো জেনে রাখ, মানুষের শরীরে এক টুকরা গোশ্ত রয়েছে। সেটি সুস্থ ও দোষমুক্ত হলে সমগ্র শরীরই সুস্থ ও দোষমুক্ত হয়ে যায়। আর সেটি যদি দূষিত ও অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে সমগ্র শরীরই দূষিত ও অসুস্থ হয়ে যায়। সেটা হচ্ছে দিল বা অন্তঃকরণ। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٨٩- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ : لَوْلاَ أَنِّيْ أَخَافُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَ كَلْتُهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৫৮৯. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একবার) রাস্তায় একটি খেজুর পেলেন। তখন তিনি বললেন ঃ এটি যদি সাদাকার মাল হওয়ার আশংকা না হত তাহলে অবশ্যই আমি এটিকে খেয়ে নিতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٩٠- وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৫৯০. হযরত নাওয়াস ইব্ন সাম'আন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পুণ্য ও সততা সচ্চরিত্রেরই অপর নাম। অপর দিকে গুনাহ হল যা তোমার অন্তরে সন্দেহের অবতারণা করে এবং লোক তা জেনে ফেলুক তা তোমরা নিকট অপসন্দনীয়। (মুসলিম)

٥٩١- وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : اسْتَفْتِ قَلْبَكَ الْبِرُّ : مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ فِيْ مُسْنَدَيْهِمَا -

৫৯১. হযরত ওয়াবিসা ইব্ন মা'বাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কি ভাল (ও মন্দ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমার অন্তরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো। ভাল ও সৎ স্বভাব হল ঃ যার ওপর নফস তৃপ্ত থাকে এবং হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে থাকে। আর গুনাহ হল যা মনে খটকা ও সংশয়ের সৃষ্টি করে এবং অন্তরে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার উদ্রেক করে। যদিও লোকে তোমাকে ফাত্ওয়া দিক বা তোমাকে ফাত্ওয়া জিজ্ঞেস করুক। (আহমদ ও দারিমী)

٥٩٢- وَعَنْ أَبِى سِرْوَعَةَ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ إِبْنَةً لِأَبِى إِهَابِ بْنِ عَزِيْزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّى قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِى تَزَوَّجَ بِهَا فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ : مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِىْ وَلاَ أَخْبَرْتِنِى فَرَكِبَ إِلَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ ؟ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৫৯২. হযরত সিরওয়াআ'হ উকবা ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু ইহাব ইব্ন আযিমের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তারপর তার নিকট এক মহিলা এল। সে বলল ঃ উকবা এবং আবু ইহাবের কন্যা যার সাথে সে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে উভয়কে আমি দুধপান করিয়েছি। উকবা (রা) বললেন ঃ আমার তো জানা নেই যে আপনি আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। আর আপনি তা আমাকে জানানও নি। এরপার উকবা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট মদীনার উদ্দেশ্যে চলে গেলেন এবং এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাহলে তুমি কিভাবে তাকে (নিজের বিবাহে) রাখবে? অথচ একথা বলা হয়েছে যে সে তোমার দুধ বোন। কাজেই উকবাহ (রা) তাকে পৃথক করে দিলেন। সে (মহিলা) পরে আরেক জনের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়। (বুখারী)

٥٩٣- وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِّى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : حَفِظْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيْبُكَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৫৯৩. হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি একথাটি স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করেছি ঃ "যে জিনিস তোমাকে সন্দেহে পতিত করে তা ছেড়ে দাও এবং যা কোনরূপ সন্দেহে পতিত করে না তা গ্রহণ কর"। (তিরমিযী)

٥٩٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ لِأَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ، رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يَأكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَئٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ : تَدْرِىْ مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ "وَمَا هُوَ؟ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتَ لِإِنْسَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنَ الْكَهَانَةَ إِلاَّ أَنِّىْ خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِىْ ، فَأَعْطَانِى بِذَلِكَ هَذَا الَّذِىْ أَكَلْتَ مِنْهُ ، فَأَدْخَلَ أَبُوْبَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَئٍ فِىْ بَطْنِهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৫৯৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা) একটি গোলাম ছিল। যে রোজ তাকে কামাই করে এনে দিত। হযরত আবু বকর (রা) তার রোজগার থেকে খেতেন। একদিন সে কিছু একটা নিয়ে এল। হযরত আবু বকর (রা) তার থেকে কিছু খেলেন। গোলামটি তাকে বলল ঃ আপনি জানেন কি এটা কি ছিল? হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ কি ছিল এটা? গোলামটি বলল ঃ আমি জাহিলিয়াতের যুগে কোন এক লোকের হাত গুনেছিলাম। আর গণনাও আমি তেমন জানতা না। আমি বরং তাকে ধোঁকাই দিয়েছিলাম। এখন তারই সাথে সাক্ষাত হয়েছিল। সে আমাকে এ জিনিসটি দিয়েছিল (আগের গননার বিনিময়ে) যা আপনি খেলেন। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা) মুখে হাত প্রবেশ করিয় দিলেন এবং পেটে যা কিছু ছিল সব বমি করে ফেলে দিলেন। (বুখারী)

٥٩٥- وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَفَرَضَ لِابْنِهِ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَخَمْسَمِائَةٍ فَقِيْلَ لَهُ : هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُوْهُ يَقُوْلُ لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫৯৫. হযরত নাফি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) প্রথমদিকে হিজরতকারীদের জন্য (বাৎসরিক) চার হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার নিজ পুত্রের জন্য নির্ধারণ করলেন তিন হাজার পাচঁশ । তাকে বলা হল, আপনার পুত্রও তো মুহাজিরদের অন্তর্গত। তাহলে তার জন্য কম ভাতা নির্ধারণ করলেন কেন? তিনি বললেন ঃ তার সাথে তো তার পিতাও হিজরত করেছে। অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন তা অবস্থাতো তাদের মত নয় যারা একাকী হিজরত করেছে। (বুখারী)

٥٩٦- وَعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৫৯৬. হযরত আতিয়্যা ইব্‌ন ওরওয়াহ্ সা'দী সাহাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীদের মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এমন সব জিনিস ত্যাগ করবে যাতে কোন দোষ নেই, যাতে করে সে ঐসব জিনিস থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। যাতে কোন না কোন দোষ (যুক্ত) রয়েছে। (তিরমিযী)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْعُزْلَةِ عِنْدَ فَسَادِ النَّاسِ وَالزَّمَانِ أَوِ الْخَوْفِ مِنْ فِتْنَةِ الدِّيْنِ أَوْ وُقُوْعٍ فِيْ حَرَامٍ وَشُبْهَاتٍ وَنَحْوِهَا۔

অনুচ্ছেদ ঃ যাবতীয় অন্যায় থেকে দূরে থাকা এবং যুগ মানুষের ফিত্‌না ও দীন সম্পর্কে ভীতি এবং নিষিদ্ধ বিষয়ে জড়িয়ে পড়ার আশংকা ইত্যাদি।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَفِرُّوا إِلَى اللّٰهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ مُبِيْنٌ (الذاريات : ٥٠)

"তোমরা আল্লাহরই দিকে ধাবিত হও। আমি হচ্ছি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।" (সূরা যারিয়াত ঃ ৫০)

٥٩٧- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

৫৯৭. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আমি বলতে শুনেছি ঃ "আল্লাহ আল্লাহভীরু প্রশস্ত অন্তরের অধিকারী ও আত্মগোপনকারী বান্দাকে ভালবাসেন।" (মুসলিম)

٥٩٨- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ " ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ : يَتَّقِي اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

৫৯৮. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস্ করল ঃ কোন্ লোক সবচেয়ে ভাল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ ঐ মুজাহিদ যে তার মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। লোকটি বলল ঃ তারপর কে (সবচেয়ে ভাল)? তিনি বললেন ঃ তারপর ঐ লোক যে পাহাড়ের কোন গিরিপথে নির্জনে (বসে) তার প্রতিপালকের ইবাদতে নিমগ্ন থাকে। অন্য এক রিওয়ায়েতে রয়েছে ঃ যে তাক্‌ওয়ার নীতি অবলম্বন করে এবং লোকদের তার অনিষ্ট থেকে সংরক্ষিত রাখে। (বুখারী ও মুসলিম)

٥٩٩- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ۔

৫৯৯. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতেই মুসলমানদের উৎকৃষ্ট মাল রূপে গণ্য হবে ছাগল, সেগুলোকে নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় বা বৃষ্টি বহুল এলাকায় চলে যাবে। যাতে ফিত্‌না থেকে তার দীনকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। (বুখারী)

٦٠٠- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللّٰه نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ " فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وَأَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كُنْتَ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيْطَ لأَهْلِ مَكَّةَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৬০০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি ছাগল চরাননি। সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ আপনি কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমিও কয়েক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম। (বুখারী)

٦٠١- وَعَنْه عَنْ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَنَ فَرَسِهِ فِىْ سَبِيْلَ اللّٰهِ ، يَطِيْرُ عَلَى مَتْنِهِ ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِىْ الْقَتْلَ أَوِ الْمَوْتَ مَظَانَّهُ ، أَوْ رَجُلٌ فِىْ غُنَيْمَةٍ فِىْ رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هذه الشَّعَفِ ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ ، يُقِيْمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤْتِىْ الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِيْنُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ فِىْ خَيْرٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬০১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদের মধ্যে উৎকৃষ্টতম জিন্দেগীর অধিকারী সেই লোক যে আল্লাহর পথে ঘোড়ার লাগাম ধারণ করে তার পিঠে চড়ে অভিযান রত। যেখানেই শত্রুর পদধ্বনী বা ভীতিপ্রদ আওয়ায সে শুনতে পায়, সে দিকেই সে বিদ্যুৎগতিতে চলে যায় এবং প্রত্যেক সম্ভাব্য রণক্ষেত্রে সে শাহাদাত বা মৃত্যুর অনুসন্ধানে থাকে। অথবা ঐ লোকের জিন্দেগী (উৎকৃষ্ট) যে গুটি কয়েক ছাগল নিয়ে এ পাহাড় শ্রেণীর কোন এক পাহাড়ের চূড়ায় অথবা এ উপত্যকাগুলোর কোন এক উপত্যকায় অবস্থান করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, এবং আমৃত্যু তার প্রতিপালকের ইবাদত বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকে আর লোকদের সাথ সদাচারণ ছাড়া অন্য কিছুকেই প্রশয় দেয় না। (মুসলিম)

بَابُ فَضْلِ الاخْتِلاَطِ بِالنَّاسِ وَحُضُوْرِ جَمْعِهِمْ وَجَمَاعَتِهِمْ وَمَشَاهِدِ الْخَيْرِ وَمَجَالِسِ الذِّكْرِ مَعَهُمْ، وَعِيَادَةِ مَرِيْضِهِمْ وَحُضُوْرِ جَنَائِزِهِمْ وَمُوَاسَاةِ مُحْتَاجِهِمْ وَإِرْشَادِ جَاهِلِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِمْ لِمَنْ قَدَرَ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَقَمْعِ نَفْسِهِ عَنِ الْإِيْذَاءِ وَصَبَرَ عَلَى الْأَذَى

অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের সাথে মেলামেশার মাহাত্ম, কল্যাণের মজলিসে হাযির হওয়া রোগীর পরিচর্যা করা, জানাযায় শরিক হওয়া, অভাবীর সাহায্যে এগিয়ে আসা, অজ্ঞদের সঠিক পথ প্রদর্শনে সহায়তা করা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা, অন্যকে কষ্ট না দেয়া এবং কষ্ট পেয়েও ধৈর্য অবলম্বন করা ইত্যাদি।

اِعْلَمْ أَنَّ الاخْتِلاَطَ بِالنَّاسِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِيْ ذَكَرْتُهُ هُوَ الْمُخْتَارُ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، وَسَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ، وَكَذٰلِكَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَخْيَارِهِمْ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى -

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى (المائدة : ٢)

গ্রন্থকার আল্লামা ইমাম নববী (র) বলেন, লোক সমাজের সাথে উপরোল্লেখিত নীতির ভিত্তিতে মেলামেশা করাই পসন্দনীয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম, খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের প্রত্যেকের একই নীতি ও আদর্শ ছিল। পরবর্তীকালের উলামায়ে কিরাম ও উম্মাতের উৎকৃষ্ট মনীষীরাও একই আদর্শের অনুসরণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ ও আহ্‌মাদ ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের ইমামগণ ও অপরাপর ইসলামী চিন্তাবিদরা সকলেই সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করা এবং সামাজিক ও সাংসারিক দায়িত্ব কর্তব্য পালনকেই ইসলামী যিন্দেগীর ক্ষেত্রে সফলতার পূর্ব শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন।

"পুণ্য ও তাক্‌ওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর।" (সূরা মায়িদাহ ঃ ২)

بَابُ التَّوَاضُعِ وَخَفْضِ الْجَنَاحِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিনদের সাথে বিনয় ও নম্রতা সুলভ ব্যবহার করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (الشعراء ٢١٥)

"যারা তোমার অনুসরণ করে, সে সমস্ত বিশ্বাসীর প্রতি বিনয়ী হও।" (সূরা শু'আরা ঃ ২১৫)

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ (المائدة : ٥٤)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের দীন থেকে ফিরে যায়, আল্লাহ আরো এমন অনেক লোক সৃষ্টি করবেন, যারা হবে আল্লাহর প্রিয় এবং আল্লাহ হবেন তাদের নিকট প্রিয়। যারা মু'মিনদের প্রতি নম্র ও বিনয়ী হবে এবং কাফিরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর"। (সূরা মায়িদা ঃ ৫৪)

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات : ١٣)

হে মানুষ! আমিই তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন মহিলা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদের জাতি ও গোষ্ঠী বানিয়ে দিয়েছি। যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। বস্তুত আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানীত সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশী আল্লাহ্‌কে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)

فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (النجم : ٣٢)

"কাজেই তোমরা তোমাদের আত্ম-পবিত্রতার দাবী করো না, প্রকৃত মুত্তাকী কে, তা তিনিই ভালো জানেন।" (সূরা নাজ্‌ম ঃ ৩২)

وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ قَالُوْا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ - أَهٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ (الأعراف : ٤٨ ٤٩)

(এই আ'রাফের লোকেরা) দোযখের কয়েকজন বড় বড় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোককে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনে ডেকে বলবে ঃ দেখলে তো আজ না তোমাদের বাহিনী কোন কাজে আসল না, সেসব সাজ-সরঞ্জাম যাকে তোমরা খুব বড় জিনিস বলে মনে করছিলে? আর এ জান্নাতবাসীরা কি সে সব লোক নয়, যদের সম্পর্কে তোমরা কসম করে বলতে, এ লোকদেরকে আল্লাহ নিজের রহমত থেকে কোন অংশই দান করবেন না। আজ তো তাদেরই বলা হল ঃ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের জন্য না ভয় আছে, না কোন মর্মবেদনা।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৪৮ - ৪৯)

٦٠٢- وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "إِنَّ اللّٰهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِيْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬০২. হযরত ইয়ায ইব্‌ন হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন, তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে বিনয় নম্রতার আচরণ কর। যাতে কেউ কারো ওপর গৌরব না করে এবং একজন আরেক জনের ওপর বাড়াবাড়ি না করে। (মুসলিম)

٦٠٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ان رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَا نَقُصَتْ صَدَقَةُ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬০৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "দানের দ্বারা সম্পদ কমে না। ক্ষমার দ্বারা আল্লাহ্ বান্দার ইজ্জত ও সম্মান বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছু করেন না। আর যে একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মুসলিম)

٦٠٤- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬০৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কিছু সংখ্যক বালকের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিলেন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এরূপ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٠٥- وَعَنْه قَالَ إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ الْمَدِيْنَةِ لِتَأْخُذُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ فَتَنْطَلَقِ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৬০৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার বাঁদীদের থেকে কোন বাঁদী (অনেক সময়) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাত ধরে নিত। আর সে যেখানে ইচ্ছা তাকে নিয়ে হেঁটে বেড়াত। (বুখারী)

٦٠٦- وَعَنْ الْأَسْوَدِ بنِ يَزِيْدَ قَالَ : سُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِيْ بَيْتِهِ؟ قَالَتْ : كَانَ يَكُوْنُ فِيْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ يَعْنِيْ خِدْمَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৬০৬. হযরত আসওয়াদ ইবন ইয়াযিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে কি কাজ করতেন? তিনি বলেছিলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে থাকাকালীন ঘর কন্যার কাজ করতেন। যখনি নামাযের সময় হত, তিনি নামাযের জন্য চলে যেতেন।" (বুখারী)

٦٠٧- وَعَنْ أَبِىْ رِفَاعَةَ تَمِيْمِ بْنِ أُسَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : إِنْتَهَيْتَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ غَرِيْبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِيْنِهِ لاَ يَدْرِىْ مَا دِيْنُهُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتّٰى انْتَهٰى إِلَىَّ فَأُتِىَ بِكُرْسِىٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِىْ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ أَتٰى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬০৭. হযরত আবু রিফাআ তামীম ইব্ন উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট গেলাম। তিনি তখন ভাষণ দিচ্ছিলেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমি) এক মুসাফির আপনার নিকট দীন সম্পর্কে জানতে এসেছি। সে জানে না দীন কাকে বলে। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভাষণ বন্ধ করে আমার দিকে মুখ ফিরালেন। এমন কি তিনি আমার নিকট এসে গেলেন। তারপর একটি চেয়ার আনা হল। তিনি তাতে বসলেন। তিনি আমাকে ঐ সব বিধান শেখাতে লাগলেন, যা আল্লাহ তাঁকে শিখিয়েছেন। তারপর আবার তিনি ভাষণ শুরু করলেন এবং ভাষণ সমাপ্ত করলেন। (মুসলিম)

٦٠٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ان رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ قَالَ : إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذٰى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرَ أَنْ تُسْلَتَ الْقَصْعَةَ قَالَ : فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ فِىْ أَىِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬০৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খানা খেতেন, তখন তিন অংগুলি চেটে খেতেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের যদি লোক্‌মা পড়ে যায় তাহলে তার ময়লা পরিস্কার করে যেন সে তা খেয়ে নেয়। শয়তানের জন্য যেন রেখে না দেয়। তিনি পাত্র পরিস্কার করে খাওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ কারণ তোমাদের জানা নেই, তোমাদের কোন খাবারে বরকত নিহিত আছে। (মুসলিম)

٦٠٩- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ قَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ؟ فَقَالَ : نَعَمْ أَرْعَاهَا عَلٰى قَرَارِيْطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৬০৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি, যিনি বকরী চরাননি। সাহাবায়ে কিরাম

(রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনিও কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমিও কয়েক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম। (বুখারী)

٦١٠- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَوْ دُعِيْتُ إِلَى كُرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ لأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৬১০. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাকে যদি একটি বাযু বা পায়ের জন্যও দাওয়াত করা হয় তাহলেও অবশ্যই আমি ঐ আহবানে সাড়া দিব। আমাকে যদি কেউ একটি পা অথবা বাযুও হাদিয়া পাঠায়, তবু আমি তা গ্রহণ করব। (বুখারী)

٦١١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ نَاقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعَضْبَاءُ لاَتُسْبَقُ أَوْ لاَ تَكَادُ تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُوْدٍ لَهُ ، فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ : حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ أَنْ لاَ يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৬১১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 'আদবা' নামক একটি উট্‌নী ছিল। দৌড়ে সেটিকে কোন উট্‌নী অতিক্রম করে যেতে পারত না। অবশেষ এক বেদুঈন গ্রামবাসী তার উঠতি বয়সের এক উট্‌নীতে চড়ে আসল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উট্‌নীর সাথে দৌড়ে সেটি আগে চলে গেল। মুসলমানদের নিকট বিষয়টি বেশ কষ্টদায়ক অনুভূত হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্পর্কে জানতে পারলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ বিধান হল ; দুনিয়ার বুকে কোন জিনিস যখন উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে, আল্লাহ সেটিকে অবনমিত করে দেন। (বুখারী)

بَابُ تَحْرِيْمِ الْكِبْرِ وَالْإِعْجَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ অহংকার ও আত্মপ্রীতির অবৈধতা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لاَ يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (القصص : ٨٣)

"এটাই পরলোক যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতেও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না, শুভ পরিণাম সাবধানীদের জন্যই নির্ধারিত।" (সূরা কাসাস ঃ ৮৩)

وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً (الإسراء : ٣٧)

"ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনোই পদভরে ভূপৃষ্ঠে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৭)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (لقمان: ١٨)

"লোকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না আর যমীনের ওপর অহংকার করে চলা-ফেরা করো না। আল্লাহ্ কোন আত্ম অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না।" (সূরা লুক্মান ঃ ১৮)

إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَاٰتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ أُوْلِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ....: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ (القصص: ٧٦)

"কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু সে তাদের প্রতি যুলুম করেছিল। আমি তাকে দান করেছিলাম ধন-ভাণ্ডার। যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না। আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন, তা দ্বারা পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। ইহলোকে তোমার বৈধ সম্ভোগকে তুমি বিপর্যয় করো না। তুমি সদাশয় হও। যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদাশয়। এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না। সে বলল ঃ এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানত না, আল্লাহ্ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানব গোষ্ঠিকে। যারা তার চাইতে শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশালী? অপরাধীদের তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। কারূণ তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল জাকজমক সহকারে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল ঃ যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল, তারা বলল ঃ 'ধিক তোমাদের, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ। আর ধৈর্যশীল ছাড়া তা কেউ পাবে না। এরপর আমি কারূরকে ও তা প্রাসাদকে ভূগর্ভে তলিয়ে দিলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যে আল্লাহ্র শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষার সক্ষম ছিল না।" (সূরা কাসাস ঃ ৭৬ - ৮১)

٦١٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬১২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একজন বলল ঃ কোন কোন লোক চায় তার কাপড়টা সুন্দর হোক, জুতাটা আকর্ষনীয় হোক, (এটাও কি খারাপ)? তিনি বললেন] মহান আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পসন্দ করেন। (এটা অহংকারের অন্তর্গত নয়) অহংকার হল, গর্ব করে সত্যকে অস্বীকার করা ও লোকদের হেয় জ্ঞান করা। (মুসলিম)

٦١٣- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ : كُلْ بِيَمِيْنِكَ ، قَالَ : لاَ أَسْتَطِيْعُ ! قَالَ : لاَ اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬১৩. হযরত সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বাম হাতে (খানা) খেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ডান হাতে খাও। সে বলল ঃ আমি তো খেতে পারছি না। তিনি বললেন ঃ তুমি যেন না-ই পার। অহংকারই তার হুকুম তামিলের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাই হোক, তার পরিণাম এই দাঁড়িয়েছিল যে, সে আর মুখ পর্যন্ত হাত তুলতে পারেনি। (মুসলিম)

٦١٤- وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عُتُلٍ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬১৪. হযরত হারিসা ইব্‌ন ওহব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "আমি কি তোমাদের দোযখীদের বিষয়ে জানাব না? তারা হল ঃ প্রত্যেক অহংকারী, সীমালংঘনকারী, বদবখ্‌ত ও উদ্ধত লোক।" (বুখারী ও মুসলিম)

٦١٥- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ : فِيَّ الْجَبَّارُوْنَ وَالْمُتَكَبِّرُوْنَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِيْنُهُمْ فَقَضَى اللّٰهُ بَيْنَهُمَا : إِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِيْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِيْ أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬১৫. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে (একবার) তর্ক হল। দোযখ বলল ঃ অহংকারী ও উদ্ধত যারা, তারাই আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। জান্নাত বলল ঃ আমার মধ্যে

আসবে ঐ সব লোক, যারা দুর্বল ও মিস্‌কীন অসহায়। আল্লাহ উভয়ের মাঝে ফায়সালা করে দিলেন। (এবং বললেন), জান্নাত, তুমি আমার রহমত। যে বান্দার প্রতি রহম করার ইচ্ছা হবে, তোমার সাহায্যে আমি তার প্রতি রহম করব। আর জাহান্নাম, তুমি হচ্ছো আমার আযাব ও শাস্তি। যাকে ইচ্ছা করব, তোমার দ্বারা আমি তাকে শাস্তি দেব। বলাবাহুল্য, তোমাদের উভয়কে পূর্ণ করার আমার দায়িত্ব। (মুসলিম)

٦١٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬১৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ ঐ লোকের প্রতি ফিরে তাকাবেন না, যে অহংকারবশত তার লুঙ্গি ঝুলিয়ে দিয়েছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)

٦١٧- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : شَيْخٌ زَانٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬১৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামাতের দিন কথা বলবেন না, তাদের পবিত্রও করবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেনও না। আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। তারা হল ঃ ১. বৃদ্ধ যিনাকারী, ২. মিথ্যাবাদী বাদশাহ (শাসক) ও ৩. অহংকারী দরিদ্র। (মুসলিম)

٦١٨- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَلْعِزُّ إِزَارِي وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ فَمَنْ يُنَازِعُنِيْ عَذَّبْتُهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১১৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সম্মানিত মহান আল্লাহ বলেন ঃ ইজ্জত ও মাহাত্ম হচ্ছে আমার ভূষণ। অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব আমার চাদর। যে এ দু'টির কোন একটিতেও আমার সাথে সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে তাকে আমি শাস্তি দিব। (মুসলিম)

٦١٩- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فِيْ حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ يَخْتَالُ فِيْ مِشْيَتِهِ إِذْ خَسَفَ اللّٰهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬১৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ (অতীত কালের) কোন এক লোক মূল্যবান পোষাক পরে হেঁটে যাচ্ছিল। এতে সে নিজেকে খুবই আনন্দিত ও গর্বিত অনুভব করছিল। মাথায় (বা চুলে) সিথি কেটেও চাল চলনে অহংকারীভাব প্রকাশ করে চলছিল। হঠাৎ তাকে মাটির নিচে দাবিয়ে দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনের নিচে তলিয়ে যেতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٢٠- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "لَايَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتّٰى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِيْنَ فَيُصِيْبُهُ مَا أَصَابَهُمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ۔

৬২০. হযরত সালামা ইব্ন আক্ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন লোক সর্বদাই নিজেকে লোকদের থেকে দূরে রাখতে থাকে এবং অহংকার করতে থাকে। অবশেষে তার নাম অহংকারী ও উদ্ধতদের সাথে লিখে দেয়া হয়। এরপর তার ওপর ঐ মুসিবতই পতিত হয়, যা অহংকারী ও উদ্ধত লোকদের প্রতি পতিত হয়ে থাকে। (তিরমিযী)

بَابُ حُسْنُ الْخُلُقِ

অনুচ্ছেদ ঃ হুস্নে খুলুক- সচ্চরিত্র সম্পর্কে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (ن : ٤)

"নিশ্চয়ই আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।" (সূরা নূন ঃ ৪)

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ الْآيَة (آل عمران : ١٣٤)

"তাদের বৈশিষ্ট হল, তারা রাগকে দমন করে থাকে এবং লোকদের প্রতি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করে থাকে"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪)

٦٢١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

৬২১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মানব জাতির মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।" (বুখারী ও মুসলিম)

٦٢٢- وَعَنْهُ قَالَ مَا مَسِسْتُ دِيْبَاجًا وَلَا حَرِيْرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، وَلَا شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ ، فَمَا قَالَ لِي قَطُّ : أُفٍّ وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ : لِمَ فَعَلْتَهُ ؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ : أَلَا فَعَلْتَ كَذَا؟ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

৬২২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন পশমী ও রেশমী কাপড়কেও

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতের তালুর চাইতে অধিকতর নরম ও মোলায়েম অনুভব করিনি। কোন সুগন্ধিকেও আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর (শরীরের) সুগন্ধির চাইতে অধিকতর সুগন্ধিময় পাইনি। (আনাস (রা) বলেন) ঃ আমি দীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেমদত করেছি। কিন্তু কখনো তিনি আমার প্রতি উহ্ শব্দও (ব্যবহার বা) উচ্চারণ করেননি। আমার কৃত কোন কাজের জন্য বলেননি যে, কেন তুমি এটা করলে? আর কোন কাজ না করার জন্যও বলেননি ঃ কেন তুমি করলে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٢٣- وَعَنْ الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَـةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَهْدَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًا فَرَدَّهُ عَلَيَّ فَلَمَّا رَأَى مَا فِيْ وَجْهِي قَالَ : إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬২৩. হযরত সা'ব ইব্‌ন জাসসামাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি একটি জংলী গাধা হাদিয়া স্বরূপ দিয়েছিলাম। তিনি সেটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি যখন আমার চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ লক্ষ্য করলেন, তখন বললেন ঃ দেখ, আমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় রয়েছি বলেই গাধাটি ফেরত দিয়েছি।(বুখারী মুসলিম)

٦٢٤- وَعَنْ النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ : اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬২৪. হযরত নওয়াস ইব্‌ন সাম'আন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নেকী ও গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ "নেকি হচ্ছে উত্তম চরিত্র। আর গুনাহ হচ্ছে, যা তোমার অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক করে এবং অন্যে জেনে ফেলুক, এটা তোমার নিকট খারাপ লাগে।" (মুসলিম)

٦٢٥- وَعَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بنِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُوْلُ : إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلاَقًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃতিগতভাবে অশ্লীলতা পছন্দ করতেন না এবং তিনি অশ্লীল ভাষীও ছিলেন না। তিনি বলতেন ঃ "তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্টতম লোক তারাই, যাদের চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট"। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٢٦- وَعَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ ، وَإِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৬২৬. হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কিয়ামাতের দিন মু'মিন বান্দার আমলনামায় সচ্চরিত্রের চাইতে অধিকতর ভারী আর কোন আমলই হবে না। বস্তুত মহান আল্লাহ অশ্লীল ভাষী নিরর্থক বাক্য ব্যয়কারীর সাথে দুশমনী রাখেন"। (তিরমিযী)

٦٢٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ " تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৬২৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন জিনিস লোকদের সর্বাধিক পরিমাণ জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বলেছিলেন ঃ তাক্ওয়া বা আল্লাহ ভীতি ও সচ্চরিত্র। তাকে আরো প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন জিনিস লোকদের সর্বাধিক পরিমাণে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? তিনি বলেছিলেন ঃ মুখ ও লজ্জাস্থান। (তিরমিযী)

٦٢٨- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৬২৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "ঈমানের দিকে থেকে সর্বাধিক কামিল মু'মিন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক তারা যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করে।" (তিরমিযী)

٦٢٩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৬২৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি শুনেছি। তিনি বলতেন ঃ "মু'মিন তার সুন্দর স্বভাব ও সচ্চরিত্র দ্বারা দিনে রোযা পালনকারী ও রাতজেগে ইবাদতকারীর মর্যাদা হাসিল করতে পারে।" (আবু দাউদ)

٦٣٠- وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَا زَعِيْمُ بِبَيْتٍ فِىْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ ، وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَ بِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ ، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبَيْتٍ فِىْ أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ، - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ -

৬৩০. হযরত আবু উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এমন লোকের জন্য জান্নাতের পাশ্ববর্তী এক ঘরের যামিন যে হকর ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেও রিয়াকারী ও প্রদর্শনীমূলক কাজ পরিত্যাগ করে। আর আমি এমন এক লোকের জন্য জান্নাতের মধ্যকার ঘরেরও যামিন যে ঠাট্টাচ্ছলে হলেও মিথ্যাও মিথ্যাচারকে পরিহার করে। আর আমি জান্নাতের শীর্ষস্থানে অবস্থিত একটি ঘরের যামিন এমন এক লোকের যার চরিত্র সবচে ভাল। এ হাদীসটি সহীহ। আবূ দাউদ এটিকে সহীহ সনদে রিওয়ায়েত করেছেন।

٦٣١- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَىَّ وَأَقْرَبِكَ مِنِّىْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَىَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُوْنَ ؟ قَالَ : الْمُتَكَبِّرُوْنَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৬৩১. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন তোমাদের মধ্যে থেকে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও মজলিসের দিক থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে ভাল। অপর দিকে কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্য থেকে আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ও আমার থেকে সবচেয়ে বেশী দূরবর্তী হবে সেই লোক যারা দ্বিধাসহকারে কথা বলে, কথার দ্বারা অহংকার প্রকাশ করে এবং যারা মুতাফাইহিকুন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! দ্বিধা সহকারে বাক্যালাপকারী ও কথার মাধ্যমে অহংকার প্রকাশকারী অর্থতো বুঝলাম। কিন্তু 'মুতাফাইহিকুন"-এর অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ এর অর্থ অহংকারী ব্যক্তি। (তিরমিযী)

بَابُ الْحِلْمِ وَالْأَنَاةِ وَالرِّفْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ সহনশীলতা, ধীর-স্থিরতা ও কোমলতা

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران : ١٣٤)

"তাদের বৈশিষ্ট হল, তারা রাগকে হযম করে এবং লোকদের সাথে ক্ষমার নীতি অবলম্বন করে চলে, আল্লাহ এ ধরনের সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعراف : ١٩٩)

"হে নবী নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন করুন। ন্যায়সংগত কাজের উপদেশ দান করতে থাকুন। এবং মুর্খ লোকদের এড়িয়ে চলুন।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৯৯)

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (حم السجدة ٣٤)

"ভালো ও মন্দ সমান নয়। তুমি ভালোর দ্বারা মন্দকে প্রতিরোধ কর। অবশেষে তোমার ও অন্যের মধ্যে যে শত্রুতা ছিল তা এমন হয়ে যাবে যেন (সে তোমার) পরম বন্ধু। আর এমন সুফল তারই ভাগ্যে জোটে যে বিশেষ ধৈর্য ও সহনশীল চরিত্রের অধিকারী এবং যে বিরাট সৌভাগ্যশালী।" (সূরা হা-মীম আস্ সাজ্‌দা ঃ ৩৪-৩৫)

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (الشورى : ٤٣)

"অবশ্য যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করবে এবং ক্ষমা করবে, নিঃসন্দেহে এটা বড় উচ্চমানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্যতম।" (সূরা শূরা ঃ ৪৩)

٦٣٢- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৩২. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশাজ্জে আবদুল কায়েসকে বলেছিলেন ঃ তোমার মধ্যে এমন দু'টি গুণ বা অভ্যাস রয়েছে যা স্বয়ং আল্লাহও পসন্দ করেন ও ভালবাসেন। একটি হল, ধৈর্য ও সহনশীলতা, অপরটি হল ধীর-স্থিরতা। (মুসলিম)

٦٣٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৩৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ নিজে কোমল ও মেহেরবান। তিনি প্রত্যেক কাজে তাই কোমলতা ও সহানুভূতিশীল নীতি পসন্দ করেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

٦٣٤- وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ ، وَيُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَالاَ يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا يُعْطِيْ عَلَى مَا سِوَاهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬৩৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "মহান আল্লাহ নিজে কোমলও সহানুভূতিশীল। তিনি কোমলতা ও সহানুভূতিশীলতাকে ভালবাসেন। তিনি কোমলতার দ্বারা ঐ জিনিস দান করেন যা কঠোরতার দ্বারা দেন না। তথা কোমলতা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারাই তিনি তা দেন না।" (মুসলিম)

٦٣٥- وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ ، وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৩৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে জিনিসে কোমলতা থাকে, কোমলতা সেটিকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে দেয়। আর যে জিনিস থেকে কোমলতা ছিনিয়ে নেয়া হল সেটাই দোষও ত্রুটিযুক্ত হয় যায়।" (মুসলিম)

٦٣٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَقَعُوْا فِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : دَعُوْهُ وَأَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৬৩৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক গ্রামবাসী মসজিদে পেশাব করে দিল। তখন লোকেরা তাকে শায়েস্তা করার জন্য উঠে দাঁড়াল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ছাড় তাকে। আর তার পেশাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কারণ তোমাদের সহজ নীতি (ও ব্যবহার) এর ধারক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। কঠোর নীতির ধারক হিসেবে নয়। (বুখারী)

٦٣٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৩৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা সহজ নীতি ও আচরণ অবলম্বন কর। কঠোর নীতি অবলম্বন করো না। সুসংবাদ শোনাতে থাক। পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না।" (বুখারী ও মুসলিম)

٦٣٨- وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৩৮. হযরত জারির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি বলতেন ঃ "যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে সব রকমের কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে।" (মুসলিম)

٦٣٩- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِيْ قَالَ : لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لاَ تَغْضَبْ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৬৩৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল ঃ আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ "রাগ করো না। লোকটি কথাটিকে কয়েকবার বলল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার বললেন ঃ রাগ করো না।" (বুখারী)

٦٤٠- وَعَنْ أَبِيْ يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৪০. হযরত আবু ইয়ালা শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের বেলায়ই ইহসান কোমলতা ও দয়াকে ফরয বা অবশ্য করণীয় করে দিয়েছেন। তোমরা যখন কোন প্রাণীকে হত্যা করবে, উত্তমভাবে হত্যা করতে। যখন কোন প্রাণীকে যবেহ করবে উত্তমভাবে যবেহ করবে। তার তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তার ছুরিকে শানিত করে নেয় এবং যবিহা (প্রাণী) কে আরাম দেয়। (মুসলিম)

٦٤١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ ، إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ تَعَالَى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৪১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখনই দু'টি বিষয়ে যে কোন একটিকে গ্রহণ করতে ইখ্‌তিয়ার দেয়া হত তিনি সর্বদাই অপেক্ষাকৃত সহজটিকে গ্রহণ করতেন যদি না তা গুনাহ বা খারপ হত। আর যদি তা গুনাহ বা খারাপ কিছু হত তার থেকে তিনিই সকলের চাইতে বেশি দূরে অবস্থানকারী হতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত কোন বিষয়ে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তবে আল্লাহর বিধান লংঘিত হলে, তিনি শুধু মহান আল্লাহরই প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٤٢– وَعَنْ ابنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلاَّ أَخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِأَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ ؟ تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ لِيِّنٍ سَهْلٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৬৪২. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি জানাব না কোন লোক দোযখের আগুনের জন্য হারাম অথবা (বলেছেন) কার জন্য দোযখের আগুন হারাম? (তাহলে শোন) ঃ দোযখের আগুন প্রত্যেকে ব্যক্তির জন্য হারাম যে লোকদের নিকটে বা তাদের সাথে মিলেমিশে থাকে। যে কোমলমতি, নরম মেযাজ ও বিনম্র স্বভাব বিশিষ্ট। (তিরমিযী)

بَابُ الْعَفْوِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্ষমা করে দেয়া ও অজ্ঞ-মূর্খদের সযত্নে এড়িয়ে চলা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ (الاعراف : ١٩٩)

"হে নবী, নম্রতা ও ক্ষমতাশীলতার নীতি অবলম্বন করুন। সৎ কাজের উপদেশ দান করতে থাকুন এবং মুর্খ লোকদের এড়িয়ে চলুন।" (সূরা আরাফ ঃ ১৯৯)

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ (الحجر : ٨٥)

হে নবী, আপনি তাদের উত্তমভাবে ক্ষমা করে দিন। (সূরা হিজর ঃ ৮৫)

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا أَلاَ تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ (النور: ٢٢)

"তারা যেন ওদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ক্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা নূর ঃ ২২)

وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (اٰل عمران: ١٣٤)

"তারা লোকদের ক্ষমা দিয়ে থাকে। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪)

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ (الشورى: ٤٣)

"যে লোক ধৈর্যধারণ করবে ও ক্ষমা করবে, নিঃসন্দেহে এটা বড় উচ্চমানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্যতম।"(সূরা শূরা ঃ ৪৩)

٦٤٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟ قَالَ: لَقَدْ لَقِيْتَ مِنْ قَوْمِكَ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِيْ عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُجِبْنِيْ إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتَ وَأَنَا مَهْمُوْمٌ عَلَى وَجْهِيْ، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَبْتُ، فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِيْ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيْهَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَادَانِيْ فَقَالَ: إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ فَنَادَانِيْ مَلَكُ الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِيْ رَبِّيْ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِيْ بِأَمْرِكَ، فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَطْبَقْتَ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ أَرْجُوْا أَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لَايُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৪৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (একবার) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, উহুদের যুদ্ধের দিনের চাইতেও বেশি কঠিন কোন দিন কি আপনার উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি তোমাদের জাতির কাছ থেকে এমন আচরণেরও সম্মুখীন হয়েছি যা উহুদের দিনের চাইতেও অধিকতর কঠিন ছিল। তা হচ্ছে আকাবার দিন। আর আকাবার দিনের বিপদ ঝঞ্জা ছিল এই রকম ঃ যখন আমি (তাওহীদের বাণী পেশ করার উদ্দেশ্যে) ইবন আব্দ্ ইয়া লাইল ইবন আব্দ্ কুলালের নিকট নিজেকে পেশ করলাম, আমি যা চেয়েছিলাম, সে তার কোন জওবাব দিল না। আমি তাই সেখান থেকে চিন্তাক্লিষ্ট মন নিয়ে চললাম। এমনকি কারণে সা'আলিব নামক স্থানে পৌঁছার আগ পর্যন্ত আমার সংগাই ফেরেনি। যখন আমার সংগা ফিরে এল, আমি মাথা তুললাল। দেখলাম, এক খণ্ড মেঘ আমার ওপর ছায়া বিস্তার করে আছে। তাতে আমি জিব্রীল আলাইহিস্ সালামকে দেখতে পেলাম। জিব্রীল (আ.) আমাকে ডেকে বললেন, মহান আল্লাহ আপনার কাওমের কথা ও আপনাকে তারা যে জবাব দিয়েছে তা শুনতে পেয়েছেন। মহান আল্লাহ আপনার নিকট

ফিরিশ্‌তাকে পাঠিয়েছেন। তাদের ব্যাপারে আপনি তাকে যেরূপ ইচ্ছা নির্দেশ দিতে পারেন। (সে তা-ই পালন করবে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এরপর পাহাড়ের ফিরিশতা আমাকে আহবান করল এবং আমাকে সালাম দিয়ে বলল ঃ হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ আপনার সাথে আপনার কাওমের কথাবার্তা শুনেত পেয়েছেন। আমি হচ্ছি ফিরিশ্‌তা। আমাকে আমার রব আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। আপনার যা ইচ্ছা, আমাকে হুকুম করতে পারেন। বলুন, আপনার নির্দেশ কি? (আমি এক্ষুনি তা পালন করছি।) আপনি যদি চান, 'আখ্‌শাবাইন' এর উভয় পাহাড়কে আমি একত্রে মিলিয়ে দিই (এবং এসব কাফিরদের সমুলে ধ্বংস করে দিই)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ (আমি তাদের ধ্বংস কামনা করি না) আমি বরং এ আশা পোষণ করি, আল্লাহ এদের ঔরষে এমন সব লোক সৃষ্টি করবেন যারা এক আল্লাহর দাসত্বকে কবুল করে নেবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٤٤- وَعَنْهَا قَالَتْ : مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ ، وَلاَ إِمْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَىْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يُنْتَهَكَ شَىْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمْ لِلّٰهِ تَعَالَى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৪৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কাউকে হাত দ্বারা মারেননি, না কোন স্ত্রী লোককে না কোন খাদেমকে। অবশ্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে যা করেছেন সেটা স্বতন্ত্র। এরূপ কখনো হয়নি যে, তাঁকে কষ্ট দেয়া হয়েছে, আর তিনি তাঁর তরফ থেকে ব্যক্তিগত কারণেই তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। অবশ্য আল্লাহ নির্ধরিত কোন হারামকে লংঘন করা হলে, আল্লাহরই উদ্দেশ্যে কোনরূপ প্রতিশোধ নিয়ে থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। (মুসলিম)

٦٤٥- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِىٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ ، فَادْرَكَهُ أَعْرَابِىٌّ ، فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً ، فَنَظَرْتَ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبذَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِىْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِىْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِعَطَاءٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৪৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে পথ চলছিলাম। তাঁর গাঁয়ে ছিল একটি নাজনারী চাদর। চাদরটির উভয় পাশ ছিল বেশ পুরু। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র ঘাড়ের পার্শ্বদেশে সজোরে চাদর টানার কারণে চাদরের পাড়ের দাগ লেগে রয়েছে।

গ্রাম্য লোকটি বলল ঃ হে মুহাম্মদ ! তোমার নিকট আল্লাহর দেয়া যে মাল-সম্পদ রয়েছে, তার থেকে আমাকে কিছু দেয়ার ব্যবস্থা কর। তিনি লোকটির প্রতি তাকালেন। তাকিয়ে হেসে দিলেন। তারপর তাকে কিছু দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٤٦– وَعَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِم ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَيَقُوْلَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِى فَإِنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৬৪৬. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন (এখন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামদের কোন একজন সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তাঁকে (অর্থাৎ ঐ নবীকে) তাঁর কাওম আঘাত করেছিল (না'উযূবিল্লাহ)। আঘাত করে তাকে আহত করে দিয়েছিল। তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত ফেলছিলেন। আর দু'আ করছিলেন এই ভাবে ঃ হে আল্লাহ তুমি আমার কাওমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ এরা তো অবুঝ। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٤٧– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ الْغَضَبِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৬৪৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কুস্তিতে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে জয় লাভ করাতে বীরত্ব নেই। বরং ক্রোধ ও রাগের মুহূর্তে নিজকে সংবরণ করতে পারাই প্রকৃত বীরত্বের পরিচায়ক। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ احْتِمَالِ الْأَذَى

অনুচ্ছেদ ঃ দুঃখ-কষ্টে সহনশীল হওয়া।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (آل عمران : ١٣٤)

"তাদের বৈশিষ্ট হল, তারা রাগকে হযম করে এবং লোকদের সাথে ক্ষমার নীতি অবলম্বন করে থাকে। বস্তুত আল্লাহ্ ইহসানকারীদের ভালো বাসেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪)

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ (الشورى : ٤٣)

"আর যে ধৈর্যধারণ করে ও ক্ষমার নীতি অবলম্বন করে, তাদের জানা দরকার, এটা অনেক বড় সাহসের কাজ।" (সূরা শূরা ঃ ৪৩)

٦٤٧- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِىْ قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِى وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ إِلَىَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَىَّ ! فَقَالَ : لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৪৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (এসে) বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কিছু আত্মীয় স্বজন রয়েছে। যাদের সাথে আমি আত্মীয়তর বন্ধন রক্ষা করে চলি, আর তারা তা ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করি, তারা আমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে থাকে। আমি তাদের সাথ সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করে চলি, কিন্তু তারা আমার সাথে মূর্খতা সূলভ আচরণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যদি তুমি এরূপই হয়ে থাকে যেরূপ তুমি বললে, তবে যেন তাদের চোখে মুখে গরম বালি ছুড়ে মারছো। যতক্ষণ তুমি এ নীতির ওপর অবিচল থাকবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এক সাহায্যকারী (ফিরিশ্‌তা) তাদের মুকাবিলায় তোমাকে সাহায্য করে যেতে থাকবে। (মুসলিম)

بَابُ الْغَضَبِ إِذَا انْتَهَكَتْ حُرُمَاتِ الشَّرْعِ وَالاِنْتِصَارِ لِدِيْنِ اللّٰهِ تَعَالَى

অনুচ্ছেদ ঃ শরী'আতের বিধান লংঘনের বেলায় ক্রোধ প্রকাশ করা ও মহান আল্লাহর দীনের সাহায্য করা

وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ (الحج : ٣٠)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া শরী'আতের বিধানকে যথাযথ মর্যাদা দান করবে তার জন্য এটা তার রবের নিকট কল্যাণকর হবে।" (সূরা হজ্জ ঃ ৩০)

اِنْ تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ (محمد : ٧)

"তোমরা যদি আল্লাহর দীনকে সাহায্য কর। তাহলে আল্লাহও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদযুগলকে মজবুত ও অনড় করে দিবেন।" (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৭)

٦٤٩- وَعَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بِنِ عَمْرٍو الْبَدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّى لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا! فَمَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ غَضِبَ فِى مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ : يَأَيُّهَا النَّاسُ : إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوْجِزْ ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيْرَ وَالصَّغِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৪৯. হযরত আবু মাসউদ ওক্‌বা ইব্‌ন আমর বাদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ অমুকের দরুন ফজরের নামাযে বিলম্ব হয়ে যায়। কারণ সে আমাদের নিয়ে খুব দীর্ঘ নামায পড়ে থাকে। সেদিন তিনি অত্যন্ত রাগত সুরে নসিহত ও উপদেশ প্রদান করলেন যেরূপ ইতিপূর্বে আমি কখনো নবী সাল্লাল্লাহু আরঅইহি ওয়া সাল্লামকে করতে দেখিনি। তিনি বললেন ঃ হে লোকেরা! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে লোকদের মধ্যে ঘৃণা ও দুরুত্ব সৃষ্টিকারী। তোমাদের যেই লোকদের ইমামতি করে, সে যেন নামাযকে সংক্ষিপ্ত করে। কারণ তার পেছনে নামাযীদের মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধ, বালক, দুর্বল এবং হাজতমন্দ ব্যক্তিবর্গ। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٥٠- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِيْ بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلَ فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ : يَا عَائِشَةَ : أَشَدَ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৫০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক সফর থেকে ফিরে এলেন। এ সময় আমি আমার ঘরের আঙিনায় একটি পর্দা টাঙিয়েছিলাম,তাতে ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্দাটি দেখামাত্র ছিঁড়ে ফেললেন। এবং তাঁর চেহারা মুবারক বিগড়ে গেল। তিনি বললেন ঃ আয়েশা (শুনে রাখ) কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সব চাইতে কঠোর শাস্তি হবে ঐ সব লোকের যারা (ছবি তুলে বা বানিয়ে) আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٥١ - وَعَنْهَا أَنْ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِيْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا" مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالُوْا : مَنْ يَجْتَرِيَ عَلَيْهِ الاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتَشْفَعَ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ تَعَالَى ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكَ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمْ الضَّعِيْفَ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّا وَاَيْمُ اللّٰهِ ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتَ يَدَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৫১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশরা এক মাখ্‌যুমী মহিলা সম্পর্কে খুবই চিন্তাযুক্ত ছিল। সে চুরি করেছিল। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

যথারীতি তাঁর হাত কাটার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলেন।) তাঁরা পরস্পর বলাবলি করছিল ঃ তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রিয় ভাজন উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) ছাড়া আর কেউ বা তাঁর নিকট ব্যাপারে কথা উত্থাপনের হিম্মত করবে? অবশেষে উসামই এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত 'হদ্দ' (দন্ড) এর বিধান সম্পর্কে সুপারিশ করতে চাচ্ছ? এ কথা বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে এক ভাষণ দিলেন। তারপর বললেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এজন্যই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাদের নিয়ম ছিল ঃ তাদের মধ্যকার কোন অভিজাত লোক চুরি করত, তাকে ছেড়ে দিত। আর যদি কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত, তার ওপর শাস্তির বিধান কার্যকর করত। আল্লাহর কসম, মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কন্যা ফাতিমাও যদি চুরির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হত, তাহলে নিঃসন্দেহে আমি তাও হাত কেটে দিতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٥٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ ، فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُؤِيَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ ، وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ : أَوْ يَفْعَلُ هٰكَذَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৫২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ মসজিদে কিবলার দিকে দেখলেন শ্লেমা লেগে রয়েছে। বিষয়টি তাঁর নিকট খুবই খারাপ লাগল। এমন কি তাঁর মুবারক চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ লক্ষ্য করা গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি উঠে গেলেন এবং নিজ হাতে ঘঁষে তা ফেলে দিলেন। তারপর বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে তার পরওয়ারদিগারের সাথে একান্তে কথা বলে– মুনাজাত করে থাকে। তখন পরওয়ারদিগার তার ও কিব্লার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করেন। এমতাবস্থায় তোমাদের কেউ যেন কিব্লার দিকে থুথু না ফেলে। বরং বাম দিকে অথবা পায়ের নিচে যেন থুথু নিক্ষেপ করে।এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাদরের এক কোন ধরলেন ও তাতে থুথু নিক্ষেপ করলেন এবং তার একাংশ অপর অংশের ওপর মলে দিলেন। তারপর বললেন ঃ অথবা এরূপ করে নেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ أَمْرِ وُلاةِ الأَمْرِ بِالرِّفْقِ بِرِعَايَاهُمْ وَنَصِيْحَتِهِمْ وَالشَّفْقَةِ عَلَيْهِمْ وَالنَّهْيِ عَنْ غَشِّهِمْ التَّشْدِيْدِ عَلَيْهِمْ وَإِهْمَالِ مَصَالِحِهِمْ وَالْغَفْلَةِ عَنْهُمْ وَعَنْ حَوَائِجِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রজাদের প্রতি শাসক গভর্নরদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তাদের কল্যাণ কামনা,তাদের প্রতি ভালবাসা,তাদের ধোঁকা না দেওয়া, কঠোরতা প্রদর্শন না করা। তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে গাফিল না হওয়া।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (الشعراء : ٢١٥)

"মু'মিনদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসরণ করার নীতি অবলম্বন করে, (হে নবী), তুমি তাদের প্রতি স্নেহ সহানুভূতির হাত প্রসারিত করে দাও।" (সূরা শূ'আরা ঃ ২১৫)

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (النحل : ٩٠)

"বস্তুত আল্লাহর নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমাদের ন্যায়বিচার ও ইহ্সানের এবং আত্মীয় স্বজনের হক আদায়ের।আর তিনি নিষেধ করেছেন অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ এবং সীমালংঘন ও যুলুম করা থেকে। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণে ধন্য হও।" (সূরা নাহ্ল ঃ ৯০)

٦٥٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : اَلْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِيْ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৫৩. হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষণাবেক্ষণকারী (বা দায়িত্বশীল)। তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের রক্ষাণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পুরুষ তার পরিবার ও সংসারের জন্য দায়িত্বশীল। তাকে তার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ ও দায়িত্বপালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রীলোক তার স্বামীর ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারিনী। তাকে সে সম্পর্কে জওয়াবদিহী করতে হবে। খাদেম তার মনীবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী । তাকে তার সে দায়িত্ব পালন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٥٤– وَعَنْ أَبِيْ يَعْلَى مَعْقِل بنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرعِيْهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً ، يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ ، إِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَلَمْ يَحُطْهَا بِنُصْحِهِ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ -

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : مَا مِنْ أَمِيْرٍ يَلِي أُمُوْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ، ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ أَلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُم الْجَنَّةَ -

৬৫৪. হযরত হযরত আবু ইয়া'লা মা'কাল ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ মহান আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে প্রজা সাধারণের তত্ত্বাবধায়ক বানাবার পর সে যদি তাদের সাথে খিয়ানত করে এবং যে দিন তার মৃত্যু অবধারিত, সেদিন মৃত্যুবরণ কর; নিশ্চিতভাব আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে সেই ব্যক্তি যদি তার প্রজাদের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনে আত্মনিয়োগ না করে, তাহলে সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে ঃ যে শাসক মুসলমানদের যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়; তারপর তাদের উপকারের জন্য কোনরূপ চেষ্টা যত্ন করে না এবং তাদের কল্যাণ সাধননে এগিয়ে আসে না, সে ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে কোন মতেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

٦٥٥– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلَ فِيْ بَيْتِيْ هٰذَا : اَللّٰهُمَّ ، مَنْ أَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئً : فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرا أُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَ بِهِمْ ، فَارْفُقْ بِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৫৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি আমার এ ঘরে বসেই নিম্মোক্ত দু'আ করছিলেন ঃ হে আল্লাহ! যাকে আমার উম্মাতের কোন কাজের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়, অতপর সে তাদের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করে তবে তুমিও তার প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করো। পক্ষান্তরে কাউকে আমার উম্মাতের কোন কাজের তত্ত্বাবধায়ক বানাবার পর সে যদি তাদের প্রতি নরম ও কোমল আচরণ করে তাহলে তুমিও তার প্রতি কোমল আচরণ করো। (মুসলিম)

٦٥٦– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ بَنُوْا إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ

نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَيَكُوْنَ بَعْدِيْ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَاتَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : أَوْفُوْا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، ثُمَّ أَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ ، وَاسْأَلُوْا اللّٰهَ الَّذِيْ لَكُمْ ، فَإِنَّ اللّٰهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৫৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বনী ইসরাঈলের রাজনীতি তাদের নবীরা কায়েম রাখতেন। এক নবীর ওফাতের পরবর্তী নবী তাঁর স্থান পূরণ করতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী নেই। অচিরেই আমার পরের বেশ কিছু সংখ্যক খলিফা হবেন। সাহাবা কেরাম (রা) বললেন ঃ তখনকার জন্য আমাদের প্রতি আপনার কি নির্দেশ? তিনি বললেন ঃ যথাক্রমে একবচনের পর আরেক জনের বাইয়াত পূর্ণ করবে। তাদের প্রাপ্য হক্ আদায় করবে। আল্লাহ্র নিকট ঐ জিনিসের প্রার্থনা করবে যা তোমাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কারণ আল্লাহ তাদের ওপর অধীনস্থদের তত্ত্বাবধানের যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন, সে সম্পর্কে তিনি নিজেই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٥٧- وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ لَهُ : أَيْ بُنَيَّ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ " إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৫৭. হযরত আয়েয ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন যিয়াদের নিকট গেলেন। গিয়ে বললেন ঃ বৎস! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ নিকৃষ্টতম শাসক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে তার প্রজাদের ওপর কঠোর ও অত্যাচারমূলক নীতি অবলম্বন করে। কাজেই তোমরা সতর্ক থাকবে যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পড়। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٥٨- وَعَنْ أَبِيْ مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ وَلَّاهُ اللّٰهُ شَيْئًا مِنْ أُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ ، فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَ خَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ ، احْتَجَبَ اللّٰهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَعَلَ مُعَاوِيَةَ رَجُلاً عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৬৫৮. হযরত আবু মরইয়াম আয্দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আমীর মু'আবিয়া (রা)-কে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যাকে আল্লাহ মুসলমানদের কোন কাজের শাসক ও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন আর সে তাদের প্রয়োজন,

চাহিদা ও দরিদ্রাবস্থা দূর করার প্রতি এতুটুকুন ভ্রুক্ষেপ না করে, আল্লাহ্ ও কিয়ামাতের দিন তার প্রয়োজন, চাহিদা ও দরিদ্র পূরণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। এ কথা শুনে আমীর মু'আবিয়া (রা) জনগণের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার ও তা পরিপূরণ করার জন্য একজনকে নিয়োগ করেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ الْوَالِيُ الْعَادَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ন্যায়নিষ্ঠ শাসক।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النحل : ٩٠)

"আল্লাহর নির্দেশ দিচ্ছেন তোমাদের ন্যায়বিচার ও ইহসানের।" (সূরা নাহল : ৯০)

وَأَقْسِطُوْا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (الحجرات : ٩)

"তোমরা ইনসাফ করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।" (সূরা হুজুরাত ঃ ৯)

٦٥٩- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالَى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ : إِنِّيْ أَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৫৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাত শ্রেণীর লোকদের আল্লাহ সেই কঠিন দিন তাঁর রহমতের আশ্রয় দান করবেন যে দিন তাঁর ছাড়া আর কোন ছায়াই থাকবে না। তারা হচ্ছেন ঃ ১. ন্যায়বিচারক বাদশাহ। ২. ঐ যুবক যে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মাঝে বর্ধিত হয়েছে। ৩. ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সংযোগ থাকে। ৪. ঐ দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহরই জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে। আল্লাহরই জন্য মিলিত হয় এবং আল্লাহরই জন্য পরস্পর বিছিন্ন হয়। ৫. ঐ লোক যাকে অভিজাত বংশীয় কোন সুন্দরী রমণী (কুকাজে) আহ্বান করে। জওয়াবে সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৬. ঐ লোক যে গোপনে দান করে, এমনকি তার জান হাত কি দান করে বাম হাত তা জানে না। এবং ৭. ঐ লোক যে একাকী নিভৃতে আল্লাহকে স্মরণ করে করে দু'চোখে অশ্রু ঝরায়। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٦٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ : الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই যারা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করে আল্লাহর নিকট তাঁরা নূরের মিম্বরে আসন গ্রহণ করবে। এরা হচ্ছে এমন সব লোক যারা তাদের বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে পরিবার পরিজনের ব্যাপারে এবং যেসব দায়দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয় সে সব বিষয়ে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার করে। (মুসলিম)

٦٦١- وَعَنْ عَوْفِ بنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ ، وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ ، وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ ! قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ؟ قَالَ : لاَ مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ، لاَ مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৬১. হযরত আউফ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে ভাল শাসক ও কর্ণধার হচ্ছে তারা, যাদের তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদের ভালবাসে। তোমরা তাদের জন্য দু'আ কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দু'আ করে। অপরদিকে তোমাদের মধ্যে মন্দ ও নিকৃষ্ট শাসক হচ্ছে তারা যাদের তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা করে, তোমরা তাদের প্রতি অভিসম্পাত কর এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিসম্পাদ করে। রাবী বলেন ঃ আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা কি তাদের থেকে বিছিন্ন হয়ে থাকব না। তিনি বললেন ঃ না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েমে রত থাকে। (মুসলিম)

٦٦٢- وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ : ذُوْ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ ، وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِىْ قُرْبَى وَمُسْلِمٍ ، وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْ عِيَالٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৬২. হযরত ইয়াদ ইব্‌ন হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জান্নাতের অধিকারী হবে ৩ শ্রেণীর লোক। ১.

ন্যায়বিচারক শাসক, যাকে তাওফিক দান করা হয়েছে (দান খয়রাত করার ও জনগণের কল্যাণ সাধান করার) ২. দয়ার্দ্র হৃদয় ও রহম দিল ব্যক্তি যার অন্তর প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অতিশয় কোমল ও নরম এবং ৩. যে ব্যক্তি শরীর ও মনের দিক থেকে পূতপবিত্র, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ও সন্তান বিশিষ্ট-তথা সংসারী। (মুসলিম)

بَابُ وُجُوْبِ طَاعَةِ وُلاَةِ الْأُمُوْرِ فِيْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيْمِ طَاعَتِهِمْ فِى الْمَعْصِيَةِ۔

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী নাহলে শাসকের আনুগত্য কথা ওয়াজিব এবং আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানীর ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء : ٥٩)

"হে ঈমানদাররা, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রাসূলের আর তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল তাদের।" (সূরা নিসা ঃ ৫৯)

٦٦٣- وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৬৬৩. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর (শাসকের ও নেতার কথা) শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য চাই তা তার পসন্দ হোক বা অপসন্দ হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর নাফরমানী আদেশ দেয়া হয়। আল্লাহর নাফরমানীর আদেশ দেয়া হলে তা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা যাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٦٤- وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا : فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৬৬৪. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার ওপর বাইয়াত করতাম, তখন তিনি আমাদের বলে দিতেন ঃ ঐ সব বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য ফরয, যেগুলো তোমরা করতে সক্ষম। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٦٥- وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ حُجَّةَ لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ : وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوْتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً -

৬৬৫. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনিছে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে তার হাত টেনে নেবে, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে এরূপ অবস্থায় মিলিত হবে যে তার পক্ষে কোন দলিল থাকবে না। যে লোক এরূপ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে তার গলায় কোন বাইয়াতের রজ্জু নেই তাহলে তার মৃত্যু হতে জাহিলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

মুসলিম আরেকটি বর্ণনা করেছেন। তার অপর এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।

٦٦٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَإِنَّ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৬৬৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর– যদিও তোমাদের ওপর কোন হাবশী গোলামকেও শাসক নিয়োগ করা হয় এবং তার মাথা দেখতে আংগুরের মত (ছোট)-ই হোক না কেন। (বুখারী)

٦٦٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةُ، فِيْ عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৬৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সুদিনে ও দুর্দিনে, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে তথা তোমরা অধিকার নস্যাৎ হওয়ার ক্ষেত্রেও শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা তোমার পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য। (মুসলিম)

٦٦٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً ، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا يَنْتَضِلَ ،

وَمِنْهَا مَنْ هُوَ فِىْ جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِىَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِىٌّ قَبْلِىْ إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِىْ أَوَّلِهَا ، وَسَيُصِيْبُ آخِرَهَا بَلاَءٌ وَأُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا ، وَتَجِىءُ فِتَنٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَتَجِىَ الْفِتْنَةُ فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ : هذِهِ مُهْلِكَتِىْ ثُمَّ تَنْكَشِفُ ، وَتَجِىءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنَ : هَذِهِ هَذِهِ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِىْ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ -

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرَ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوْا عُنُقَ الآخَرِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। আমরা এক জায়গায় অবতরণ করলাম। আমাদের কেউ তাদের তাঁবু ঠিকঠাক করছিলাম। আর কেউ বা তীর দ্বারা লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হল। এছাড়া আমাদের কেউ কেউ তাদের চতুষ্পদ প্রাণীদের নিয়ে সেগুলোর দেখাশুনায় ব্যস্ত হয়ে গেল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আহ্বানকারী (লোকদের) ডেকে বললেন ঃ নামায প্রস্তুত। আহবান শুনে আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে সমবেত হলাম। তারপর তিনি বললেন ঃ আমার পূর্বে যে কোন নবীই অতিক্রান্ত হয়েছেন তাঁর ওপর ইল্‌ম অনুযায়ী নিজের উম্মাতকে কল্যাণের পথ প্রর্দশন করা এবং যা তাঁর দৃষ্টিতে মন্দ বা অন্যায় তা থেকে মন্দ বা অন্যায় তা থেকে ভয় দেখানো ছিল অপরিহার্য। আর তোমাদের এ উম্মতের অবস্থা হচ্ছে এই যে, এ উম্মাতের প্রথম দিকে রয়েছে শান্তি ও সুস্থিরতা আর শেষ দিকে রয়েছে বিপদ আপতের ঘনঘটা। তখন তোমরা এমন সব বিষয় ও ঘটনাবলী সম্মুখীন হবে যা তোমাদের অপসন্দনীয়। এমন সব ফিতনার উদ্ভব হবে যার একাংশ অপর অংশকে করবে দুর্বল। একেকটি ফিত্না ও মুসিবত আসবে আর মু'মিন বলবে ঃ এটাই বুঝি আমাকে ধ্বংস করে ছাড়বে। তারপর সে বিপদ কেটে যাবে। পুনরায় বিপদ-মুসিবত আসবে। তখন মু'মিন বলবে ঃ এটাই হয়তো আমার ধ্বংসের কারণ হবে। এহেন কঠিন মূহুর্তে যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক তার জন্য অপরিহার্য হল আল্লাহ

ও পরকালের ওপর ঈমানদান হিসেবে মৃত্যুবরণ করা। আর যেরূপ ব্যবহার সে পেতে আগ্রহী সেরূপ ব্যবহারই যেন লোকদের সাথে করে। আর কেউ যদি ইমামের নিকট বাইয়াত করে, তার হাতে হাত রাখে এবং তার নিকট অন্তরের অর্ঘ নিবেদন করে তাহলে যেন সে সাধ্য পরিমাণ তা আনুগত্য করে। যদি অপর কোন লোক ঈমানের মুকাবিলায় আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে যেন তার ঘাড় মটকে দেয়। (মুসলিম)

٦٦٩- وَعَنْ أَبِيْ هُنَيْدَةَ وَائِلَ بنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلَ سَلَمَةَ ابنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُوْنَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৬৯. হযরত আবু হুনাইদাহ ওয়াইল ইব্‌ন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালামা ইব্‌ন ইয়াযিদ জু'ফী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ হে আল্লাহর নবী! আমাদের ওপর যখন এরূপ শাসক ক্ষমতায় আসীন হবে যারা তাদের দাবী ও অধিকার আমাদের নিকট থেকে পুরোপুরি আদায় করে নিতে চাইবে, তবে আমাদের দাবী ও প্রাপ্য আদায় করবে না, তখন আমরা কি করবো? এবং আমাদের জন্য আপনার নির্দেশ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। সালামা (রা) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "তোমরা শ্রবণ করবে ও আনুগত্য করে যাবে। কারণ তাদের (পাপের) বোঝা তাদের উপর। তোমাদের বোঝা তোমাদের উপর।" (মুসলিম)

٦٧٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُوْنَ بَعْدِيْ أَثَرَةٌ وَأُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا ! قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ : تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِيْ عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُوْنَ اللّٰهَ الَّذِيْ لَكُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৭০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পর তোমরা অধিকার হরণ ও বহু অপসন্দনীয় জিনিসের সম্মুখীন হবে। সাহাবা কিরাম (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য আপনার নির্দেশ কি? তিনি বললেন ঃ এরূপ অবস্থায় তোমরা তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথারীতি সম্পাদন করবে। আর তোমাদের অধিকার পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٨١– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৭১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার অনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর আমার অবাধ্যতা করল সে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। অনরূপ যে আমীরের আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে আমীরের অবাধ্যতা করল সে আমারই অবাধ্যতা করল। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٧٢– وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৭২. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের কেউ যদি তার আমীর-এর মধ্যে কোনরূপ অপ্রীতিকর বিষয় লক্ষ্য করে, তাহলে যেন ধৈর্যধারণ করে। কারণ, যে রাষ্ট্রশক্তি থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।" (বুখারী ও মুসলিম)

٦٧٣– وَعَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ أَهَانَ السُّلْطَانَ أَهَانَهُ اللّٰهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৬৭৩. হযরত আবু বাকারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে রাষ্ট্রের প্রধানকে লাঞ্ছিত করবে, আল্লাহও তাকে লাঞ্ছিত করবেন। (তিরমিযী)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ سُؤَالِ الْإِمَارَةِ وَاخْتِيَارِ تَرْكِ الْوِلَايَاتِ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ أَوْ تَدْعُ حَاجَةٌ إِلَيْهِ -

অনুচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক হওয়ার জন্য প্রার্থী না হওয়া।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (القصص : ٨٣)

"এটা হচ্ছে পরকালীন জগত। এটাকে আমরা এমন সব লোকদের জন্য সুনির্দিষ্ট করছি যারা যমীনের বুকে ভণ্ড ও উদ্ধত হতে এবং বিশৃঙ্খলাসৃষ্টি করতে চায় না। আর পরকালীন সাফল্য মুত্তাকী ও আল্লাহ্ ভীরু লোকাদের জন্যই নির্ধারিত।" (সূরা কাসাস ঃ ৮৩)

٦٧٤- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ : لاَ تَسأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِن أُعْطِيْتَهَا عَن مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرعَن يَمِيْنِكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৭৪. হযরত আবু সাঈদ আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ হে আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরাহ! নেতৃত্ব ও ক্ষমতার প্রার্থী হয়ো না। কারণ প্রার্থী না হয়ে নেতৃত্ব প্রদত্ত হলে তুমি এ ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করবে। পক্ষান্তরে প্রার্থী হয়ে নেতৃত্ব কর্তৃত্ব লাভ করলে তোমার ওপরই যাবতীয় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে। যখন তুমি কোন বিষয় শপথ করবে কিন্তু অন্য কোন জিনিসকে তার চাইতে ভাল ও কল্যাণকর মনে করবে তখন যেটা ভাল সেটাই করবে। আর শপথের কাফ্ফারা আদায় করে দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٧٥- وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّيْ أَرَاكَ ضَعِيْفًا وَإِنِّيْ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِيْ لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৭৫. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে আবু যার! আমি তোমাকে দুর্বল ও কমজোর দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমার জন্য তা-ই পসন্দ করছি, যা আমার নিজের জন্য পসন্দ করি। তুমি শাসন কর্তৃত্বের ভার বহন করতে সক্ষম হবে না। তুমি দু'জনের নেতা হয়ো না। আর তুমি ইয়াতীমের সম্পদের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বও গ্রহণ করো না। (মুসলিম)

٦٧٦- وَعَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِيْ؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِيْ ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيْفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِيْ عَلَيْهِ فِيْهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৭৬. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইহা রাসুলাল্লাহ! আপনি আমাকে আমিল (সরকারী কর্মকর্তা) নিযুক্ত করবেন না? তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন ঃ হে আবু যার! তুমি দুর্বল মানুষ। আর এটা হচ্ছে এক (বিরাট) আমানত। আর এ নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কারণ হবে। অবশ্য যে হক সহকারে এটাকে গ্রহণ করে এবং এ দায়িত্ব গ্রহণের ফলে তার উপর অর্পিত দায়দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তার কথা আলাদা। (মুসলিম)

٦٧٧- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৬৭৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "অচিরেই তোমরা ইমারত ও হুকুমতের অভিলাষী হবে। (মনে রেখ) কিয়ামতের দিন এটা তামাদের জন্য লজ্জা ও দুঃখ-বেদনার কারণ হবে।" (বুখারী)

بَابُ حَثِّ السُّلْطَانِ وَالْقَاضِى وَغَيْرِهَا مِنْ وُلَاةِ الْأُمُوْرِ عَلَى اتِّخَاذِ وَزِيْرٍ صَالِحٍ وَتَحْذِيْرِهِمْ مِنْ قُرَنَاءِ السُّوْءِ وَالْقُبُوْلِ مِنْهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ শাসক ও বিচারকদের ভাল সভাসদ ও কর্মকর্তা নিয়োগের উৎসাহ দান এবং অসৎদের দমন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَلْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِيْنَ (الزخرف : ٦٧)

"সেদিন সকল (পার্থিব) বন্ধু-বান্ধব পরস্পর পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হবে, একমাত্র আল্লাহভীরু লোকদের ব্যতীত।" (সূরা যুখরুফ ঃ ৬৭)

٦٧٨- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِىٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيْفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَ اللّٰهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِىَ -

৬৭৮. হযরত আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যে কোন নবীকেই পাঠান আর যে কোন খলীফাকেই নিযুক্ত করেন, তার দুজন বন্ধু হয়ে থাকে, একজন তাকে ভালোর নির্দেশ দেয় এবং ভালোর প্রতি উদ্বুদ্ব ও উৎসাহিত করে। পক্ষান্তরে আরেকজন তাকে মন্দের নির্দেশ দেয় এবং তার প্রতি তাকে উৎসাহিত করে থাকে। গুনাহ থেকে নিরাপদ সে-ই থাকতে পারে, যাকে স্বয়ং আল্লাহ হিফাযত করেন। (বুখারী)

٦٧٩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِالْأَمِيْرِ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صَدَقٍ إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذٰلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ سُوْءٍ إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ ،وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৬৭৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ যখন কোন আমীর বা বাদশাহ থেকে ভালো ও কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্য কোন সত্যের মন্ত্রণাদানকারী নিযুক্ত করে দেন। আমীর কোন বিষয় ভুলে গেলে সে তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর যদি আমীরের মনে থাকে, তাহলে সে তাকে সহায়তা করে। আল্লাহ যদি আমীরের দ্বারা ভালো ছাড়া অন্য কিছুর ইচ্ছা করেন, তাহলে তার জন্য একজন খারাপ মন্ত্রণাদানকারী নিযুক্ত করে দেন। আমীর কোন বিষয়ে ভুলে গেলে সে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় না। আর যদি স্মরণ থাকে সেক্ষেত্রেও কোনরূপ সাহায্য করো না। (আবু দাঊদ)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَوْلِيَةِ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْوِلَايَاتِ لِمَنْ سَأَلَهَا أَوْ حَرِصَ عَلَيْهَا فَعَرَّضَ بِهَا -

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোন প্রশাসক, বিচারক কিংবা অন্য কোন পদের প্রার্থী হয় তাকে পদ দেয়ার নিষেধাজ্ঞা।

٦٨٠- عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ : إِنَّا وَاللّٰهِ لَا نُوَلِّي هٰذَا الْعَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ ، أَوْ أَحَدًا حَرِصَ عَلَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৮০. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচার দুই ছেলেসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট হাযির হলাম। তাদের একজন বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে সম্মানিত মহান আল্লাহ যে হুকুমত দান করেছেন, তার কিছু অংশের উপর আমাকে শাসতকর্তা নিযুক্ত করুন অপরজনও অনেকটা এরূপই আবেদন রাখল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ কসম, আমরা এমন লোক লোকের উপর এ কাজের দায়িত্ব অর্পন করব না যে এর জন্য প্রার্থী হয় অথবা অন্তরে এর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

كِتَابُ الْأَدَبِ

অধ্যায় ঃ শিষ্টাচার

بَابُ الْحَيَاءِ وَفَضْلِهِ وَالْحِثُّ عَلَى التَّخَلُّقِ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জাশীলতা ও তার মহাত্ম এবং চরিত্র গঠনের উৎসাহ প্রদান।

٦٨١- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৮১. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন এক আনসারীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আনসারটি তখন তার ভাইকে লজ্জাশীলতার জন্য উপদেশ দিচ্ছিল (অর্থাৎ এত বেশী লজ্জা করতে নেই)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ছাড় তাকে। (এবং তাকে এরূপ উপদেশ দিয়ো না)। কারণ লজ্জাশীলতা ঈমানের অংগ বিশেষ। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٨٢- وَعَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِيْ إِلَّا بِخَيْرٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ أَوْ قَالَ : اَلْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ -

৬৮২. হযরত ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ লজ্জীশীলতার ফল সর্বদাই ভাল হয়ে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় এরূপ রয়েছে ঃ লজ্জা শরমের পুরোটাই মঙ্গলজনক। অথবা এরূপ বলেছেন ঃ "সম্পূর্ণ লজ্জাশীলতাটাই মঙ্গলজনক।"

٦٨٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ان رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْأَيْمَانَ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৮৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানের ৭০ এর ও ওপর অথবা ৬০ এর ওপর শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তমটি হল ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লা' (আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই)-এর স্বীকৃতি দেয়া এবং সর্বনিম্নটি হল, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া। আর লজ্জাশীলতাও ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٨٤- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِىْ خِدْرِهَا فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِى وَجْهِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৮৪. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র পর্দানশীল কুমারী মেয়েদের চাইতেও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। কোন বিষয় তাঁর দৃষ্টিতে অপসন্দনীয় হলে, তাঁর চেহারা দেখেই আমরা (তাঁর অসন্তুষ্টি) আঁচ করে নিতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ حِفْظِ السِّرِّ

অনুচ্ছেদ ঃ গোপন বিষয় রক্ষা করা অর্থাৎ প্রকাশ না করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُوْلاً (الاسراء : ٣٤)

"তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর। নিঃসন্দেহে প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৪)

٦٨٥- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِىْ إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৮৫. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মর্যাদার দিক থেকে নিকৃষ্টতম হবে ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে শয্যা গ্রহণ করে এবং তার স্ত্রীও তার সাথে শয্যা গ্রহণ করে। তারপর পরস্পরের মিলন ও সহবাসের গোপন কথা লোকদের নিকট প্রকাশ করে দেয়। (মুসলিম)

٦٨٦- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ تَأَيَّمَتْ بِنْتُهُ حَفْصَةُ قَالَ : لَقِيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ؟ قَالَ :

سَأَنْظُرُ فِيْ أَمْرِيْ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ .ثُمَّ لَقِيَنِيْ ، فَقَالَ قَدْ بَدَا لِيْ أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ يَوْمِيْ هَذَا فَلَقِيْتَ اَنَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ رَضِيَ اَللّٰهُ عَنْهُ ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى شَيْئًا ! فَكُنْتَ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّيْ عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتَ لَيَالِيْ ثُمَّ خَطَبَهَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَى حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَى حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا ؟ فَقُلْتُ :نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِيْ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيْمَا عَرَضْتَ عَلَى إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لأَفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَقَبِلْتُهَا ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـ

৬৮৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) কন্যা হাফসা (রা) যখন বিধবা হয়ে গেলেন, তখন তিনি (উমর) বলেন ঃ আমি উসমান ইবন আফ্‌ফানের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তার সাথে হাফ্‌সার বিষয়ে আলাপ আলোচনা করলাম এবং বললাম ঃ যদি আপনি আগ্রহ করেন তাহলে হাফ্‌সা বিনতে উমরের সাথে আপনাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দেই। হযরত উসমান (রা) বললেন ঃ আচ্ছা, আমি এ ব্যাপারে ভেবে দেখছি। হযরত উমর (রা) বলেন, আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম, তারপর উসমানের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, আমি উপলব্ধি করলাম, আজকাল আমার বিয়ে করা হচ্ছে না। হযরত উমর (রা) বলেন, আমি আবু বকর (রা) সাথ সাক্ষাৎ করলাম। তাকে বললাম, আপনি যাদি আগ্রহ করেন তাহলে হাফসা বিনতে উমরের সাথে আপনাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দেই। আবু বকর (রা) নীরব রইলেন। আমাকে কোন রূপ জবাব দিলেন না। উসমানের জওয়াবের চাইতে আবু বকরের এ আচরণে আমি বেশি আহত বোধ করলাম। কয়েকদিন যাবৎ অপেক্ষা করলাম। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাফসাকে বিয়ে করার পয়গাম পাঠালেন। আমি তাঁর সাথেই হাফসার বিয়ে সম্পন্ন করলাম। এরপর হযরত আবু বকর (রা) আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বললেন ঃ সম্ভবত সেদিন আমার তরফ থেকে আপনি ব্যথা পেয়েছেন, যেদিন আপনি হাফসাকে বিয়ে করার জন্য আমার কাছে প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, আমি তার কোন জবাব দেইনি। আমি বললাম ঃ হাঁ, হযরত আবু বকর (রা) বললেন, আপনি হাফসাকে আমার জন্য পেশ করার পর তার জবাব দেয়ার পথে একমাত্র প্রতিবন্ধক এটাই ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং তা আমার জানা ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ গোপন বিষয়টি প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না। অবশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাঁকে গ্রহণ না করতেন, তাহলে অবশ্যই আমি তাঁকে গ্রহণ করতাম। (বুখারী)

٦٨٧– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنَّ أَزْوَاجَ النَّبِىِّ ﷺ عِنْدَهُ فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَمْشِىْ مَا تَخْطِئُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا وَقَالَ : مَرْحَبًا بِابْنَتِىْ ثُمَّ حَسَّهَا عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ، ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيْدًا ، فَلَمَّا رَاءَ جَزْعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَّةَ فَضَحِكَتْ ، فَقُلْتُ لَهَا خَصَّكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ ، ثُمَّ أَنْتَ تَبْكِيْنَ! فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَأَلْتُهَا مَا قَالَ لَكَ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ : مَا كُنْتُ لأُفْشِىَ عَلَيْكَ بِمَا لِىْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ ، لَمَا حَدَّثْتَنِىْ مَا قَالَ لَكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ : أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ أَمَّا حِيْنَ سَارَّنِىْ فِى الْمَرَّةِ الأُوْلَى فَأَخْبَرَنِىْ أَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، وَأَنَّهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنِّى لاَ أَرَى الأَجَلَ إِلاَّ قَدْ اقْتَرَبَ ، فَاتَّقِىْ اللّٰهَ وَاصْبِرِىْ فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكَ ، فَبَكَيْتُ بُكَائِىْ الَّذِىْ رَأَيْتِ فَلَمَّا رَأَى جَزَعِىْ سَارَّنِىْ الثَّانِيَةَ ، فَقَالَ : يَا فَاطِمَةُ أَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ تَكُوْنِىْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ ؟ فَضَحِكْتُ ضَحِكِى الَّذِىْ رَأَيْتُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ -

৬৮৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সকল স্ত্রী তাঁর নিকটেই ছিলেন। এমন সময় ফাতিমা (রা) হাঁটতে হাঁটতে সেখানে সেখানে এসে উপস্থিত। বলা বাহুল্য ফাতিমার চলার ভঙ্গি আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চলার ভংগীতে কোন রূপ পার্থক্য ছিল না। ফাতিমাকে দেখে তিনি (তাঁর বসার জন্য) জায়গা প্রশস্ত করে দিলেন এবং বললেন ঃ মারহাবা-খোশ আমদেদ, হে স্নেহের কন্যা। এই বলে তাকে তাঁর ডানে বা বামে বসালেন। তারপর চুপিচুপি তাকে কিছু একটা বললেন। এত ফাতিমা (রা) ভীষণভাবে কাঁদলেন। তার পেরেশানী লক্ষ্য করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার চুপিচুপি তাঁকে কি যেন বললেন। এবার হযরত ফাতিমা (রা) হেসে উঠলেন। যাই হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিস থেকে উঠে গেলে আমি ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার নিকট কি বলেছিলেন? হযরত ফাতিমা বললেন ঃ দেখুন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোপন কথা প্রকাশ করতে পারি না। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম-এর ওফাত হয়ে গেল। তখন আমি ফাতিমাকে বললাম ঃ তোমার ওপর আমার যে হক রয়েছে আমি সে হকের শপথ দিয়ে বলছিঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে কি বলেছিলেন, তা আমার কাছে বর্ণনা কর। হযরত ফাতিমা (রা) বললেন ঃ হ্যাঁঃএখন তাহলে বলছি। প্রথমবারে তিনি আমার কাছে চুপিচুপি যা বলেছিলেন, তা ছিল এই ঃ তিনি বললেন ঃ জিব্‌রাঈল (আ) প্রত্যেক বছর আমার কাছে কুরআন শরীফ একবার বা দু'বার (আদ্যোপান্ত) পেশ করে থাকেন। কিন্তু এবার তিনি দু'বার পেশ করেছেন। তাই আমার মনে হচ্ছে আমার আয়ূ ফুরিয়ে এসেছে মৃত্যু আমার নিকটবর্তী। কাজেই (আমার অন্তিম উপদেশ হলো) আল্লাহকে ভয় করে চলবে। সবর ইখ্‌তিয়ার করবে। আমি তোমাদের জন্য উত্তম পূর্বসূরী। একথা শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম যা আপনি দেখতে পেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পেরেশানী লক্ষ্য করে দ্বিতীয়বারে আমার কাছে চুপিচুপি বলেছিলেন ঃ হে ফাতিমা! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে তুমিই হবে সকল মু'মিন নারীদের সরদার, বা এ উম্মাতের নারীকূলের সর্দার? একথা শুনে আমি হাসতে লাগলাম, যা আপনি দেখতে পেয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٨٨- وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَبَعَثَنِيْ فِيْ حَاجَةٍ ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّيْ فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ : مَا حَبَسَكَ؟ فَقُلْتُ : بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحَاجَةٍ، قَالَتْ : مَا حَاجَتُهُ؟ قُلْتُ : إِنَّهَا سِرٌّ قَالَتْ : لاَ تُخْبِرَنَّ بِسِرِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَحَدًا قَالَ أَنَسٌ : وَاللّٰهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ بِهِ يَا ثَابِتُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مُخْتَصِرًا -

৬৮৮. হযরত সাবিত (রা) কর্তৃক আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলেন। আমি তখন ছেলেদের সাথে খেলছিলাম। তিনি এসে আমাদের সালাম দিলেন এবং আমাকে তাঁর এক প্রয়োজনে পাঠালেন (এর ফলে) আমার মায়ের নিকট ফিরে যেতে আমার দেরী হলো। আমি আমার মায়ের নিকট এলে তিনি বললেন ঃ তোমাকে কিসে আটকে রেখেছিল? আমি বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তাঁর এক কাজে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন ঃ তাঁর কি কাজ ছিল? আমি বললাম ঃ সেটা ছিল একটি গোপন বিষয় (যা আমি প্রকাশ করতে পারি না)। আমার মা বললেন ঃ তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোপন বিষয় সম্পর্কে কাউকে যেন অবহিত না করো। হযরত আনাস (রা) বলেন, হে সাবিত, আল্লাহর কসম, আমি যদি উক্ত বিষয় সম্পর্কে কাউকে বলতাম, তাহলে তোমাকে অবশ্যই বলতাম।

মুসলিম এ হাদীসটি বর্ননা করেছেন। বুখারী এর কিছু অংশ সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَاِنْجَازِ الْوَعْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালন করা এবং ওয়াদা রক্ষা করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُوْلاً (الاسراء : ٣٤)

"তোমরা ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিপূর্ণ কর। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুত সম্পর্কে (তোমাদের) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে"। (সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৩৪)

وَأَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ (النحل : ٩١)

"তোমরা আল্লাহর নামে যখন ওয়াদা কর তা পূর্ণ কর"। (সূরা নাহল ঃ ৯১)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ (المائدة : ١)

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের সন্ধি চুক্তি পালন কর"। (সূরা মায়িদা ঃ ১)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ (الصف : ٢-٣)

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা কেন এরূপ কথা বল, যা কার্যে পরিণত কর না? জেনে রাখ, এটা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত জঘণ্য ও ঘৃণিত কাজ যে, তোমরা বলবে এমন কথা যা করবে না"। (সূরা সাফফ ঃ ২-৩)

٦٨٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - زَادَ فِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ -

৬৮৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। ২. যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং ৩. তার নিকট যখন আমানত রাখা হয় সে তার খিয়ানত করে"। বুখারী ও মুসলিম এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। মুসলিমের এক বর্ণনায় এটুকু বেশি রয়েছে, "যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং মনে করে যে, সে মুসলিম"।

٦٩٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৯০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার মধ্যে চারটি দোষ পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক। যার মাঝে চারটির কোন একটি পাওয়া যাবে বুঝাতে হবে তার মধ্যে নিফাকের অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে– যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বর্জন করে। সে গুলো হল এই ঃ ১. তার নিকট আমানত রাখা হলে সে তার খিয়ানত করে। ২. কথা বললে, মিথ্যা বলে। ৩. ওয়াদা করলে তা ভংগ করে। এবং ৪. ঝগড়ার লিপ্ত হলে গালি গালাজ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٩١– وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَلَمْ يَجِيْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَنَادَى : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا ، فَأَتَيْتُهُ وَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِيْ كَذَا وَكَذَا ، فَحَثَى لِيْ حَثْيَةً ، فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ ، فَقَالَ لِيْ : خُذْ مِثْلَيْهَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৬৯১. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ বাহরাইন থেকে মাল-সম্পদ এসে গেলে তোমাকে এ পরিমাণ এ পরিমাণ এ পরিমাণ দিব। বলাবাহুল্য বাহরাইন থেকে মাল আসার আগেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তিকাল হয়ে যায় (এবং আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা নিযুক্ত হন।) ইতিমধ্যে বাহরাইন থেকে মাল এসে গেল। হযরত আবু বকর (রা) আহবানকারীকে নির্দেশ দিলেন। আহবানকারী ডেকে বললেন ঃ যার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন ওয়াদা রয়েছে অথবা তার নিকট কোন করয পাওনা রয়েছে সে যেন আমাদের নিকট এসে যায়। এ কথা শুনে আমি এলাম এবং আবু বকর (রা)-এর নিকট বললাম ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এরূপ এরূপ বলেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা) আমাকে ভয়ে ভয়ে মেপে দিলেন। (পাছে প্রতিশ্রুতি পরিমাণের চাইতে কম হয়ে না যায়) আমি গুনে দেখলাম, পাঁচশ দিরহাম। হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ আরো এর দ্বিগুণ নিয়ে নাও। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَا اعْتَادَهُ مِنَ الْخَيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ভাল কাজের অভ্যাস পরিত্যাগ না করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد : ١١)

“আল্লাহ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে ব্রতী হয়”। (সূরা রা'দ ঃ ১১)

وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا (النحل : ٩٢)

"তোমরা মক্কার ঐ মাতাল মহিলার ন্যায় হয়ো না যে তার সূতা গাঁথার পর টুকরো টুকরো করে তা ছিন্ন করে ফেলেছে"। (সূরা নাহল ঃ ১২)

وَلاَ يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ (الحديد : ١٦)

"তোমরা ও সব লোকদের ন্যায় হয়ে না যাদের ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। এমতাবস্থাই তাদের ওপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, (তবু তারা তাওবা করেনি) অবশেষে তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল"। (সূরা হাদীদ ঃ ১৬)

فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا (الحديد : ٢٧)

"তারা তার যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করেনি"। (সূরা হাদীদ ঃ ২৭)

٦٩٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৯২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ হে আবদুল্লাহ! অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না যে নিয়মিত রাত্রি জাগরত করতো (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায পড়তো)। কিন্তু পরে রাত্রি জাগরণ ছেড়ে দিয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ طِيْبِ الْكَلاَمِ وَطَلاَقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাক্ষাতে হাসিমুখে কথা বলা ও কোমল ব্যবহার করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ (الحجر : ٨٨)

"মু'মিনদের প্রতি সহানুভূতি পূর্ণ আচরণ কর।" (সূরা হিজ্‌র ঃ ৮৮)

٦٩٣- عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৯৩. হযরত আদি ইব্‌ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর। যদিও তা খণ্ডিত খেজুরের বিনিময়েও হয়। যে তাও (দান) করতে সক্ষম না হয় যে যেন অন্তত ভাল ও সুন্দর ব্যবহার দ্বারা হলেও নিজেকে জাহান্নামের থেকে বাঁচায়। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٩٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৯৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সুন্দর কথাও একটি সাদাকা বা দান বিশেষ।" (বুখারী ও মুসলিম)

٦٩٥-وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৯৫. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, "ভাল কাজের ক্ষুদ্রাংশকেও অবজ্ঞা করো না। যদিও তা তোমরা ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাত।" (মুসলিম)

بَابُ اسْتِحْبَابِ بَيَانِ الْكَلَامِ وَأَيْضَاحِهِ لِلْمُخَاطِبِ وَتَكْرِيْرِهِ لِيَفْهَمَ اِذَا لَمْ يَفْهَمْ اِلاَّ بِذٰلِكَ

অনুচ্ছেদঃ শ্রোতার বোঝার সুবিধার্থে কোন কথা একাধিকার বার বলা ও ব্যাখ্যা করা।

٦٩٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৬৯৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিয়ম ছিল। তিনি যখন মুখ দিয়ে কোন কথা বের করতেন, তিন তিনবার তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতেন। ফলে শ্রোতা খুব ভালভাবেই তা বুঝে নিতে পারত। যখন তিনি কেন কাওমের (গোত্র) নিকট আসতেন, তাদের সালাম করতেন। এবং একাদিক্রমে তিন তিন বার সালাম করতেন। (বুখারী)

٦٩٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ كَلاَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَلاَمًا فَصْلاً يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُهُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৬৯৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কথা বলতেন, খুব স্পষ্ট পরিষ্কার ও আলাদা আলাদাভাবে বলতেন। শ্রোতাদের সবাই তা হৃদয়ংগম করে নিতে পারত। (আবু দাউদ)

بَابُ اِصْغَاءِ الْجَلِيْسِ لِحَدِيْثِ جَلِيْسِهِ الَّذِيْ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَاسْتِنْصَاتِ

الْعَالِمِ وَالْوَاعِظِ

অনুচ্ছেদঃ সংগীর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা ও উপদেশ দেয়ার উদ্দেশ্যে শ্রোতাদের নিরব করা।

٦٩٨- عَنْ جَرِيْرِ بنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৯৮. হযরত জারির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জে আমাকে বলেছিলেন ঃ লোকদের নিরব করে দাও। (আমি সমবেত জনমন্ডলীকে নিরব করিয়ে দিলাম।) তারপর তিনি বললেন ঃ দেখো, আমার পরে তোমরা আবার কাফিরদের নীতি অবলম্বন করো না। এভাবে যে, তোমরা পরস্পর পরস্পরের ঘাড় মট্‌কাতে শুরু করে দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْوَعْظِ وَالْاِقْتِصَادِ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াজ নসিহত করা ও তাতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (النحل : ١٢٥)

"তুমি তোমরা রবের প্রতি লোকদের আহ্বান কর– হিক্‌মত ও সুন্দর এবং আকর্ষণীয় উপদেশের দ্বারা।" (সূরা নাহল : ১২৫)

٦٩٩- عَنْ أَبِىْ وَائِلَ شَقِيْقِ بنِ سَلَمَةَ قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُذَكِّرُنَا فِىْ كُلِّ خَمِيْسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتَ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعِىْ مِنْ ذَلِكَ أَنِّى أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ وَإِنِّى أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৯৯. হররত আবু ওয়াইল শাকিক ইব্‌ন সালমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন মাসউদ (রা) প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে একবার আমাদের উদ্দেশ্যে ওয়াজ ও নসিহত করতেন। একজন তাকে বলল ঃ হে আবু আবদুর রহমান। আমার নিকট এটার পসন্দনীয় যে, আপনি প্রত্যেক দিন আমাদের ওয়াজ ও নসিহত করবেন। তিনি বললেন ঃ দেখো, প্রত্যেক দিন ওয়াজ করার পথে আমার জন্য এটাই একমাত্র বাধা যে, পাছে তোমরা বিরক্ত হয়ে না যাও! বস্তুত

সেটা আমি পসন্দ করি না। আমি তোমাদের উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে সে নীতিই অনুসরণ করে থাকি যে নীতি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বেলায় প্রয়োগ করতেন। আর তিনি লক্ষ্য রাখতেন, পাছে আমরা যেন বিরক্ত না হয়ে যাই।(বুখারী ও মুসলিম)

٧٠٠ – وَعَنْ أَبِى الْيَقْظَانِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ طُوْلَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيْلُوْا الصَّلاَةَ وَأَقْصِرُوْا الْخُطْبَةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭০০. হযরত আবুল ইয়াকযান আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ দীর্ঘ নামায ও সংক্ষিপ্ত ভাষণ ব্যক্তি বিশেষের দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও দূরদর্শিতারই পরিচায়ক। কাজেই তোমরা নামাযকে দীর্ঘ কর ও বক্তৃতা ভাষণকে সংক্ষিপ্ত কর। (মুসলিম)

٧٠١– وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا أَنَا أُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ، فَرَمَانِى الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ! فَقُلْتُ : وَاثُكْلَ أُمِيَاهُ! مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُوْنَ إِلَىَّ؟ فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ! فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُوْنَنِى لَكِنِّى سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبِأَبِى هُوَ وَأُمِّى ، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ ،فَوَ اللّٰهِ مَا كَهَرَنِىْ وَلاَ ضَرَبَنِىْ وَلاَ شَتَمَنِىْ ، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَىْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِىَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّىْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللّٰهُ بِالْإِسْلاَمِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُوْنَ الْكُهَّانَ؟ قَالَ : فَلاَ تَأْتِهِمْ قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُوْنَ؟ قَالَ : ذَاكَ شَىْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِىْ صُدُوْرِهِمْ ، فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭০১. হযরত মুআবিয়া ইব্‌ন হিকাম সালামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে নামায পড়ছিলাম। এমন সময় এক নামাযী হাঁচি দিল। শুনে আমি বললাম, 'ইয়ারহামু কাল্লাহ–আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন'! এতে অন্যান্য মুসল্লীরা আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। আমি বললাম ঃ তোমরা মা-হারা হও! তোমাদের কি হল? তোমরা আমার প্রতি এভাবে তাকাচ্ছো কেন? একথা শুনে তারা তাদের উরুতে হাত চাপড়াতে লাগল। আমি যখন বুঝলাম তারা আমাকে নিরব করে

দিতে চাচ্ছে (আমার খুব রাগ হল।) অবশ্য আমি নিবর হয়ে গেলাম। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষ করলেন। তার প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! আমি তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাউকে শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে তাঁর চাইতে ভালও উৎকৃষ্ট শিক্ষক আর দেখিনি। আল্লাহর কসম, তিনি আমাকে কোনরূপ তিরস্কার করলেন না। আমাকে মারলেনও না। এবং কোন মন্দও বললেন না। তিনি (শুধু এতটুকু) বললেন ঃ দেখ, নামাযের মধ্যে মানবীয় কথাবার্তার কোন অবকাশ নেই। নামায তো হচ্ছে তাস্‌বীহ ও কুরআনের তিলাওয়াতের সমষ্টি বৈ নয়। অথবা অনুরূপ যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সবেমাত্র আমি জাহিলিয়াতের যুগ ছেড়ে এসেছি। এবং আল্লাহ আমাদের ইসলাম কবুলের তাওফিক দিয়েছেন। আমাদের অনেকে (এখনো) ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট যেয়ে থাকে। তিনি বললেন ঃ না, তাদের নিকট যেয়ো না। আমি বললাম ঃ আমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা শুভ-অশুভের নিদর্শনে বিশ্বাস করে থাকে। তিনি বললেন ঃ এসব জিনিস তোমাদের অন্তরে যাওয়া আসা করে । তবে এটা যেন তোমাদের (কোন কাজ করা বা না করা থেকে) বিরত না রাখে। (মুসলিম)

٧٠٢- وَعَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ ، وَذَرِفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَقَدْ سَبَقَ بِكَمَالِهِ فِيْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ ، وَذَكَرْنَا أَنَّ التِّرْمِذِيَّ -

৭০২. হযরত ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একবার) আমাদের উদ্দেশ্যে এরূপ বক্তৃতা করলেন যে, আমাদের অন্তর কেঁপে গেল। চোখে থেকে অশ্রু প্রবাহিত হল ...। এরপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন। এ হাদীস সুন্নাতের রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ শীর্ষক অনুচ্ছেদ এর আগে একবার বর্ণিত হয়েছে। (তিরমিযী)

بَابُ الْوَقَارِ وَالسَّكِيْنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভাব-গম্ভীরতা ও ভারিক্কীপনা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا (الفرقان : ٦٣)

"দয়াময় আল্লাহর খাস বান্দা তারা, যারা যমীনের বুকে বিনয়ের সাথে চলা-ফেরা করে। আর অজ্ঞ মুর্খেরা তাদের সাথে কথা বলতে আসলে তাদের বলে দেয় সালাম।" (সূরা ফুরকান ঃ ৬৩)

٧٠٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتّٰى تُرٰى مِنْهُ لَهَوَاتُهُ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭০৩. হযারত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কখনো এতখানি মুখ ভরে হাসতে দেখিনি যাতে তাঁর পবিত্র মুখের আভ্যন্তরীন অংশ প্রকাশ পায়। তিনি মুচকী হাসতেই অভ্যস্ত ছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ النَّدْبِ إِلَى إِتْيَانِ الصَّلَاةِ وَالْعِلْمِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْعِبَادَاتِ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ -

অনুচ্ছেদঃ নামায, জ্ঞানার্জন ও যাবতীয় ইবাদতে গাম্ভির্যতা ও ধীরস্থিরতা বজায় রাখা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ (الحج : ٣٢)

"যে আল্লাহর দীনের নিদর্শন সমূহের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে, তার জানা উচিত, এটা আল্লাহকে অন্তর থেকে ভয় করে চলারই সুফল।" (সূরা হাজ্জ ঃ ৩২)

٧٠٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

زَادَ مُسْلِمٌ فِيْ رِوَايَةٍ لَهُ : فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِيْ صَلَاةٍ -

৭০৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন ঃ যখন নামাযের ইকামত হয়ে যায়, তোমরা নামাযের জামা'আতে শামিল হওয়ার উদ্দেশ্যে দৌড়ে এসো না। বরং তোমরা স্বাভাবিক ধীরস্থিরভাবে নিশ্চিন্তে এসো। (জামা'আতের সাথে) যটুকু পাও, পড়ে নাও। আর যেটুকু না পাও (শেষে) পূর্ণ করে নাও।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীসের উদ্ধৃত করেছেন। মুসলিম তার এক বর্ণনায় এটুকু বাড়িয়ে বলেছেন ঃ "তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ার সংকল্প করে, যখন থেকেই সে নামাযের মধ্যে পরিগণিত হয়।"

٧٠٥- وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيْدًا وَصَوْتًا لِلْإِبِلِ ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ فَإِنَّ لَيْسَ بِالْإِيْضَاعِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَى مُسْلِمٌ بَعْضَهُ -

৭০৫. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আরাফাতের দিন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ফিরছিলেন। এমন সময় পিছনের দিকে তিনি (প্রাণীকে) সজোরে আঘাত করার, মারার ও উটের আওয়ায এবং শোরগোল শুনতে পেলেন। তিনি তাদের প্রতি নিজের চাবুক নেড়ে ইশারায় বললেন ঃ ওহে লোকরা! তোমাদের জন্য শান্তশিষ্টভাবে চলা অপরিহার্য কর্তব্য। তাড়াহুড়া করা ও দ্রুত চলাতে কোন নেকি বা কল্যাণ নেই।

বুখারী এটা রিওয়ায়েত করেছেন। এর কিছু অংশ মুসলিম ও বর্ণনা করেছেন।

بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানের সাদর অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ، إِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا ، قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ، فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ : أَلَا تَأْكُلُوْنَ (الذاريات : ٢٤ ٢٧)

"হে নবী ইব্‌রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী তোমার নিকট পৌঁছেছে কি? তারা যখন তার নিকট এল, বলল ঃ আপনাকে সালাম ঃ সে বলল, আপনাদের ও সালাম।(আর বলতে লাগল) কিছুটা অপরিচিত লোক যেন এরা। পরে সে চুপচাপ তার ঘরের লোকদের নিকট চলে গেল। এবং একটা মোটা তাজা বাছুর নিয়ে এসে মেহমানদের সামনে পেশ করে দিল। সে বলল ঃ আপনারা খাচ্ছেন না কেন?" (সূরা যারিয়াত ঃ ২৪- ২৭)

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُوْنَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِيْ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ، فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ (هود : ٧٨)

"তার সম্প্রদায় তার নিকট উদভ্রান্ত হয়ে ছুটে এল এবং পূর্ব থেকে তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, এরা আমার কন্যা। তোমাদের জন্য এরা পবিত্র। আল্লাহকে ভয় কর। আমার মেহমানদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে আমাকে হেয় করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই?"(হূরা হূদ ঃ ৭৮)

٧٠٦- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭০৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে ইজ্জত ও সাদর আপ্যায়ন করে। যে আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর আস্থা রাখে, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে। যে আল্লাহ ও পরকালের দিবসের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথায় নিরব থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٠٧- وَعَنْ أَبِى شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو الْخُزَاعِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُوْا : وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُقِيْمَ عِنْدَ أَخِيْهِ حَتّٰى يُؤْثِمَهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ يُقِيْمُ عِنْدَهُ وَلَاشَىْءَ لَهُ يَقْرِيْهِ بِهِ -

৭০৭. হযরত আবু শুরাইহ খুয়াইলিদ ইব্ন আমর খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি বলেছিলেন ঃ যে আল্লাহ ও পরকালের ওপর বিশ্বাস রাখে, যে যেন তার মেহমানকে ইয্যত ও সাদর আপ্যায়ন করে তার হক আদায় সহকারে । সাহায়ে কেরাম (রা) বললেন, তার হক্ বলতে কি বোঝায়, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ একদিন ও একরাত (তার পূর্ণ সমাদর ও যত্ন করবে) মেহমানদারীর সীমা হল তিনদিন। এর চাইতে অতিরিক্ত করা সাদাকা স্বরূপ। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের নিকট সে পরিমাণ সময় (মেহমান হিসেবে) অবস্থান করা হালাল নয় যা তাকে গুনাহগার বানিয়ে দেবে। সাবাবায়ে কেরাম (রা) বললেন ঃ তাকে গুনাহগার বানিয়ে দেবে কিরূপে? তিনি বললেন ঃ তা এভাবে যে, সে তার নিকট অবস্থান করতে থাকবে। অথচ তার নিকট এমন কোন জিনিসই নেই, যা দিয়ে সে তার মেহমানদারী করবে।

بَابُ اِسْتِحْبَابِ التَّبْشِيْرِ وَالتَّهْنِئَةِ بِالْخَيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সুসংবাদ ও মুবারকবাদ দেয়া সম্পর্কে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ (الزمر: ١٧ ١٨)

"অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদের যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা ভাল তা গ্রহণ করে।" (সূরা যুমার ঃ ১৭-১৮)

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيْمٌ
وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ (فصلت: ٣٠)

"তাদের রব তাদেরকে নিজের রহমত ও সন্তোষ এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্য চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী সুবিন্যস্ত রয়েছে।

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ (الصافات: ١٠١)

"আমরা তাকে সুসংবাদ দিলাম এক পরম ধৈর্যশীল সন্তানের।" (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১০১)

"তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর জান্নাতের যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের সাথে কথা হয়েছিল।" (সূরা হামীম-আস- সাজ্‌দা ঃ ৭৩)

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرٰى (هود: ٦٩)

"আমার ফিরিশ্‌তারা ইব্‌রাহীমের নিকট আসল সুসংবাদ বার্তা নিয়ে।" (সূরা হূদ ঃ ৬৯)

وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوْبَ (هود ٧١)

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى (ال عمران: ٣٩)

"ফিরিশ্‌তারা আহবান করল– যখন সে (যাকারিয়া) মিহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল– আল্লাহ তোমাকে ইয়াহ্‌ইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন।" (সূরা আল ইমরান ঃ ৩৯)

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ (ال عمران: ٤٥)

"যখন ফিরিশ্‌তারা বলল ঃ হে মরিয়ম! আল্লাহ তোমাকে তার নিজের এক 'বাণীর' সুসংবাদ দিচ্ছেন। তার নাম হবে মাসীহ ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৫)

٧٠٨- وَعَنْ أَبِى إِبْرَاهِيْمَ وَيُقَالُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَشَّرَ خَدِيْجَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَصَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭০৮. হযরত আবু ইব্‌রাহীম অথবা আবু মুহাম্মদ অথবা আবু মু'আবীয়া (তাঁর এই তিনটি ডাকনাম উল্লেখিত হয়েছে) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজা (রা) জান্নাতে মুক্তা নির্মিত একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দিয়েছেন যাতে কোনরূপ আওয়াযের প্রতিধ্বনি বা শোলগোল হবে না। আর কোনরূপ অবসাদ ও পেরেসানীও হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٠٩- وَعَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِىْ بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ : لأَلْزَمَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلأَكُوْنَنَّ مَعَهُ يَوْمِىْ هٰذَا فَجَاءَ الْمَسْجِدَ ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا : وَجَّهَ هٰهُنَا ، قَالَ : فَخَرَجْتُ عَلَى أَثَرِهِ أَسْأَلَ عَنْهُ ، حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيْسَ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ حَتَّى قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتَهُ وَتَوَضَّأَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيْسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمْ فِىْ بِئْرٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَنْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لأَكُوْنَنَّ بَوَّابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْيَوْمَ فَجَاءَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ : أَبُوْ بَكْرٍ ، فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ هٰذَا أَبُوْبَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ ، فَقَالَ : أَئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ: فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِأَبِىْ بَكْرٍ : اَدْخُلْ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ . فَدَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَمِيْنِ النَّبِىَّ ﷺ مَعَهُ فِىْ الْقُفِّ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِى الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ وَجَلَسْتُ ، وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِى يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقِىْ فَقُلْتُ : إِنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِفُلاَنٍ يُرِيْدُ أَخَاهُ خَيْراً يَأْتِ بِهِ ، فَإِذَا إِنْسَانَ يُحَرِّكُ الْبَابَ ، فَقُلْتُ : مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ : هٰذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ؟ فَقَالَ :

ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ : فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِى الْبِئْرِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ إِنْ يُرِدِ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَعْنِى أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرَّكَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ : عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ : عَلٰى رِسْلِكَ ، وَجِئْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ "ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ الْجَنَّةِ مَعَ بَلْوٰى تُصِيْبُهُ" فَجِئْتُ فَقُلْتُ ادْخُلْ وَيُبَشِّرُكَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلْوٰى تُصِيْبُكَ . فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ فَجَلَسَ وِجَاهَهُمْ اشِقِّ الْاٰخَرِ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فَأَوَّلْتُهَا قُبُوْرَهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭০৯. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নিজের ঘরে অযূ করলেন, তারপর বেরিয়ে পড়লেন। বললেন ঃ আজ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সংগ নেব এবং সারাদিন তাঁর সাথেই কাটাব। এই ভেবে হযরত আবূ মূসা (রা) মসজিদে এলেন। সেখানে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবায়ে কিরাম ইশারায় বললেন ঃ তিনি ওদিকে গেছেন। হযরত আবু মূসা (রা) বলেন ঃ আমি তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করে রওনা করলাম। এবং তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে করতে সামনে অগ্রসর হলাম। ততক্ষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বি'রে আরিসে (আরিস নামক কূপের এলাকা) প্রবশে করেছেন। আমি দরজায় কাছে বসে পড়লাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজত সের অযূ করলেন। আমি উঠে তাঁর দিকে গেলাম। গিয়ে দেখি তিনি আরিস কূপের মধ্যে পদদ্বয় ঝুলিয়ে দিয়ে বসে রয়েছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তারপর ফিরে এসে দরজায় বসে পড়লাম। মনেমনে বললাম ঃ আজ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাররক্ষী হব। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা) এসে দরজায় টোকা দিলেন। আমি বললাম ঃ কে? বললেন ঃ (আমি) আবু বকর। আমি বললাম ঃ অপেক্ষা করুন। এই বলে আমি চলে গেলাম। বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু বকর (রা) এসেছেন। আসার জন্য অনুমতি চাইছেন। তিনি বললেন ঃ আসার অনুমতি দাও। সেই সাথে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ ও জানিতে দাও। আমি সেখান থেকে ফিরে এসে আবু বকরকে বললাম আসুন। আর হ্যাঁ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। হযরত আবু বকর (রা) প্রবেশ করলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথেই তাঁর ডান পাথে বসে পড়লেন। তিনিও অনুরূপ উভয় হাঁটুর নিম্নদেশ অনাবৃত করে কূপের ভেতরে পাদুটি ঝুলিয়ে দিলেন, যেরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন। আমি ফিরে এসে বসে পড়লাম। আমি আমার ভাইকে ছেড়ে এসেছিলাম। তিনি তখন অযূ করছিলেন। এবং আমার পর পরই আসার কথা ছিল। আমি মনে মনে বললামঃ

যদি আল্লাহ মঙ্গল চান, তাহলে এ মুহূর্তে তাকে নিয়ে আসবেন। এমন সময় কে যেন দরজা নাড়া দিল। আমি বললাম ঃ কে? বললেন ঃ উমর ইবন খাত্তাব (রা)। বললাম ঃ একটু দাঁড়ান। এই বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলাম। তাঁকে সালাম জানালাম। বললাম ঃ উমর (রা) এসেছেন। আসার অনুমতি চাইছেন। তিনি বললেন ঃ আসতে বল। আর তাকে জান্নাতের খোশখবরী শুনিয়ে দাও। আমি উমরের নিকট এসে বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে আসার অনুমতি দিয়েছেন। আর তিনি আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছেন। হযরত উমর (রা) প্রবেশ করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাম পাশে বসলেন। তিনিও কূপের চত্বরে বসে কূপের ভেতর পাদুটি ঝুলিয়ে দিলেন। আমি ফিরে এস বসে পড়লাম। এবারো মনে মনে বললাম ঃ আল্লাহ যদি অমুকের । অর্থাৎ (তার ভায়ের) কল্যাণ ও ভাল চান, তাহলে তাকে পাঠিয়েই দেবেন। এমন সময় এক লোক এসে দরজা নাড়া দিল। আমি বললাম কে? বললেন ঃ উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)। আমি বললাম ঃ একটু দাঁড়ান। এই বলে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এলাম। তাঁকে উসমানের সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন ঃ তাকে আসার অনুমতি দাও এবং জান্নাতের ও সুসংবাদ দাও। কিছু বিপদ মুসিবতের সাথেও তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হবে। আমি এসে তাঁকে বললাম ঃ ভেতরে আসুন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন আর বলেছেন যে, সাথে কিছু বিপদ মুসিবতেও পড়তে হবে আপনাকে। তিনিও প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন চত্বর পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তিনি অপর অংশের সামনের দিকে বসে পড়লেন। সাঈদ ইবন মুসাইয়্যেব বলেন ঃ তিন জনের এক জায়গায় বসার তাৎপর্য হল ঃ তাঁদের কবর একই জায়গায় হবে এটা ছিল তারই ইংগিত। (বুখারী ও মুসলিম)

٧١٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :كُنَّا قُعُوْدًا حَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ مَعَنَا أَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِيْ نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا وَخَشِيْنَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُوْنَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتَ اَوَّلَ مَنْ فَزِعَ ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى أَتَيْتَ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ أَجِدَ ، فَإِذَا رَبِيْعَ يَدْخُلُ فِيْ جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَهُ وَالرَّبِيْعُ : الْجَدْوَلُ الصَّغِيْرُ" فَاحْتَفَزْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : أَبُوْ هُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : مَا شَأْنُكَ : قُلْتُ : كُنْتُ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا فَقُمْتُ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا فَخَشِيْنَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُوْنَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتَ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ ، فَأَتَيْتُ هٰذَا

الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ ، وَهَؤُلاَءِ النَّاسُ وَرَائِي ، فَقَالَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ فَقَالَ : إِذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ ، فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭১০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চার পাশে বসা ছিলাম। হযরত আবু বকর ও উমর রাদিআল্লাহু আনহুমাও আমাদের সাথে একই মজলিসে বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে থেকে উঠলেন এবং বাইরে চলে গেলেন। তাঁর ফিরতে বেশ বিলম্ব হচ্ছিল। আমাদের আশংকা হল, আমাদের অনুপস্থিতিতে তার কোন বিপদ ঘটে না যায়। আমরা তাই সবাই ঘাবড়ে গেলাম। আমরা সবাই উঠে পড়লাম। আমিই সবার আগে এ ব্যাপারে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। খুঁজতে খুঁজতে আমি বনী নাজ্জারের এক আনসারীর বাগানের বেষ্টনির নিকট এসে পৌছলাম। দরজার সন্ধানে আমি তার চুতর্দিকে ঘুরলাম কিন্তু (ঘাবড়ে যাবার কারণে) কোনো দরজা পেলাম না। এ সময় একটি ছোট নহর আমার চোখে পড়ল। যেটি বাইরের একটি কূপ থেকে বাগানের মধ্যে চলে গিয়েছে। আমি সংকুচিত হলাম এবং (ঐ নহরের মধ্য দিয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট হাযিল হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আবু হুরায়রা? আমি বললাম ঃ হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তা কি সংবাদ তোমার? আমি বললাম ঃ আপনি আমাদের সামনে বসা ছিলেন। সেখান থেকে উঠে গেলাম। আমাদের নিকট ফিরতে আপনার দেরী হতে থাকে। আমরা শংকিত হয়ে পড়ি পাছে আমাদের অনুপস্থিতিতে আপনার কোন বিপদ ঘটে না যায়। আমরা তাই ঘাবড়ে গেলাম, আমিই সবার আগে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আমি এ বাগানের বেষ্টনী পর্যন্ত এসে পৌছলাম। আমি সংকুচিত হলাম। যেরূপ শৃগাল সংকুচিত হয়ে থাকে। তাপর বাগানে ঢুকলাম। বাকি লোক আমার পেছনে রয়েছে। (অর্থাৎ তারাও আসছে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আবু হুরায়রা! তারপর আমাকে তাঁর জুতা দু'খানা দিলেন। আর বললেন ঃ আমার জুতা দু'টি নিয়ে যাও। এ বাগানের বাইরে গিয়ে যার সাথে তোমার (প্রথম) সাক্ষাত হবে এবং সাক্ষ্য দিলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'– আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই একথার সাক্ষ্য দেবে, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। এরপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। (মুসলিম)

٧١١- وَعَنْ أَبِيْ شُمَاسَةَ قَالَ : حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكَى طَوِيْلاً ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُوْلُ : يَا أَبَتَاهُ ، أَمَا بَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَذَا ؟ أَمَا

بَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَذَا؟ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : أَنْ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّىْ قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلاَثٍ ، لَقَدْ رَأَيْتَنِىْ وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنِّى وَلاَ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكُوْنَ قَدْ إِسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ ، فَلَوْمِتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَلَمَّا جَعَلَ اللّٰهُ الْإِسْلاَمَ فِىْ قَلْبِىْ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ : ابْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلاَ بَايِعُكَ، فَبَسَطَ يَمِيْنَهُ فَقَبَضْتُ يَدِىْ ، فَقَالَ : مَالَكَ يَا عَمْرَو؟ قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ : تَشْتَرِطُ مَاذَا؟ قُلْتُ : أَنْ يُغْفَرَلِىْ ، قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، وَلاَ أَجَلَ فِىْ عَيْنِىْ مِنْهُ ، وَمَا كُنْتُ أُطِيْقُ أَنْ أَمْلأَ عَيْنِىْ مِنْهُ إِجْلاَلاً لَهُ ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ ، لأَنِّى لَمْ أَكُنْ أَمْلاَ عَيْنِىْ مِنْهُ ، وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ وَلِيْنَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِىْ مَا حَالِىْ فِيْهَا؟ فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلاَ تَصْحَبْنِّى نَائِحَةٌ وَلاَ نَارٌ، فَإِذَا دَفَنْتُمُوْنِىْ ، فَشُنُّوْا عَلَىَّ التُّرَابَ شَنًّا ، ثُمَّ أَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِىْ قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُوْرٌ ، وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا ، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ ، وَأَنْظُرَ مَا أُرَاجِعُ بِهِ رَسُلَ رَبِّىْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭১১. হযরত ইব্‌ন শামাসাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমর ইব্‌ন আসের নিকট হাযির হলাম। তিনি ছিলেন তখন মুমূর্যাবস্থায়– মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর। তিনি বহুক্ষণ যাবত কাঁদতে থাকেন। এবং তাঁর চেহারা দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে নেন। এ অবস্থা দেখে তাঁর পুত্র তাঁর উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন ঃ আব্বাজান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আপনাকে এরূপ সুসংবাদ দেননি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেননি? তারপর তিনি মুখ ফেরালেন এবং বললেন ঃ আমাদের জন্য সর্বোত্তম পুঁজি হল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ – আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল'– এ কথার সাক্ষ্যদান। বস্তুত জীবনে আমি তিন তিনটি পর্যায় অতিক্রম করেছি। আমার জীবনের এমন একটি পর্যায়ও ছিল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাইতে আর কারো প্রতি আমার এতো বেশি কঠোর বিদ্বেষ

ও শত্রুতা ছিল না। আওতায় পেলে তাঁকে হত্যা করে ফেলার চাইতে বেশি প্রিয় আর কিছু আমার নিকট ছিল না। ঐ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত, তাহলে আমি নিশ্চিত জাহান্নামী হতাম। আল্লাহ যখন আমার অন্তরে ইসলামের মনোভাব ও আর্কষণ জাগ্রত করে দিলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লামের নিকট এলাম। এসে বললাম ঃ আপনার ডান হাত বাড়িয়ে দিন। আমি আপনার নিকট বাই'আত গ্রহণ করতে চাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ডান মুবারক হাত দরায করে দিলেন। এবারে আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। তিনি বললেন ঃ কি ব্যাপার আম্‌র? আমি বললাম ঃ আমি একটি শর্ত করতে চাই। তিনি বললেন ঃ তা কি শর্ত করতে চাও তুমি? বললাম ঃ আমাকে যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়, তিনি বললেন ঃ 'আম্‌র, তোমার কি জানা নেই যে ইসলাম পূর্ব জীবনের যাবতীয় গুনাহ মিটিয়ে দেয়? আর হিজরত, হিজরত-পূর্ব সকল গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়? (যাই হোক) এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বাই'আত গ্রহণ করলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাইতে অধিক প্রিয় আমার নিকট আর কেউ রইল না। আমার চোখে তাঁর চাইতে মর্যাদাবান ও আর কেউ থাকল না। তাঁর অপরিসীম মর্যাদা-গম্ভীর্যের দরুন আমি চোখ ভরে তাঁর প্রতি তাকতে পর্যন্ত পারতাম না। ফলে আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আকৃতি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তার বর্ণনা দিতেও আমি অক্ষম ছিলাম। এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত, তবে আমার জান্নাতী হবার নিশ্চিত আশা ছিল। এরপর আমাদের অনেক যিম্মাদারী মাথায় নিতে হয়। জানি না, সেসব ব্যাপারে আমার অবস্থা কি দাঁড়ায়। যাই হোক, আমার যখন মৃত্যু হয়ে যাবে, আমার জানাযায় যেন কোন বিলাপকারিনী ও আগুনের সংশ্রব না থাকে। আমাকে যখন দাফন করবে, আমার কবরে অল্প অল্প করে মাটি ফেলবে। এরপর আমার চারপাশে এ পরিমাণ সময় অবস্থান করবে, যে সময়ের মধ্যে কোন উট যবাই করে তার গোশ্‌ত বণ্টন করা যায়। যাতে আমি তোমাদের ভালবাসা ও সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। এবং আমার রবের পাঠানো ফিরিশ্‌তাদের সাথে কি ধরনের বাক-বিনিময় হয়, তা জেনে নিতে পারি। (মুসলিম)

بَابُ وَدَاعِ الصَّاحِبِ وَوَصِيَّتِهِ عِنْدَ فِرَاقِهِ لِسَفَرٍ وَغَيْرِهِ وَالدُّعَاءُ لَهُ وَطَلَبِ الدُّعَاءِ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ সংগীকে বিদায় দেয়া, বিদায়কালে পরস্পরের জন্য দু'আ ও অসিয়ত করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [البقرة: ١٣٢، ١٣٣]

"আর ইব্‌রাহীম ও ইয়াকুব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রদের নির্দেশ দিয়ে বলেছিল 'হে আমার পুত্ররা, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং মুসলিম (আত্মসমর্পনকারী) না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করো না। ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল, তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রদের জিজ্ঞেস করেছিল, আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদাত করবে? তারা তখন বলেছিল, আমরা আপনার এক আল্লাহ্‌র এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল ও ইস্‌হাকের আল্লাহ্‌রই ইবাদাত করব। আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পনকারী। (সূরা বাকারা ঃ ১৩২ - ১৩৩)

٧١٢- فَمِنْهَا حَدِيْثُ زَيْدِبْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الَّذِيْ سَبَقَ فِيْ بَابِ إِكْرَامِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْنَا خَطِيْبًا ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُوْلُ رَبِّيْ فَأُجِيْبَ ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ : أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ الْهُدَى وَالنُّوْرُ فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاسْتَمْسِكُوْا بِهِ ، فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ ، وَرَغَّبَ فِيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَأَهْلُ بَيْتِيْ ، أُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِيْ أَهْلِ بَيْتِيْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭১২. আর হাদীসের ব্যাপারে বলা হয়, এ প্রসংগে হযরত যায়িদ ইব্‌ন আরকামের হাদীস্ উল্লেখযোগ্য, যা ইতিপূর্বে আহলে বাইতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। তারপর লোকদের উপদেশ দিলেন এবং সাওয়াব ও আযাবের ব্যাপারটি স্মরণ করিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ হে লোকেরা! জেনে রাখ, আমিও মানুষ। অচিরেই আমার রবের পক্ষ থেকে মৃত্যু দূত (আযরাইল (আ) এসে হাযির হবে। আমিও আল্লাহ্‌র আহবানে সাড়া দিয়ে পরপারে চলে যাব। আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি। একটি হল আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন শরীফ)। যার মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে হিদায়াত ও সঠিক পথের দিশা এবং নূর ও আলোকে বর্তিকা, তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবকে মযবুতভাবে ধারণ করবে ও তার বিধানকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। এরপর তিনি আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি লোকদের উদ্বুদ্ধ করলেন এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করলেন। তারপর বললেন ঃ দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আমার 'আহলে বাইত্'-পরিবারের লোকজন। আমার আহলে বাইত্ সম্পর্কে আমি তোমাদের আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এবং এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছি। (মুসলিম)

٧١٣- وَعَنْ أَبِيْ سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً

وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِيمًا رَفِيْقًا، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا فَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ : ارْجِعُوْا إِلَى أَهْلِيْكُمْ ، فَأَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَصَلُّوْا صَلَاةَ كَذَا فِيْ حِيْنَ كَذَا وَصَلُّوْا كَذَا فِيْ حِيْنَ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

زَادَ الْبُخَارِيُّ فِيْ رِوَايَةٍ لَهُ وَصَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ -

৭১৩. হযরত সুলাইমান মালিম ইব্‌ন হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এলাম। আমরা সবাই ছিলাম যুবক ও সমবয়সী। আমরা বিশ দিন যাবত তাঁর নিকট অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অতিশয় দয়ার্দ্রচিত্ত ও স্নেহশীল। তাই তিনি ভাবলেন, আপন জনদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য বুঝি আমাদের আগ্রহ জন্মেছে। তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, পরিবারে আমরা কাদের ছেড়ে এসেছি? এবং তাদের হাল অবস্থা কি? আমরা সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জানালাম। তিনি বললেন ঃ যাও, তোমরা গিয়ে তোমাদের পরিবার পরিজনদের সাথে অবস্থান করো। তাদেরকে দীনের তালিম দাও। তার ওপর আমল করার জন্য তাদের আদেশ করো, এবং নামায পড়ো এরূপভাবে এরূপ সময়ে। নামায পড়ো এরূপভাবে এরূপ সময়ে। নামাযের সময় উপস্থিত হলে তোমাদের একজন আযান দেবে। এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যে, সে ইমামতি করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম বুখারী তাঁর এক রিওয়ায়েতে এটুকু বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন ঃ 'তোমরা নামায পড়ো, যেরূপ আমাকে তোমরা নামায পড়তে দেখেছো।'

٧١٤- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ ، فَأَذِنَ وَقَالَ : لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ : فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ لِيْ بِهَا الدُّنْيَا -

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ : أَشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ فِيْ دُعَائِكَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৭১৪. হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমরা করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। সাথে এও বললেন, প্রিয় ভাইটা আমার, দো'আর বেলায় আমাদের ভুলে না যেন! তিনি এমন বাক্য উচ্চারণ করলেন, যার বিনিময়ে সমগ্র দুনিয়া অর্জন করাটাও আমার নিকট আনন্দদায়ক (বিবেচিত) নয়।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছিলেন ঃ ভাইয়া, আমাদেরও তোমার দো'আয় শরীক রেখো। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧١٥- وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُوْلُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا : ادْنُ مِنِّي حَتَّى أُوَدِّعَكَ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوَدِّعُنَا ، فَيَقُوْلُ : أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৭১৫. হযরত সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) ভ্রমণেচ্ছু লোকের উদ্দেশ্যে বলতেন ঃ আমার নিকটবর্তী হও। যাতে আমি তোমাকে বিদায় দিতে পারি। যেরূপ বিদায় দিয়ে থাকতেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি আমাদের বিদায় দেয়ার সময় বলতেন ঃ 'আসতাওদি'উল্লাহা দীনাকা ----' আমি তোমার দীন তোমার আমানত ও তোমার শেষ আমলকে আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করছি। (তিরমিযী)

٧١٦- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِيِّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَدِّعَ الْجَيْشَ قَالَ : أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتِكُمْ ، وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدُ -

৭১৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযিদ খাত্মী সাহাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন সেনাবাহিনীকে বিদায় দেয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন বলতনে ঃ 'আসতাওদি'উল্লাহা দীনাকুম -----' আমি তোমাদের দীন, তোমাদের আমানত ও তোমাদের আখেরী আমল সমূহকে আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করছি। (আবু দাউদ)

٧١٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي أُرِيْدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِيْ فَقَالَ : زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوَى " قَالَ : زِدْنِيْ ، قَالَ : وَغَفَرَ ذَنْبَكَ قَالَ زِدْنِيْ ، قَالَ : وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৭১৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সফরে যেতে চাই, আমাকে কিছু সামান (অর্থাৎ দু'আ করে) দিন। তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ তোমাকে তাক্ওয়া ও আল্লাহভীতি সামান দান করুন।! সে বলল ঃ আরো কিছু দু'আ করুন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তোমরা গুনাহ্ মাফ করুন। সে বলল ঃ আরো বৃদ্ধি করুন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমার কল্যাণকে সহজ করুন তুমি যেখানেই থাক না কেন। (তিরমিযী)

بَابُ الْاِسْتِخَارَةِ وَالْمُشَاوَرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিখারা ও পরামর্শ করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل عمران : ١٥٩)

"গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ (الشورى : ٣٨)

"তাদের কাজকর্ম পরিচালিত ও সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।" (সূরা শূরা ঃ ৩৮)

٧١٨- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا كَالسُّوْرَةِ مِنَ الْقُرْآنِ . يَقُوْلُ : إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ، ثُمَّ لَيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ،وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ "عَاجِلُ أَمْرِيْ وَآجِلَهُ : فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ . ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنْ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّلِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ ، فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ ، وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ ، وَاقْدُرْلِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ" - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৭১৮. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে আমাদের ইস্তিখারা করা সম্পর্কে এভাবে শেখাতেন যেরূপ কুরআনের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের কোন কাজ করার সংকল্প করে সে দু'রাক'আত নফল নামায পড়ে নেয়। তারপর যেন নিম্নোক্ত দো'আ পড়ে। 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্‌তাখিরুকা' বি'ইলমিকা, ওয়া আস্‌তাক্‌দিরুকা বিকুদরাতিকা ------' হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কল্যাণ চাই তোমরা 'ইল্‌মের সাহায্যে'। তোমার নিকট শক্তি কামনা করি তোমার কুদ্‌রতের সাহায্যে তোমার নিকট অনুগ্রহ চাই তোমার মহা অনুগ্রহ থেকে। তুমি সর্বোপরি ক্ষমাতাবান। আমার কোন ক্ষমতা নেই। তুমি সর্বজ্ঞ। আমি কিছু জানি না। তুমি সকল গোপন বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। হে আল্লাহ তোমার ইল্‌মে যদি একাজ– যা আমি

করতে চাই– আমার দীন, আমার জীবন-জীবিকা ও কর্মফলের দিক থেকে (অথবা তিনি নিম্নোক্ত শব্দগুলো বলেছিলেন) উক্ত কাজ দুনিয়া ও আখিরাতের দিক থেকে ভাল হল, তাহলে তা তা করার শক্তি আমাকে দাও। সে কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও। এবং তাতে আমার জন্য বরকত দাও। পক্ষান্তরে তোমার ইলমে উক্ত কাজ যদি আমার দীন, আমার জীবন-জীবিকা ও কর্মফলের দিক থেকে (অথবা বলেছিলেন) দুনিয়া অথবা পরকালের দিক থেকে মন্দ হয়, তাহলে আমার ধ্যান-কল্পনা উক্ত কাজ থেকে ফিরিয়ে নাও। তার খেয়াল আমার অন্তর থেকে দূরীভূত করে দাও। আমার জন্য যেখানেই ভাল ও কল্যাণকর রয়েছে তার ফায়সালা করে দাও। এবং আমাকে তারই ওপর সন্তুষ্ট করে দাও। এরপর নিজের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করবে। (বুখারী)

بَابُ اسْتِحْبَابِ الذَّهَابِ إِلَى الْعِيْدِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَالْحَجِّ وَالْغَزْوِ وَالْجَنَازَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ طَرِيْقٍ وَالرُّجُوْعِ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ لِتَكْثِيْرِ مَوَاضِعِ الْعِبَادَةِ۔

অনুচ্ছেদ ঃ ঈদগাহ, রুগী দেখা, হজ্জ, জিহাদ, জানাযার নামায ও অনুরূপ কাজে যাওয়া ও আসায় পৃথক পৃথক রাস্তা অবলম্বন করা।

٧١٩– عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৭১৯. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিয়ম ছিল ঃ তিনি এক রাস্তায় ঈদগায়ে যেতেন। আরেক রাস্তায় সেখান থেকে ফিরতেন। (বুখারী)

٧٢٠– وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيْقِ الْمُعَرَّسِ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭২০. হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'তারিকে শাজারাহ' দিয়ে বের হতেন এবং 'তারিকে মু'আররাস্' দিয়ে প্রবেশ করতেন। আর তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করতেন, তখন 'সানিয়ায়ে উলিয়া' দিয়ে প্রবেশ করতেন। আর বের হওয়ার বেলায় 'সানিয়্যায়ে সুফ্লা' দিয়ে বের হতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَقْدِيْمِ الْيَمِيْنِ فِيْ كُلِّ مَاهُوَ مِنْ بَابُ التَّكْرِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সকল ভাল কাজ ডান হাত দিয়ে শুরু করা (যেমন– অযূ, গোসল, তায়াম্মুম, কাপড়, জুতা, মোজা, পায়জামা পরিধান, মসজিদে প্রবেশ করা, মিস্ওয়াক, সুরমা লাগানো, নখ কাটা, গোঁফ ছাটা, বগল পরিস্কার , মাথা মুন্ডানো, নামাযে সালাম ফিরানো, পানাহার, মুসাফাহা, কা'বায় রক্ষিত হাজরে আসওয়াদ চুম্বন, পায়খানা থেকে বের হওয়া, আদান-প্রদান ইত্যাদিতে। অবশ্য উল্লেখিত কাজগুলোর বিপরীতে বাম হাত ব্যবহার মুস্তাহাব। যেমন– থুথু, নাকের শ্লেষ্মা, পায়খানায় প্রবশে মসজিদে থেকে বের হওয়া, জুতা ও মোজা খোলা, পায়জামা ও পোষাক খোলা, ইস্তিনজা এবং ময়লাযুক্ত ইত্যাদি কাজ)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَيَقُوْلُ: هَاؤُمُ اقْرَؤُا كِتَابِيَهْ (الحاقة : ١٩)

"যাকে আমলনামা ডানহাতে দেয়া হবে, সে আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠবে, লও আমার আমলনামা পড়ে দেখ"। (সূরা হাক্কাহ ঃ ১৯)

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ (الواقعة : ٨-٩)

"যারা দক্ষিণ পন্থী, তারা কতই না ভাল দক্ষিণ পন্থী। আর যারা বামপন্থী তারা কতই না খারাপ নিকৃষ্ট বামপন্থী"। (সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ ৮-৯)

٧٢١– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِيْ شَأْنِهِ : فِيْ طُهُوْرِ، وَتَرَجُّلِهِ : وَتَنَعُّلِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭২১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সকল কাজ ডান হাতের ব্যবহার পসন্দ করতেন। যেমন ঃ অযূতে, চুল-দাড়ি আঁছড়ানাতে ও জুতা পরতে। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٢٢– وَعَنْهَا قَالَتْ : كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْيُمْنَى لِطُهُوْرِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتِ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدُ -

৭২২। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাত পবিত্রতা অর্জন ও খাবার গ্রহণে ব্যবহৃত হত, আর বাম হাতের ব্যবহার হত ইস্তিনজা ও নাপাক ময়লা জাতীয় কাজে। (আবু দাউদ)

٧٢٣- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭২৩. হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যা যয়নব (রা)-কে গোসল দেয়ার সময় তাদের (গোসল দানকারিনীদের) বলেছিলেন ঃ "তান ডান দিক থেকে এবং অযূর অংগসমূহ থেকে গোসল দেয়া শুরু কর।" (বুখারী ও মুসলিম)

٧٢٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنٰى ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيُمْنٰى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭২৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন জুতা পরার ইচ্ছা করে, ডান দিক থেকে যেন শুরু করে। আর খুলতে চাইলে বাম দিক থেকে খোলা শুরু করে। যাতে ডান দিক (জুতা) পরার দিক থেকে প্রথম হয়। এবং বাম দিক হয় খোলার দিক থেকে শেষ। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٢٥- وَعَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ يَمِيْنَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ ، وَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِمَا سِوَى ذٰلِكَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৭২৫. হযরত হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদ্য গ্রহণ, পানি পান ও কাপড় পরিধানে ডান হাত ব্যবহার করতেন। এছাড়া অন্যান্য কাজে বাম হাত ব্যবহার করতেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧٢٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا لَبِسْتُمْ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوْا بِأَيَامِنِكُمْ - حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ -

৭২৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন পোষাক পড়বে ও অযূ করবে, ডান দিক থেকে শুরু করবে। সহীহ হাদীস। আবু দাউদ তিরমিযী সহীহ সনদে রিওয়ায়েত করেছেন।

٧٢٧– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيْهِ النَّاسَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ : لَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ : نَاوَلَ الْحَلَّاقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ، ثُمَّ دَعَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ فَقَالَ : احْلِقْ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ : أَقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ -

৭২৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনায় এলেন। পরে জামরায় এসে পাথর নিক্ষেপ করলেন। তারপর মিনায় তাঁর অবস্থান স্থলে এলেন ও কুরবানী করলেন। মাথা মুন্ডনকারীর নিকট এসে বললেন, লও (এখান থেকে শুরু কর) একই সাথে ডান দিকে ইশারা করে দেখালেন। ডান দিক শেষ হলে বাম দিকে ইশারা করলেন। তারপর লোকদের মধ্যে চুল বিতরণ করে দিতে লাগলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক রিওয়ায়েতে রয়েছে ঃ পাথর নিক্ষেপের পর তিনি কুরবানীর প্রাণী যবেহ করলেন। মাথা মুন্ডাবার ইচ্ছা করলে ক্ষৌরকারকে মাথার ডান অংশ ইশারায় দেখালেন। সে তা মুন্ডন শেষ কললে তিনি আবু তালহা (রা) আনসারীকে ডাকলেন এবং চুলগুলো তাঁকে দিয়ে দিলেন। তারপর ক্ষৌরকারকে মাথার বাম দিক ইশারা করে দেখালেন । বললেন (এবারে) এগুলো মুন্ডিয়ে দাও। সে তাও মুন্ডিয়ে দিল। চুলগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু তালহাকে দিয়ে দিলেন। বললেন ঃ এগুলো লোকদের মধ্যে বন্টন করে দাও।

كِتَابُ أدَبَ الطَّعَامِ

অধ্যায় ঃ আহারের শিষ্টাচার

بَابُ التَّسْمِيَّةِ فِيْ أوَّلِهِ وَالْحَمْدُ فِيْ آخِرِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ খাবার শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ' ও শেষে 'আল হামদুলিল্লাহ' বলা।

٧٢٨- عَنْ عُمَرَ بنِ أبِىْ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭২৮. হযরত আমর ইব্‌ন আবূ সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ বিস্‌মিল্লাহ পড়ে খানা খাও। ডান হাতে খানা খাও। এবং নিজের সামনে থেকে খাও। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٢٩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إذَا أكَلَ أحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهَ تَعَالَى ، فَإنْ نَسِىَ أنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالَى فِىْ أوَّلِهِ فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ أوَّلَهُ وَآخِرَهُ - رَوَاهُ أبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ -

৭২৯। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। তোমাদের কেউ যখন খানা খায়, শুরুতে যেন আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে নেয়। প্রথমে বলতে ভুলে গেলে বলবে ঃ 'বিস্‌মিল্লাহি আউওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু' অর্থাৎ প্রথমে ও শেষে আল্লাহর নামে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧٣٠- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إذَا دَخَلَ الرَّجُلَ بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللّٰهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانَ لِأصْحَابِهِ : لاَ مَبِيْتُ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ ، وَإذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ : أدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ : وَإذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ : أدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৩০. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ থেকে আমি শুনেছি। তিনি বলেছিলেন ঃ যখন কোন লোক তার ঘরে পা রেখেই আললাহ্ তায়ালার নাম স্মরণ করে

ঘরে প্রবেশ করে এবং খানা খেতে আল্লাহর নাম নিয়ে নেয়, শয়তান তার সাথীদের বলে ঃ চল, তোমাদের জন্য এ ঘরে রাত কাটানোর অবকাশ নেই এবং খাবারও নেই। আর যখন সে আল্লাহ তা'লার নাম নিয়েই তার ঘরে প্রবেশ করে, তখন শয়তান বলেঃ তোমাদের থাকবার জায়গায় ব্যবস্থা হয়ে গেল। খানা খাওয়ার সময়ও আল্লাহ তা'আলার নাম না নিলে শয়তান বলে ঃ যাক, তোমাদের থাকার ও খাওয়ার উভয়টাই ব্যবস্থা হয়ে গেল। (মুসলিম)

٧٣١- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا، لَمْ نَضَعْ أَيْدِيْنَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِىْ الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِىٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهٰذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهٰذَا الْأَعْرَابِىِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِىْ يَدِى مَعَ يَدَيْهِمَا ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالَى وَأَكَلَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৩১. হযরত হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে কখনো আমরা খানা দস্তরখানে একত্রিত হলে, রাসূলুল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত শুরু না করতেন, আমরা খানায় হাত দিতাম না। এক বারের ঘটনা। আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে খানা খেতে বসেছি। এমন সময় একটি মেয়ে এসে হাযির। সে (এমন ভাবে) খাদ্যের ওপর ঝুকে পড়ল (যেন সে ক্ষুদায় অত্যন্ত কাতর)। সে খাবারে হাত রাখতে যাচ্ছিল, অমনি রাসূলুল্লাহ তার হাত ধরে ফেললেন। তারপর আসল এক বেদুঈন। সেও যেন খাবারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ তারও হাত ধরে ফেললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ বললেন ঃ যে খাদ্যের ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয় না, শয়তান তাকে (নিজের জন্য) হালাল করে নেয়। শয়তান এ মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল এর দ্বারা তার নিজের জন্য খাদ্যকে হালার করার জন্য। আমি তার হাত ধরে ফেললাম। (কারণ সে 'বিসমিল্লাহ' ছাড়াই খানা শুরু করছিল)। তারপর শয়তান এ বেদুঈনকে নিয়ে আসে। এ সাহায্যে তার নিজের জন্য খাদ্য হালাল করার উদ্দেশ্যে। আমি তারও হাত ধরে ফেললাম। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি ঃ এ দু'জনের হাতের সথে শয়তানের হাতও আমার হাতের মধ্যে (মুষ্টিবন্ধ) আছে। তারপর তিনি আল্লাহর নাম (বিসমিল্লাহ্ পড়ে) নিয়ে খানা খেলেন। (মুসলিম)

٧٣٢- وَعَنْ أُمَيَّةَ بْنِ مُخْشِيٍّ الصَّحَابِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ اللّٰهَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلاَّ لُقْمَةً

فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ ، قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ : مَا زَالَ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ اسْتَقَاءَ مَا فِيْ بَطْنِهِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ -

৭৩২. হযরত উমাইয়্যাহ ইব্‌ন মাখ্‌শী সাহাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে ছিলেন। একলোক আল্লাহ নাম না নিয়েই খানা খাচ্ছিল। তার খানা শেষ হতে তখন মাত্র .ক লুক্‌মা বাকি। এ শেষ লুক্‌মাটি মুখে তুলে দেয়ার সময় সে বলল 'বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ও আখিরাহু'– অর্থাৎ আল্লাহ নাম নিচ্ছি আমি খানার শুরু এবং শেষ ভাগে। (এ দৃশ্য দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে দিলেন। তিনি বললেন ঃ শয়তান বরাবর তার সাথে খানা খাচ্ছিল। আল্লাহর নাম লওয়া মাত্র, যা কিছু শয়তানের পেটে ছিল, সব বমি করে ফেলে দিল। (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

٧٣٣– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ طَعَامًا فِيْ سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৭৩৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ছয়জন সাহাবীর সাথে খানা খাচ্ছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এল। সে দু'লুক্‌মাতেই সম্পূর্ণ খানা শেষ করে ফেলল। (এটা দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ লোকটি যদি আল্লাহর নাম নিয়ে খেত, তাহলে এ খানা তোমাদের সকলের জন্যই যথেষ্ট হত।(তিরমিযী)

٧٣٤– وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ ، وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৭৩৪। হযরত উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ যখন দস্তরখানা উঠাতেন তখন বলতেন ঃ আল-হামদুলিল্লাহ হামদান কাসিরান তাইয়্যিবান মুবারাকান ফীহি গায়রা মাকফিয়্যিন ওয়া-লা মুসতাগনান আনহু রাব্বানা অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, প্রচুর প্রশংসা যা পাক পবিত্র বরকতময় সব সময়ের জন্যই প্রশংসা, এমন প্রশংসা যা যথেষ্ট হবার নয়, যা থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া ও যায় না। (বুখারী)

٧٣٥– وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا ، وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ -

৭৩৫. হযরত মু'আয ইব্ন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে খানা খাবে তারপর বলবে ঃ "আল-হামদু লিল্লাহিল্লাযি আত্আমানি হা-যা ওয়া রাযাকানীহি মিন গাইরি হাওলিন মিন্নী ওয়ালা কাউওয়াতুন– সকল প্রশংসা আল্লাহ যিনি আমাকে এ খাবার খাওয়ালেন, আমাকে রিয্ক দিলেন আমার কোনরূপ চেষ্টা ও শক্তি ছাড়াই, তার পেছনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে"। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ لَايَعْيِبُ الطَّعَامَ وَاسْتِحْبَابِ مَدْحِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্যের বদনাম না করা ও খাদ্যের প্রশংসা করা।

٧٣٦– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَا عَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৭৩৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কখনো কোন খাদ্যের বদনাম করেন নি। তাঁর রুচিসম্মত হলে খেতেন। আর রুচি সম্মন না হলে খেতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٣٧– وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدْمَ فَقَالَ : مَا عِنْدَنَا إِلاَّ خَلٌّ ، فَدَعَا بِهِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقُوْلُ : نِعْمَ الْأُدْمُ الْخَلُّ ، نِعْمَ الْأُدْمُ الْخَلُّ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

৭৩৭. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবার পরিজনদের নিকট সালুন চাইলেন। তারা বললেন ঃ আমাদের নিকট সির্কা ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি সিরকাই আনালেন। আনিয়ে খেতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন ঃ কি উৎকৃষ্ট সালুন সির্কা ঃ কি উৎকৃষ্ট সালুন সির্কা। (মুসলিম)

بَابُ مَايَقُوْلُهُ مَنْ حَضَرَ الطَّعَامَ وَهُوَ صَائِمٌ إِذَا لَمْ يُفْطِرْ

অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদারের সামনে খাবার এলে কি করতে হবে।

٧٣٨– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

৭৩৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেয়া হলে সে যেন তা কবুল করে। যদি সে রোযাদার হয়ে তাহলে যেন তা (দাওয়াতকারী) জন্য দোয়া করে দেয়। আর যদি রোযাদার না হল, তাহলে খানা খেয়ে নেয়া উচিত। (মুসলিম)

بَابُ مَا يَقُوْلُهُ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ فَتَبِعَهُ غَيْرَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকে দাওয়াত দেয়া হয় তার সাথে আরেক জন এলে।

٧٣٩- عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدِ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : دَعَا رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ لَهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلُ ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ هٰذَا تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ قَالَ " بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৩৯. হযরত মাসউদ বাদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য বিশেষভাবে খাবার তৈরী করে তাঁকে খাওয়ার জন্য আহবান করল। তিনি ছিলেন (খাবারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে) পঞ্চম। কিন্তু তাদের সাথে আরো এক জন এসে শামিল হল। সে দরজা পর্যন্ত পৌছলে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেজবান কে বললেন ঃ এ ব্যক্তি আমাদের সাথে শামিল হল। তোমাদের ইচ্ছে হলে তাকে অনুমতি দাও। নতুবা সে চলে যাবে। মেজবান বলল ঃ না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বরং তাকে অনুমতি দিচ্ছি। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيْهِ وَوَعَظَهُ وَتَأْدِيْبِهِ مَنْ يُسِيْئُ أَكْلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিজের সামনে থেকে খাওয়া ও অন্যকে খাওয়ার আদাব শেখানো।

٧٤٠- عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا فِيْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِيْ تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا غُلَامُ سَمِّ اللّٰهَ تَعَالَى وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৪০. হযরত উমর ইব্‌ন সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হচ্ছিলাম। খাওয়ার সময় আমার হাত খাবার পাত্রের চতুর্দিকে বিচরণ করত। রাসূলুল্লাহ আমাকে বললেন ঃ বেটা, আল্লাহর নাম লও (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ পড়) ডান হাতে খাও। আর নিজের সামনে থেকে খাও। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٤١- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ : كُلْ بِيَمِيْنِكَ قَالَ : لَا أَسْتَطِيْعُ قَالَ : لَا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ وَإِلَّا الْكِبْرُ ! فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৪১. হযরত সালামাহ ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বাম হাতে খাবার খেল। তিনি বললেন ঃ ডান হাতে খাও। সে বলল ঃ আমি অপরাগ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি যেন আর নাই পার। অহংকার ছাড়া আর কিছুই তাকে (ডান হাতে খেতে) বাধা দেয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে সে আর কখনোই মুখ অবধি হাত তুলতে পারে নি। (মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا إِذَا كَانَ جَمَاعَةً إِلاَّ بِإِذْنِ رُفْقَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ সংগীদের অনুমতি ছাড়া দুই খেজুর একত্রে খাওয়া।

٨٤٢- عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ : أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَرُزِقْنَا تَمْرًا وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ ، فَيَقُوْلُ :لاَ تُقَارِنُوْا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْأَقْرَانِ ثُمَّ يَقُوْلُ : إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلَ أَخَاهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৪২. হযরত জাবালাহ ইব্ন সুহাইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরের সাথে আমরাও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হয়ে পড়লাম। আমাদের একটি করে খেজুর দেয়া হত। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর আমাদের নিকট দিয়ে যেয়ে থাকতেন। আমরা তখন খাওয়ার মধ্যে থাকতাম। তিনি বলতেন ঃ দেখো, দুই খেজুর একত্রে মিলিয়ে খেয়ো না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ মিলিয়ে খেতে নিষেধ করেছেন। তারপর বলতেন ঃ অবশ্য (মুসলিম) ভাই ভাই থেকে অনুমতি নিয়ে নিলে সেকথা স্বতন্ত্র। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ مَا يَقُوْلُهُ وَيَفْعَلُهُ مَنْ يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ

অনুচ্ছেদ ঃ খেয়ে তৃপ্ত হতে না পারলে কি করতে হবে।

٧٤٣- عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنْ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلاَ نَشْبَعُ قَالَ : فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْنَ قَالُوْا : نَعَمْ قَالَ : فَاجْتَمِعُوْا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৭৪৩। হযরত ওয়াহ্শী ইব্ন হারব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথীরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা খেয়ে থাকি অথচ তৃপ্ত হয় না (এর প্রতিকার কি) তিনি বললেন ঃ সম্ভবত তোমরা পৃথকভাবে খেয়ে থাক? তাঁরা বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমরা সবাই তোমাদের খানা সবাই মিলে একত্রে খাও। আর আল্লাহর নাম নিয়ে নাও। দেখবে, তোমাদের খাদ্যে বরকত হবে। (আবু দাউদ)

بَابُ الْأَمْرِ بِالْأَكْلِ مِنْ جَانِبِ الْقَصْعَةِ وَالنَّهْيُ الْأَكْلِ مِنْ وَسَطِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ পাত্রের একপাশ থেকে খাওয়া, মাঝখান থেকে খাওয়া নিষেধ।

٧٤٤- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ فَكُلُوْا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلاَ تَأْكُلُوْا مِنْ وَسَطِهِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৭৪৪. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বরকত খাবারের মধ্যস্থলে অবতীর্ণ হয়। কাজেই তার একপাশ থেকে খাও। তার মধ্যস্থল থেকে খেয়ো না। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧٤٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُسْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيِّ ﷺ قَصْعَةٌ يَقَالُ لَهَا : الْغَرَّاءُ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحَى أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ يَعْنِيْ وَقَدْ ثُرِدَ فِيْهَا فَالتَفُّوْا عَلَيْهَا ، فَلَمَّا كَثُرُوْا جَثَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَعْرَابِيْ : مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنِيْ عَبْدًا كَرِيْمًا . وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا عَنِيْدًا ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا مِنْ حَوَالَيْهَا ، وَدَعُوْا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيْهَا - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدُ -

৭৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুস্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি (বড় ও ভারী) পাত্র ছিল। সেটিকে 'গাররা' বলা হত। চার চার জন লোক সেটিকে বহন করত। যখন চাশ্‌তের সময় হত এবং লোকজন চাশ্‌তের নামায সমাপন করত, তখন উক্ত পাত্র আনা হত। তাতে 'সারিদ' তৈরী করা হত। লোকজন পাত্রের চারপাশে বসে যেত। লোক সংখ্যা যখন বেড়ে যেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দু-জানু হয়ে বসতেন। একবার এক বেদুঈন বলল ঃ এ আবার কেমন বসা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ দেখ, আল্লাহ আমাকে বিনয়ী বান্দা বানিয়েছেন। আমাকে কঠোর-উদ্ধত ও সত্যের সীমা লংঘনকারী বানাননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বললেন ঃ তোমরা পাত্রের চারপাশ থেকে খাও, মধ্যের উচু স্থান থেকে খেয়ো না। কারণ তাতেই বরকত নাযিল হয়। (আবু দাউদ)

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

অনুচ্ছেদ ঃ হেলান দিয়ে খানা খাওয়া।

٧٤٦- عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا أَكُلُ مُتَّكِئًا - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৭৪৬. হযরত আবু জুহাইফা ওহ্‌র ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি হেলান দিয়ে খানা খাই না। (বুখারী)

٧٤٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৪৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ অবস্থায় বসা দেখলাম যে, তাঁ উভয় হাঁটু খাড়া রয়েছে। তিনি তখন খেজুর খাচ্ছিলেন। (মুসলিম)

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعِ

অনুচ্ছেদ ঃ তিন আংগুলে খাওয়া ও বরতনে চেটে খাওয়া ইত্যাদি।

٧٤٨- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৪৮. হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন খানা খায় সে যেন তার আংগুল মুছে না ফেলে বরং তা চেটে খায় বা কাউকে দিয়ে চাটিয়ে নেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٤٩- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৪৯. হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন আংগুল খেয়ে থাকতেন। খাওয়া শেষ হলে আংগুল চেটে খেতেন। (মুসলিম)

٧٥٠- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ ، وَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ فِىْ أَىِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৫০. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন আংগুল ও খাওয়ার পাত্র লেহন করে খাওয়াব। আরো বলেছেন ঃ তোমাদের জানা নেই, তোমাদের কোন খাবারে বরকত রয়েছে। (মুসলিম)

٧٥١- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتّٰى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ فِىْ أَىِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৫১. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো যখন লুমকা পড়ে যায় সে যেন তা তুলে নেয়, তাতে লেগে থাকা ময়লা ছাড়িয়ে নিয়ে যেন খেয়ে ফেলে এবং শয়তানের জন্য ছেড়ে না দেয়। আর রুমাল দিয়ে হাত মুছে না ফেলে আংগুল চেটে যেন খায়। কারণ তার জানা নেই খাবারের কোন অংশে বরকত নিহিত আছে। (মুসলিম)

٧٥٢- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ اَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَئٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتّٰى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ،ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانَ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَيَدْرِىْ فِىْ أَىِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৫২. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শয়তান তোমাদের প্রতিটি কাজের সময় হাযির হয়ে থাকে। এমন কি খাওয়ার সময় ও সে উপস্থিত হয়। কাজেই তোমাদের কারো লোক্‌মা পড়ে গেলে যেন তা খেয়ে নেয়। শয়তানের জন্য যেন ফেলে না রাখে। খানা থেকে যখন অবসর হয় যেন আংগুল লেহন করে খায়। কারণ তার জানা নেই, তার খাবারের কোন্ অংশে বরকত লুকিয়ে আছে। (মুসলিম)

٧٥٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا ، لَعِنَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ وَقَالَ : إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا وَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ وَقَالَ : إِنَّكُمْ لاَتَدْرُوْنَ فِىْ أَىِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৫৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খানা খেতেন, তার নিকট আংগুল চেটে খেতেন আর বললেন ঃ তোমাদের কারো লোক্‌মা পড়ে গেলে যেন উঠিয়ে নেয় এবং তাতে লেগে যাওয়া ময়লা দূর করে খেয়ে ফেলে, শয়তানের জন্য যেন তা ছেড়ে না দেয়। তিনি পাত্র মুছে খাওয়ারও নির্দেশ দেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের জানা নেই, তোমাদের কোন খানাতে বরকত নিহিত রয়েছে। (মুসলিম)

٧٥٤–وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ : لاَ ، قَدْ كُنَّا زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَجِدُ مِثْلَ ذٰلِكَ الطَّعَامِ إِلاَّ قَلِيْلاً فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيْلُ إِلاَّ أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا ثُمَّ نُصَلِّى وَلاَ نَتَوَضَّأُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৭৫৪. হযরত সাঈদ ইব্‌ন হারিস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন আগুনে পাকানো জিনিস খেলে অযূ করতে হবে কিনা। তিনি বলেছিলেন ঃ না, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যমানায় ছিলাম। তখন এ জাতীয় খানা আমরা খুব পেতাম না। অল্প-স্বল্প পেতাম। যখন পেতাম (এবং খেয়ে নিতাম), আমাদের নিকট রূমাল তো ছিল না। ছিল হাতের তালু বাযু আর পা। তাতেই হাত মুছে নিতাম। তারপর আমরা নামায পড়তাম। অযূ করতাম না। (বুখারী)

بَابُ تَكْثِيْرِ الْأَيْدِى عَلَى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ খানায় অধিক সংখ্যক হাতের সমাবেশ হওয়া বা সবাই মিলে খাওয়া।

٧٥٥– عن أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِىْ الثَّلاَثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِىُّ الْأَرْبَعَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৫৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট। আর তিনজনের খাবার চার জনের জন্য যথেষ্ট। (বুখারী)

٧٥٦– وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِىْ الْإِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاثْنَيْنِ يَكْفِىْ الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِىْ الثَّمَانِيَةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৫৬. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি শুনেছি। তিনি বলতেন, একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট। দু'জনের খাবর চারজনের জন্য যথেষ্ট। আর চার জনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট। (মুসলিম)

بَابُ أَدَبِ الشُّرْبِ وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلاَثًا خَارِجَ الإِنَاءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْإِنَاءِ عَلَى الْأَيْمَنِ فَالْأَيْمَنِ بَعْدَ الْمُبْتَدِي-

অনুচ্ছেদ ঃ পানি পান করার শিষ্টাচার ও তিন দমে পান পান করা পান পাত্রের বাইরে নিঃশ্বাস ফেলা, পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলা, পান পাত্র ডান দিকের ব্যক্তিকে দেয়া।

٧٥٧- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الشُّرْبِ ثَلاَثًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৫৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি পান করতে তিনবার শ্বাস নিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٥٨- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَشْرَبُوْا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيْرَ وَلَكِنِ اشْرَبُوْا مَثْنَى وَثُلاَثَ وَسَمُّوْا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحِدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৭৫৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা উটের ন্যায় এক নিঃশ্বাসে পানি পান করো না। বরং দু'তিনবার (শ্বাস নিয়ে) পান কর। আর বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ো যখন তোমরা পানি পান করা শুরু কর। আল-হামদু লিল্লাহ বলো যখন পান করা শেষ হয়। (তিরমিযী)

٧٥٩- وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ان النَّبِيَّ ﷺ نَهَى اَنْ يَتَنَفَّس فِيْ الْأَنَاءِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৫৯. হযরত আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন পাত্রে শ্বাস নেওয়া থেকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٦٠- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيْبَ بِمَاءٍ ، وَعَنْ يَمِنْهِ أَعْرَابِيٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ : الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৬০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট দুধ আনা হল, যাতে কিছু পানি মেশানো ছিল। তাঁর ডান দিকে ছিল এক বেদুঈন। আর বামে ছিলেন আবু বকর (রা)। তিনি তার থেকে কিছু পান করলেন। তারপর ঐ বেদুঈনকে দিলেন। আর বললেন ঃ ডানে যে থাকে, সে-ই অগ্রাধিকারের যোগ্য। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٦١- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِتِى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ : أَتَأْذَنُ لِيْ أَنْ أُعْطِيَ هٰؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ : لَا وَاللّٰهِ لَا أُوْثِرُ بِنَصِيْبِيْ مِنْكَ أَحَدًا فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ يَدِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৬১. হযরত সাহল ইব্ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পানীয় (দুধ বা পানি) আনা হল. তিন তা থেকে কিছু পান করলেন। তার ডানে ছিল একটি বালক। আর বাম দিকে ছিল বৃদ্ধ বয়োজ্যেষ্ঠরা। তিনি বালকটিকে বললেন, তুমি কি আমাকে অবশিষ্ট পানীয় এদের (বৃদ্ধদের) দেয়ার অনুমতি দিচ্ছ? বালকটি বলল ঃ না আল্লাহর শপথ (কখনই) আপনার তরফ থেকে আমার জন্য নির্ধারিত অংশের ব্যাপারে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) পিয়ালাটি বালকটির হাতে রেখে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ وَنَحْوِهَا وَبَيَانِ أَنَّهُ كَرَاهَةُ تَنْزِيْهٍ لَا تَحْرِيْمٍ-

অনুচ্ছেদঃ মশ্‌ক ইত্যাদিতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা মাকরূহ, অবশ্য তা হারাম নয়।

٧٦٢-عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ يَعْنِيْ: أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا، وَيُشْرَبَ مِنْهَا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৬২. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মশ্‌কের মুখ মুচড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ মশ্‌কের মুখ বাঁকিয়ে ভেংগে পানি পান করা। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٦٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ يُشْرَبَ مِنْ فِيْ السِّقَاءِ أَوِالْقِرْبَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৬৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চামড়ার থলে বা মশ্‌কের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٦٤- وَعَنْ أُمِّ ثَابِتٍ كَبْشَةَ بِنْتِ ثَابِتٍ أُخْتِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنْ فِيْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا ، فَقُمْتُ إِلَى فِيْهَا فَقَطَعْتُهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৭৬৪. হযরত সাবিতের কন্যা হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিতের বোন উম্মে সাবিত কাব্‌শাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলেন। তারপর তিনি ঝুলন্ত মশ্‌কের মখে মুখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন, আমি উঠে গিয়ে মশ্‌কের মুখটি কেটে নিলাম (বরকতের জন্য)। (তিরমিযী)

بَابُ كَرَاهَةِ بِنَفْخٍ فِيْ الشَّرَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ পান করার পানিতে ফুঁ দেয়া অনুচিত।

٧٦٥– عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِيْ الشَّرَابِ فَقَالَ رَجُلٌ: القَذَاةُ أَرَاهَا فِيْ الْإِنَاءِ ؟ فَقَالَ : أَهْرِقْهَا قَالَ : إِنِّى لَا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ :فَأَبِنِ الْقَدَحَ إِذًا عَنْ فِيْكَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৭৬৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানীয় ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। একজন বলল ঃ পাত্রে কখনো কখনো ময়লা আবর্জনা দেখা গেলে তখন কি করা? তিনি বললেন ঃ তা ঢেলে ফেলে দেবে। লোকটি বলল ঃ আমি এক নিঃশ্বাসে পান করেতো তৃপ্ত হই না? তিনি বললেন ঃ তাহলে তখন মুখ থেকে পিয়ালা দূরে সরিয়ে নেবে।(তিরমিযী)

٧٦٦– وَعَنْ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِيْ الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৭৬৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানির পাত্রে শ্বাস নিতে অথবা তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী)

بَابُ بَيَانِ جَوَازِ الشَّرَابَ قَائِمًا وَبَيَانِ أَنَّ الْأَكْمَلِ وَالْأَفْضَلَ الشُّرْبِ قَاعِدًا

অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে পানি পান করা জায়িয হওয়া, অবশ্য পূর্ণাঙ্গ ও ফযীলত পূর্ণ পান হয় বসে।

٧٦٧– وَعَنْ أَبِىْ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَقَيْتَ النَّبِىَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمْ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৬৭. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যমযমনের পানি পান করিয়েছি। তিনি দাঁড়িয়েই তা পান করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٦٨- وَعَنْ النَّزَّالِ بنِ سَبْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بَابَ الرَّحْبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا ، وَقَالَ : إِنِّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُوْنِى فَعَلْتُ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৭৬৮. হযরত নাযযাল ইব্‌ন সাবরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বাবুর রাহবাহ নামক স্থানে এলেন, দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন, তারপর বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপই করতে দেখেছি, যেরূপ তোমরা আমাকে করতে দেখলে। (বুখারী)

٧٦٩- وَعَنْ أَبِى عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا تَأْكُلُ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِى ، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৭৬৯. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জামানায় আমরা চলন্ত অবস্থায় খানা খেতাম এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করতাম। (তিরমিযী)

٧٧٠- وَعَنْ عَمْرُو بنُ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৭৭০. হযরত আমর ইব্‌ন শু'আইব (রা) কর্তৃক তার পিতা, তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি (কখনো) দাঁড়িয়ে আবার (কখনো বা) বসে পানি পান করতে। (তিরমিযী)

٧٧١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلَ قَائِمًا قَالَ قَتَادَةَ لِأَنَسٍ : فَالأَكْلُ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৭১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তা খানা খাওয়ার ব্যাপারে কি হুকুম? তিনি বললেন, এটা খারাপ অথবা নিকৃষ্টতর কাজ। (মুসলিম)

٧٧٢- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَشْرَبَنْ أَحَدُ مِنْكُمْ قَائِمًا ، فَمَنْ نَسِىَ فَلْيَسْتَقِئْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৭২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কোনমতেই দাঁড়িয়ে পানি পান না করে। যে ভুলবশত এরূপ করে ফেলে সে যেন বমি করে দেয়। (মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ كَوْنِ سَاقِيُ الْقَوْمِ اَخِرُهُمْ شُرْبًا

অনুচ্ছেদ ঃ সাকী যে পান করায় সবার শেষে তার পান করা।

٧٧٣- عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَاقِيْ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৭৭৩. হযরত আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কাওমের যে সাকী (পানীয় পরিবেশনকারী) হবে, পান করার দিক থেকে সে সবার শেষে থাকবে। (তিরমিযী)

بَابُ جَوَازِ الشُّرْبِ مِنْ جَمِيْعِ الْأَوَانِيْ الطَّاهِرَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَجَوَازُ الْكَرْعِ وَهُوَ الشُّرْبُ بِالْفَمِ مِنَ النَّهْرِ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ اِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِيْ الشُّرْبِ وَالْاَكْلِ وَالطَّهَارَةِ وَسَائِرِ وُجُوْهِ الْاِسْتِعْمَالِ -

অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যতীত সকল পাত্র থেকে পান করা জায়িয, নহর ও ঝর্ণায় মুখ লাগিয়ে পান করা জায়িয। সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহরে করা বা পবিত্রতা অর্জন বা এগুলোর যে কোন প্রকার ব্যবহার হারাম।

٧٧٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيْبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ وَبَقِى قَوْمٌ فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيْهِ كَفَّهُ ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قَالُوْا كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ : ثَمَانِيْنَ وَزِيَادَةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৭৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের সময় নিকটবর্তী হল। যাদের ঘর নিকটে ছিল তারা তাদের পরিজনদের নিকট (অযূ করতে) চলে গেল। কিছু সংখ্যক লোক বাকী রয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট একটি পাথরের বাটি আনা হল। পাত্রটি এতো ছোট ছিল যে, তাতে তাঁর হাত সম্প্রসারিত করারও জায়গা ছিল না। (রাসূলুল্লাহর বরকতে) সমস্ত লোক তা থেকে অযূ করে নিল। লোকেরা বলল ঃ তোমাদের সংখ্যা কত ছিল? বলা হল ঃ আশিজন বা তার চাইতে কিছু বেশী। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٧٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَا : فِيْ تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৭৭৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট এলেন। আমার তাঁর জন্য পিতলের একটি পাত্রে করে পানি নিয়ে এলাম। তিনি অযূ করলেন। (বুখারী)

٧٧٦- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِيْ شَنَّةٍ وَإِلاَّ كَرَعْنَا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৭৭৬. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আনসারীর নিকট এলেন। সংগে তাঁর এক সাথীও (আবু বকর রা) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমার মশকে যদি রাতের বাসী পানি থাকে, তাহলে দাও। অন্যথায় আমরা কোন নহর ইত্যাদিতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করে নেব। (বুখারী)

٧٧٧- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالشُّرْبِ فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَقَالَ هِيَ لَهُمْ فِيْ الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِيْ الْآخِرَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৭৬. হযরত হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের রেশমী ও রেশম সূতি মিশেল কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। তিনি সোনা ও রূপার পাত্রে পান করা থেকেও নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এসব জিনিস দুনিয়াতে তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) জন্য নির্ধারিত আর তোমাদের জন্য আখিরাতে নির্দিষ্ট। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٧٨- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : الَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ :إِنَّ الَّذِيْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِيْ أٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ : مَنْ شَرِبَ فِيْ إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ -

৭৭৮. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করবে, সে তার পেটে জাহান্নামের আগুনকেই প্রজ্জ্বলিত করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে ঃ যে রূপা ও সোনার পাত্রে খাবে অথবা পান করবে। তার আরেক বর্ণনায় রয়েছে ঃ সে সোনার অথবা রূপার পাত্রে পান করবে, সে তার পেটে জাহান্নামেরই আগুন প্রজ্জ্বলিত করবে।

كِتَابُ اللِّبَاسِ

অধ্যায় ঃ পোষাক পরিচ্ছদ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الثَّوْبِ الْأَبْيَضِ وَجَوَازِ الْأَحْمَرِ وَالْأَخْضَرِ وَالْأَصْفَرِ وَالْأَسْوَدِ وَجَوَازِهِ مِنْ قُطْنٍ وَكَتَّانٍ وَشَعْرٍ وَصُوْفٍ وَغَيْرِهَا إِلاَّ الْحَرِيْرِ -

অনুচ্ছেদ ঃ সাদা কাপড় পরা ভাল; লাল, সবুজ, হলুদ ও কালো রংয়ের কাপড় পড়া জায়িয; সুতী, উলী, পশমী ইত্যাদি যাবতীয় কাপড় পরিধান করা জায়িয তবে রেশমী নয়।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَا بَنِىْ اٰدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِىْ سَوَاتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ (الأعراف : ٢٦)

"হে আদম সন্তান, আমি তোমাদের জন্য পোষাক নাযিল করেছি। যেন তোমাদের দেহের লজ্জাস্থানসমূহকে ঢাকতে পার। এটা তোমাদের জন্য দেহের আচ্ছাদন ও শোভা বর্ধনের উপায়ও। আর সর্বোত্তম পোষাক হচ্ছে তাক্ওয়ার পোষাক।" (সূরা আ'রাফ ঃ ২৬)

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ (النحل : ٨١)

"তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন বস্ত্রের, যা তোমাদের তাপ থেকে রক্ষা করে। এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের বা তোমাদের যুদ্ধের সময় রক্ষা করে।" (সূরা নাহল ঃ ৮১)

٧٧٩- وَعَنْ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلْبِسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ -

৭৭৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিতভ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা তোমাদের কাপড়গুলি থেকে সাদা কাপড় পরিধান করো। কারণ তোমাদের কাপড়গুলির মধ্যে এটাই সর্বোত্তম। আর সাদা কাপড়েই তোমাদের মৃতদেহ কাফন দিয়ো।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧٨٠- وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبِسُوْا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ - رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَالْحَاكِمُ -

৭৮০. হযরত সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাদা পোষাক পর। কারণ এটাই পবিত্র ও উৎকৃষ্টতর। আর সাদা কাপড়েই তোমাদের মৃতদেহ কাফন দিয়ো। (নাসাঈ ও হাকেম)

٧٨١- وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرْبُوْعًا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৮১. হযরত বারা'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গঠনাকৃতি ছিল মধ্যম ধরনের। আমি তাঁকে লাল চাদর গায়ে জড়ানো অবস্থায় দেখেছি। আমি (দুনিয়াতে) তাঁর চাইতে আর কোনো সুন্দর জিনিস দেখিনি।(বুখারী ও মুসলিম)

٧٨٢- وَعَنْ أَبِىْ جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ فِىْ قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ فَخَرَجَ بِلاَلٌ بِوَضُوْئِهِ فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلاَلٌ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا يَقُوْلُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً: حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ لاَيُمْنَعُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৮২. হযরত আবু জুহায়ফা ওহব ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কায় দেখেছি। তখন তিনি বাত্‌হা নামক স্থানে চামড়ার একটি লাল তাঁবুতে ছিলেন। এমন সময় হযরত বিলাল (রা) তাঁর জন্য অযূর পানি নিয়ে এলেন। কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পানির কিছু অংশ তো পেয়ে গেলেন। (আবার কেউ পেলেনও না) বরং অন্যান্যদের মারফতে কিছুটা লাভ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সময় লাল চোগা পরে বের হয়ে এলেন। আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উভয় হাঁটুর নিম্নদেশের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। তিনি অযূ করলেন। হযরত বিলাল (রা) আযান দিলেন। আমি তাঁর মুখ এদিক ওদিক খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। তিনি তখন ডানে ও বাঁয়ে হাইয়্যা আলাস্ সালাহ্ হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বলছিলেন। এরপর তাঁর সামনে একটি বর্শা ফলক গেড়ে দেয়া হল। তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে নামায পড়ালেন। নামাযের সময় তাঁর সামনে দিয়ে কুকুর ও গাধা চলাচল করছিল। তাঁরপক্ষ থেকে তাদের কোনরূপ বাধা প্রদান করা হয়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٨٣- وَعَنْ أَبِىْ رِمْثَةَ رِفَاعَةَ التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ -

৭৮৩. হযরত আবু রিমসাহ রিফাআহ তাইমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম তখন তাঁর গায়ে ছিল দু'টি সবুজ কাপড়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧٨٤- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৮৪. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মক্কায়) প্রবেশ করলেন। তখন তিনি একটি কালো রংয়ের পাগড়ী পরিহিত ছিলেন। (মুসলিম)

٧٨٥- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৮৫. হযরত আবু সাঈদ আমর ইব্‌ন হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পাচ্ছি। তাঁর মাথায় কালো রংয়ের পাগড়ী রয়েছে, যার উভয় কিনার তাঁর দুই কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। (মুসলিম)

٧٨٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৮৬. হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনটি সাদা সূতী ইয়ামনী দ্বারা কাফন দেয়া হয়েছে। তাতে কামিস্ ও পাগড়ী ছিল না। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٨٧- وَعَنْهَا قَالَتْ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৮৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালো পশমে তৈরী চাদর গায়ে জড়িয়ে বের হলেন। তাতে উটের পিঠের হাওদার নক্‌শা অংকিত ছিল। (মুসলিম)

٧٨٨- وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ " كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيْ مَسِيْرٍ فَقَالَ لِيْ : أَمَعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِيْ سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوْفٍ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ : دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ : أَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ -

৭৮৮. হযরত মুঘিরাহ ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সংগী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তোমার সাথে কি পানি আছে? আমি বললাম, হাঁ (আছে) । তিনি সাওয়ারী থেকে নামলেন এবং একদিকে পায়ে হেটে রওয়ানা করলেন। এমন কি তিনি রাতের আঁধারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি এলেন। আমি আমার পাত্র থেকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি মুখ ধুয়ে নিলেন। তিনি তখন একটি পশমী জুব্বা পরিচিত ছিলেন। তিনি তার মধ্য থেকে তাঁর হাত দু'টি বের করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। অবশেষে জুব্বার নিচে দিয়ে হাত বের করলেন। তারপর উভয় বাযু ধুলেন ও মাথা মুবারক মসেহ্ করলেন। আমি তাঁর মোজা খোলার জন্য হাত বাড়ালাম। তিনি বললেন ঃ ওগুলো ছেড়ে দাও। আমি ওগুলো পাক অবস্থায় পরিধান করেছি। তারপর তিনি উভয় মোজার ওপর মাসেহ্ করে নিলেন। বুখারী ও মুসলিম আরেক বর্ণনায় রয়েছে ঃ তিনি সংকীর্ণ আস্তিন বিশিষ্ট সিরীয় জুব্বা পরিহিত ছিলেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ এ ঘটনা তাবুক যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছিল।

بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْقَمِيْصِ

অনুচ্ছেদ ঃ জামা পরা ভালো বা মুস্তাহাব।

٧٨٩- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْقَمِيْصَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৭৮৯. হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সবচাইতে প্রিয় ও পসন্দনীয় কাপড় ছিল কামিস বা জামা। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

بَابُ صِفَةِ طُوْلِ الْقَمِيْصِ وَالْكُمِّ وَالْإِزَارِ وَطَرَفِ الْعِمَامَةِ وَتَحْرِيْمِ إِسْبَالِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيْلِ الْخُيَلَاءِ وَكَرَاهَتِهِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءِ ـ

অনুচ্ছেদ ঃ জামা ও আস্তিন কিরূপ হতে হবে, জামাও আস্তিনের পরিমাণ। তহবন্দ ও পাগড়ীর সীমা এবং অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া হারাম।

٧٩٠– وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ كُمُّ قَمِيْصِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الرُّسْغِ ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ ـ

৭৯০. হযরত আসমা বিনতে আনসারীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জামার আস্তিন ছিল হাতের কব্জি পর্যন্ত। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧٩١– وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ إِزَارِيْ يَسْتَرْخِيْ إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلَاءَ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـ

৭৯১. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত তার কাপড় ঝুলিয়ে দেবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি তাকাবেন না। হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তহবন্দ তো অধিকাংশ সময় ঝুলে যায়, যদি না আমি খুব সচেতন থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ তা তুমি তো তাদের মধ্যে শামিল নও, যারা অহংকার বশত কাপড় ঝুলিয়ে থাকে। (বুখারী)

٧٩٢– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৭৯২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না যে অহংকারবশত তার তহবন্দ বা পাজামা ঝুলিয়ে দেয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

٧٩٣– وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـ

৭৯৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "দুই টাখনুর নিচে তহবন্দ যে পরিমাণ স্থান ঢেকে রাখবে, তা জাহান্নামে যাবে।" (বুখারী)

٧٩٤- وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ، قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارٍ ، قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ : خَابُوْا وَخَسِرُوْا ! مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : وَالْمُسْبِلُ ، وَالْمَنَّانُ ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ -رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

৭৯৪. হযরত আবু যারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিনজন লোকের সাথে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি ফিরে তাকাবেন না। এবং (গুনাহ থেকে) তাদের পাকও করবেন না। উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাগুলো তিন তিনবার বললেন। হযরত আবু যার (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সকল বিফল মনোরথ ও বঞ্চিত কারা? তিনি বললেন ঃ তারা হচ্ছে ১. যে অহংকার করে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়। ২. যে উপকার করে খোঁটা দেয় বা বলে বেড়ায় এবং ৩. যে মিথ্যা শপথ করে তার পণ্য বিক্রয় করে থাকে। (মুসলিম)

٧٩٥- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اَلْإِسْبَالُ فِىْ الْإِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ وَمَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ-

৭৯৫. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তহবন্দ বা পায়জামা, জামা ও পাগড়ীই ঝুলিয়ে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি অহংকার বশত এরূপ কিছু ঝুলিয়ে দেবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি তাকাবে না। (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

٧٩٦- وَعَنْ أَبِىْ جُرَىٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ لاَيَقُوْلُ شَيْئًا إِلاَّ صَدَرُوْا عَنْهُ قُلْتُ : مَنْ هٰذَا؟ قَالُوْا : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ : لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ ، عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى قُلْ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ قَالَ : قُلْتُ

: أَنْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : أَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ الَّذِىْ إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ ، وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلاَةٍ ، فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ : اعْهَدْ إِلَىَّ قَالَ : لاَ تَسُبَّنَّ أَحَدًا قَالَ : فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ بَعِيْرًا ، وَلاَ شَاةً وَلاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ ، إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوْفِ : وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ وَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيْكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيْهِ ، فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ -

৭৯৬. হযরত আবু জুরাই জাবির ইব্‌ন সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজনকে দেখলাম, লোকেরা তার মতামতের অনুসারী করে থাকে। সে যাই বলুক না কেন লোকজন তা-ই গ্রহণ করে নেয়। আমি বললাম ঃ ইনি কে? লোকেরা বলল ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । আমি বললাম ঃ "আলাইকাস্‌ সালামু ইয়া রাসূলাল্লাহ"। এরূপ দু'বার বললাম। তিনি বললেন ঃ 'আলাইকাস্‌ সালাম' বলো না। কারণ 'আলাইকাস্‌ সালাম' হলো মৃতের সালাম। বরং বল ঃ 'আস্‌ সালামু আলাইকা'। আমি বললাম ঃ আপনি আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন ঃ (হাঁ), আমি আল্লাহর রাসূল। তুমি যদি কোন বিপদ মুসিবতে পড় সেই আল্লাহরই নিকট দো'আ করবে, তিনি তা দূর করে দেবেন। তুমি যদি দুর্ভিক্ষে পড় (ও কোনরূপ শস্য উৎপন্ন না হয়), তাঁর যদি জনমানব-হীন অথবা পানি বিহীন প্রান্তরে থাক, আর তোমার সাওয়ারী হারিয়ে যায় তুমি তাঁর নিকট দু'আ করবে, তিনি তোমাকে তা ফিরিয়ে দেবেন। জাবির ইব্‌ন সুলাইম (রা) বলেন, আমি বললাম, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ কাউকে কখনো গালি-গালাজ করো না। জাবির (রা) বলেন, এরপর আমি আর কখনো আযাদ, গোলাম, তথা উট,বকরী ওয়ালাকেও গালি দেইনি। ভাল ও নেকির কোন কাজকে ছোট ও নিকৃষ্ট জেনো না। তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে কথা বলবে। এটিও একটি ভাল ও নেকির কাজ। ইযার বা তহবন্দ হাঁটুর নিচে অর্ধেক পর্যন্ত ওঠাবে। এত দূর যদি ওঠাতে তোমরা বাধা থাকে তাহলে অন্ততঃ টাখনু পর্যন্ত ওঠাবে। পায়জামা (গিরার নিচে) ঝুলিয়ে দেয়া থেকে দূরে থাকবে। কারণ এটা হচ্ছে অহংকারের অন্তর্গত। আর আল্লাহ অহংকার পসন্দ করেন না। কেই যদি তোমাকে গালি দেয় অথবা তোমার সম্পর্কে যা সে জানে সে বিষয় তোমার দুর্নাম করে, তুমি তার সম্পর্কে যান জান, সে বিষয়ে তার দুর্নাম করো না। কারণ এর খারাপ পরিণাম তারই ওপর বর্তাবে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧٩٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلٌ إِزَارَهِ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، مَالَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ؟ قَالَ ؟ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৭৯৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (টাখনুর নিচে) তহবন্দ ঝুলিয়ে নামায পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, যাও, আবার অযূ কর। সে গেল ও পুনরায় অযূ করে এল। তিনি আবার বললেন, যাও, আবার অযূ করে এস। একজন বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন তাকে অযূ করে আসার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন? তারপর আবার নিরবতা অবলম্বন করছেন? তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি তার তহবন্দ (টাখনুর নিচে) ঝুলিয়েই নামায পড়েছে। অথচ আল্লাহ এমন লোকের নামায কবুল করেন না, যে তার তহবন্দ ঝুলিয়ে দিয়ে নামায পড়ে। (আবু দাউদ)

٧٩٨- وَعَنْ قَيْسِ بنِ بِشْرٍ التَّغْلِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي وَكَانَ جَلِيْسًا لِأَبِيْ الدَّرْدَاءِ قَالَ : كَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بنِ الحَنْظَلِيَّةِ ، وَكَانَ رَجُلاً مُتَوَحِّدًا قَلَّمَا يُجَالِسُ النَّاسَ ،إِنَّمَا هُوَ صَلاَةٌ ، فَإِذَا فَرَغَ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيْحٌ وَتَكْبِيْرٌ حَتَّى يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَمَرَّ بِنَا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ قَالَ : قَالَ : بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَرِيَّةً فَقَدِمَتْ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِيْ يَجْلِسُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ لَوْ رَأَيْتَنَا حِيْنَ الْتَقَيْنَا نَحْنُ وَالْعَدُوُّ فَحَمَلَ فُلاَنٌ وَطَعَنَ ، فَقَالَ خُذْهَا مِنِّيْ ، وَأَنَا الْغُلاَمُ الْغِفَارِيُّ ، كَيْفَ تَرَى فِيْ قَوْلِهِ ؟ قَالَ : مَا أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ بَطَلَ أَجْرُهُ فَسَمِعَ بِذَلِكَ آخَرَ فَقَالَ : مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، فَتَنَازَعَا حَتَّى سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ؟ لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْجَرَ وَيُحْمَدَ فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ سُرَّ بِذَلِكَ ، وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَيَقُوْلُ : أَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُ : نَعَمْ ، فَمَا زَالَ يُعِيْدُ عَلَيْهِ حَتَّى أَنِّيْ لَاَقُوْلُ

لَيَبْرُكَنَّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ قَالَ : فَمَرَّ بِنَا يَوْمًا أُخَرَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةٌ تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ كَالْبَاسِطِ يَدَهِ بِالصَّدَقَةِ لاَيَقْبِضُهَا ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةٌ تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمُ الْأَسَدِيُّ! لَوْلاَ طُوْلُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ! فَبَلَغَ خُرَيْمًا ، فَعَجَّلَ ، فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أُذُنَيْهِ ، وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةٌ تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّكُمْ قَادِمُوْنَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ، فَأَصْلِحُوْا رِحَالَكُمْ ،وَأَصْلِحُوْا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُوْنُوْا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِيْ النَّاسِ ، فَإِنَّ اللهَ لاَيُحِبُّ الْفُحْشَ وَلاَ التَّفَحُّشَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৭৯৮. হযরত ইব্‌ন বিশ্‌র তাগ্‌লিগী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা খবর দিয়েছেন। তিনি ছিলেন আবু দারদা (রা)-এর সাথী। তিনি (বিশ্‌র) বলেন, দামেশ্‌কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এক সাহাবী ছিলেন। তাঁকে ইবন হান্‌যালিয়াহ্ বলা হত। তিনি নির্জনতা বেশী পসন্দ করতেন। লোকদের সাথে মেলামেশা খুব কমই করতেন। নামাযেই অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিতেন। নামায থেকে অবসর হয়ে তাসবীহ্ ও তাকবীরে মশগুল থাকতেন। এ অবস্থায়ই তিনি তার পরিবার পরিজনের নিকট আসতেন। (একবার) তিনি আমাদের নিকট দিয়ে গেলেন। আমরা তখন হযরত আবু দারদা (রা)-এর নিকট ছিলাম। আবু দারদা (রা) তাঁকে বললেন ঃ এমন কোন কথা আমাদের বলে দিন, যা আমাদের উপকারে আসবে অথচ আপনারও কোন ক্ষতি হবে না। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠালেন। বাহিনী ফিরে আসার পর তাদের একজন এল। এসে ঐ মজলিসে বস্‌ল যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসেছিলেন। আগত লোকটি তাঁর পাশে বসা লোকটিকে বললো ঃ যদি তুমি আমাদের তখন দেখতে পেতে যখন জিহাদের ময়দানে আমরা শত্রুর মুখোমুখি হয়েছিলাম, উমুক (কাফের) বর্শা উঠিয়ে আক্রমণ করলো এবং খোঁচা দিলো। জবাবে (আক্রান্ত মুসলমানটি) বললো ঃ এইনে আমার পক্ষ থেকে, আর আমি হচ্ছি গিফার গোত্রের ছেলে।" তার এই বক্তব্য সম্পর্কে আপনি কি বলেন? লোকটি বললো ঃ আমার মতে (অহংকারের কারণে) তার সাওয়াব নষ্ট হয়ে গেছে। অন্য একজন একথা শুনে বললো ঃ আমি তো এতে কোনো ক্ষতি দেখি না। তারা বিতর্কে লিপ্ত হলো। এমনি সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও শুনে ফেললেন। তিনি বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! এতে কোনো ক্ষতি নেই, তাকে (আখিরাতে) সাওয়াব দেয়া হবে এবং (দুনিয়ায়) প্রশংসা করা

হবে। বিশ্‌র (র) বলেন, আমি হযরত আবু দারদাকে (রা) দেখলাম, তিনি এতে খুশী হয়েছেন ও তাঁর দিকে নিজের মাথা উঠাচ্ছেন এবং বলছেন ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে একথা শুনেছেন? জবাবে হযরত ইবন হানযালীয়া (রা) বলেন ঃ হাঁ, শুনিছে। কাজেই হযরত আবু দারদা (রা) বারবার একথাটি ইব্‌ন হানযালীয়ার সামনে বলতে লাগলেন। এমন কি আমি অবশেষে বলেই ফেললাম, আপনি কি ইব্‌ন হানযালীয়ার হাঁটুর ওপর চড়ে বসতে চান?

বিশ্‌র (র) বলেন ঃ অন্য একদিন ইবন হানযালীয়া আবার আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু দারদা (রা) তাঁকে বললেনঃ এমন কিছু কথা বলুন যা আমাদের কাজে লাগে এবং আপনার ও কোন ক্ষতি না হয়। জবাবে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ঘোড়ার খাবারের জন্য অর্থ ব্যয় করে সে এমন এক ব্যক্তির ন্যায় সে সাদাকা দেবার জন্য নিজের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং তা আর টেনে নেয় না। তারপর আর একদিন ইবন হানযালীয়া (রা) আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত আবু দারদা (রা) তাঁকে বলেন, এমন কিছু কথা আমাদের বলুন, যাতে আমরা লাভবান হই এবং আপনার ক্ষতি না হয়। তিনি জবাবে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, খুরাইম উসাইদী কী চমৎকার ব্যক্তি যদি তার চুল বেশী লম্বা না হয় এবং তার ইযার টাখ্‌নুর নিচে না পড়ে। কথাটি খুরাইমের কানে পৌছে গেলো। তিনি দ্রুত ছুরি নিলেন এবং নিজের চুল কান পর্যন্ত কেটে ফেললেন এবং নিজের ইযারটি হাঁটু ও টাখ্‌নুর মাঝখানে অর্ধাংশ পর্যন্ত উঠিয়ে নিলেন। তারপর আর একদিন ইবন হান্‌যালীয়া আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু দারদা (রা) তাঁকে বললেন, এমন কিছু কথা আমাদের শুনান যাতে আমাদের লাভ হয় ও আপনার কোন ক্ষতি না হয়। জবাবে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ (জিহাদ থেকে ফেরার পর) তিনি বলছিলেন ঃ তোমরা নিজেদের ভাইদের কাছে যাচ্ছো। কাজেই তোমরা নিজেদের হাওদাগুলো ঠিক করে নাও এবং নিজেদের পোষাকগুলোও ঠিক করে নাও, এমনকি তোমরা লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম পোষাকধারীও সর্বোত্তম চেহারার অধিকারী হয়ে যাও। কারণ আল্লাহ্‌ অশ্লীলতার ধারক ও নিঃসংকোচে অশ্লীল কার্য সম্পাদনকারীকে ভালোবাসেন না। (আবু দাউদ)

٧٩٩- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ أَوْ لاَ جُنَاحَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৭৯৯. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন ঃ মুসলমানের লুংগি,পায়জামা হাঁটু ও পায়ের গাঁটের মাঝামাঝি স্থানে (নিসফ সাক) থাকা বাঞ্ছনীয়। আর এই নিস্‌ফাক ও পায়ের গাঁটের মাঝামাঝি স্থানে থাকা

দোষনীয় নয়। টাখ্নুর (পায়ের গাঁট) নিচে যেটুকু থাকবে, তা জাহান্নামে যাবে। যে অহংকারের বশবর্তী হয়ে লুংগি পায়জামা নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেয়, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তার প্রতি ফিরেও তাকাবেন না। (আবু দাউদ)

٨٠٠ - وَعَنْ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَرَرْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْ إِزَارِيْ اسْتِرْخَاءُ فَقَالَ : يَا عَبْدُ اللّٰهِ . ارْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ : زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتَ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ :إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮০০. হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট দিয়ে গিলাম। আমার তহবন্দ তখন নিচের দিকে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আবদুল্লাহ তোমার তহবন্দ ওপরে উঠাও। আমি ওপরে ওঠালাম। তিনি আবার বললেন ঃ আরো উঠাও। আমি আরো উঠালাম। এভাবে তাঁর নির্দেশক্রমে উঠাতেই থাকলাম। লোকদের একজন বলল ঃ তা কতদূর উঠাতে হবে (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) তিনি বললেন, নিসফ সাক (অর্ধজানু) পর্যন্ত। (মুসলিম)

٨٠١ - وَعَنْه قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُوْلِهِنَّ قَالَ يُرْخِيْنَ شِبْرًا قَالَتْ : إِذَا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ : فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا لاَيَزِدْنَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৮০১. হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ব্যক্তি অহংকার বশত তার কাপড় ঝুলিয়ে চলবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি ফিরেও তাকাবেন না। উম্মে সালামা (রা) বললেন ঃ তাহলে মহিলারা তাদের আঁচলের ব্যাপারে কি করবে। তিনি বললেন ঃ তারা এক বিঘত পরিমাণ ছেড়ে দেবে। উম্মে সালামা (রা.) বললেন ঃ এতে তো তাদের পা উম্মুক্ত হয়ে পাড়বে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাহলে এক-হাত পর্যন্ত ঝুলাতে পারে। এর চাইতে যেন বেশি নয় হয়। (আবু দাউদ)

بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ التَّرْفُعِ فِيْ اللِّبَاسِ تَوَاضُعًا

অনুচ্ছেদ ঃ বিনয়-নম্রতার জন্য উন্নত পোষাক পরিহার করা।

٨٠٢ - وَعَنْ مُعَاذِبْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسِ تَوَاضُعًا لِلّٰهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عَلَى رُؤُوْسِ الْخَلاَئِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَىِّ حُلَلِ الْإِيْمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৮০২. হযরত মু'আয ইব্‌ন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই বিনয়-নম্রতা স্বরূপ উন্নতমানের পোষাক পরিহার করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সকল সৃষ্টির ওপর প্রাধান্য দিয়ে তাকে আহবান করবেন। এমন কি তাকে ঈমানের (পোষাক বা) অলংকার সমূহ থেকে যেটি ইচ্ছা সেটিকেই পরিধান করার স্বাধীনতা দেয়া হবে। (তিরমিযী)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ التَّوَسُّطِ فِي اللِّبَاسِ وَلاَ يَقْتَصِرُ عَلَى مَا يَزْرِى بِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلاَ مَقْصُوْدٍ شَرْعِىْ -

অনুচ্ছেদ ঃ পোষাক-পরিচ্ছদ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা।

٨٠٣- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৮০৩. হযরত আমর ইব্‌ন শু'আইব থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর বান্দার উপর তার নিয়ামত ও অনুগ্রহের নিদর্শন দেখতে পসন্দ করেন।(তিরমিযী)

بَابُ تَحْرِيْمِ لِبَاسِ الْحَرِيْرِ عَلَى الرِّجَالِ وَتَحْرِيْمِ جُلُوْسِهِمْ عَلَيْهِ وَاسْتِنَادِهِمْ إِلَيْهِ وَجَوَازِ لُبْسِهِ لِلنِّسَاءِ -

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের জন্য রেশমের কাপড় ব্যবহার করা, তার উপর বসা হারাম, অবশ্য মহিলার জন্য জায়িয।

٨٠٤- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ؛ فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْآخِرَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮০৪. হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রেশম পরিধান করো না। কারণ দুনিয়াতে যে রেশম পরল, আখিরাকে তা পরা থেকে বঞ্চিত হল। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٠٥– وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৮০৫. হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনিছে ঃ (দুনিয়াতে) রেশম সে-ই পরে থাকে যার জন্য (আখিরাতে) কোন অংশ নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٠٦– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِيْ الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِيْ الْآخِرَةِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৮০৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়াতেই যে রেশম পরে নিল, পরকারে সে তা পরতে পরবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٠٧– وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِيْ يَمِيْنِهِ وَذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِيْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِي ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ـ

৮০৭. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি রেশম নিলেন ও ডান হাতে রাখলেন। আর সোনা নিলেন ও তা বাম হাতে রাখলেন। তারপর বললেন ঃ এদু'টো জিনিসই আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম। (আবু দাউদ)

٨٠٨– وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ـ

৮০৮. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রেশমের পোষাক ও সোনার জিনিস আমার উম্মতের পুরুষের জন্য হারাম করা হয়েছে। আর হালাল করা হয়েছে এগুলো তাদের নারীদের ওপর।(তিরমিযী)

٨٠٩– وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيْهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـ

৮০৯. হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো নিষেধ করেছেন রেশমী ও রেশম-সূতী মিশেল পোষাক পরিধান করতেও এবং তাতে বসতে। (বুখারী)

بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِمَنْ بِهِ حِكَّةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ খুজলী-পাঁচড়া ওয়ালার জন্য রেশম ব্যবহার জায়িয।

٨١٠- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِيْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮১০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবাইর ও আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-কে রেশম ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। কারণ তাদের উভয়ের শরীরে ছিল খোস-পাঁচড়া। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ اِفْتِرَاسِ جُلُوْدِ النُّمُوْرِ وَالرُّكُوْبِ عَلَيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ চিতাবাঘের চামড়ার উপর বসা ও তার উপর সাওয়ার হওয়া নিষেধ

٨١١- عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَرْكَبُوْا الْخَزَّ وَلاَ النِّمَارَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮১১. হযরত মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা সাওয়াব হয়ো না রেশম ও চিতাবাঘের চামড়ার জিন বা গদীর ওপর। হাদীসটি হাসান"। (আবু দাউদ)

٨١٢- وَعَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنِّسَائِيُّ بِأَسَانِيْدَ صِحَاحٍ -

৮১২। হযরত আবুল মালিহ (র) কর্তৃক তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বন্য জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ সনদে এ হাদীসটি রিওয়ায়েত করেছেন।

بَابُ مَايَقُوْلُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا حَرِيْرًا أَوْ نَحْوَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ নতুন কাপড়-জুতা-ইত্যাদি পরিধান করার দু'আ।

٨١٣- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيْصًا أَوْ رِدَاءً يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ خَيْرِهِ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ -

৮১৩. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন নতুন কাপড় পরতেন, তখন প্রথমে তার নামকরণ করতেন। যেমন বলতেন, এটি পাগড়ী, জামা অথবা চাদর। তারপর বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আনতা কাসাও তানীহি -------। 'হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা! তুমিই এ কাপড় আমাকে পরিয়েছে। আমি তোমার নিকট এর মধ্যে নিহিত কল্যাণের প্রত্যাশী এবং ঐ কল্যাণের ও প্রত্যাশী যার জন্য এটি তৈরী করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ কাপড়ের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থী। এবং ঐ অনিষ্ট ও অক্যাণ থেকেও আশ্রয় প্রার্থী, যার জন্য এটি তৈরী করা হয়েছে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ اِسْتِحْبَابُ الاِبْتِدَاءِ بِالْيَمِيْنِ فِىْ اللِّبَاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাপড় পরতে ডান দিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব।

هَذَا الْبَابُ قَدْ تَقَدَّمَ مَقْصُوْدَهُ وَذَكَرْنَا الْأَحَادِيْثَ الصَّحِيْحَةَ فِيْهِ

এ সম্পর্কিত সহীহ হাদীস ও বর্ণনাসমূহ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে

كِتَابُ آدَابِ النَّوْمِ

অধ্যায় ঃ ঘুমের শিষ্টাচার

بَابُ آدَابِ النَّوْمِ وَالْإِضْطِجَاعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘুম, শোয়া, বসার শিষ্টাচার।

٨١٤- عَنْ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَى مِنْكَ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ ، وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮১৪। হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিছানায় শয়ন করতে যেতেন, তখন ডান পাশে শুতেন। তারপর বরতেন ঃ 'আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা ----------।' 'আল্লাহ আমি আমাকে তোমরাই কাছে সমর্পণ করলাম। আমার সত্তাকে তোমারই দিকে ফেরালাম। আমার কাজ তোমারই ওপর সপর্দ করলাম। আমি আমার পিঠ তোমারই আশ্রয়ে ঠেকালাম তোমার কাছে আশা ও আশংকা সহকারে। তুমি ছাড়া কোথাও (তোমার আযাব ও শাস্তি থেকে) আশ্রয় ও মুক্তির উপায় নেই। আমি ঈমান আনলাম তোমার কিতাবের উপর, যা তুমি নাযিল করেছ আর ঐ নবীর উপর, যাকে তুমি রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি। (বুখারী)

٨١٥- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلْ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِيْهِ : وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُوْلُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮১৫. হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তুমি যখন শোয়ার বিছানায় যাবার ইচ্ছা করবে, তখন নামাযের অযূর ন্যায় অযূ করে নেবে। তারপর ডানকাতে শুয়ে পড়বে। এরপর বলবে,

..... পূর্বের মতই বললেন। তাতে এর রয়েছে যে, একথা গুলোকেই তোমার শেষ কথা হিসেবে উচ্চারণ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٨١٦– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮১৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে এগার রাকাআত নামায পড়তেন। যখন সুব্‌হে সাদিক হয়ে যেত তখন হাল্‌কা দু'রাকা'আত নামায পড়তেন। তারপর ডান কাতে শুয়ে পড়তেন। তাপর মুয়ায্‌যিন এসে তাঁকে জামায়াত সম্পর্কে অবহিত করত। (বুখারী ও মুসলিম)

٨١٧– وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮১৭. হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে যখন শয্যায় যেতেন, গালের নিচে হাত রাখতেন। তারপর বলতেন ঃ 'আল্লাহুম্মা বিইস্‌মিকা আমুতু ওয়া আহ্‌ইয়া'। – হে আল্লাহ! তোমারই নামে আমি মরছি ও জিন্দা হচ্ছি। ঘুম থেকে যখন জাগতেন, তখন বলতেন ঃ আল-হামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্‌ নুশূর'। –সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের মৃত্যু দান করার পর পুনরায় জীবন দান করেছেন। আর তাঁরই নিকট আমাদের ফিরে যেতে হবে। (বুখারী)

٨١٨– وَعَنْ يَعِيْشَ بِنِ طِخْفَةَ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ أَبِيْ : بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِيْ الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنِيْ إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِيْ بِرِجْلِهِ فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللّٰهُ قَالَ فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮১৮. হযরত ইয়াঈশ ইব্‌ন তিখফাহ গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা (রা) বলেছেন, আমি একবার মসজিদে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ কে একজন তার পা দিয়ে আমাকে নাড়া দিতে লাগল। তারপর বলল ঃ এ ধরনের শোয়াকে আল্লাহ অপসন্দ (ও ঘৃণা) করে থাকেন। আমার পিতা (রা) বলেন, চেয়ে দেখি, তিনি ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। (আবু দাউদ)

٨١٩- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالَى فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى تِرَةٌ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَايَذْكُرُ اللّٰهَ تَعَالَى فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮১৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বৈঠকখানা মজলিসে বসবে এবং সেখানে মহান আল্লাহর স্মরণ ছাড়াই কাটাবে, এটা তার জন্য ক্ষতি ও র্ভৎসনার কারণ হবে। আর যে ব্যক্তি কোন শোয়ার জায়গায় শোবে অথচ মহান আল্লাহর স্মরণ ছাড়াই কাটাবে, এটাও তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষতি ও র্ভৎসনার কারণ হবে। (আবু দাউদ)

بَابُ جَوَازِ الْاِسْتِلْقَاءِ عَلَى الْقَفَا وَوَضْعِ اِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرٰى إِذَا لَمْ يَخَفْ اِنْكِشَافَ الْعَوْرَةِ جَوَازِ الْقُعُوْدِ مُتَرَبِّعًا وَمُخْتَبِيًا -

অনুচ্ছেদ ঃ চিৎ হয়ে শোয়ার বৈধতা এবং সতর উম্মুক্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে এক পায়ের ওপর আর এক পা তুলে দেওয়ার অনুমতি। আর আসন পিঁড়ি দিয়ে ও উঁচু হয়ে বসার বৈধতা।

٨٢٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ رأى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِيْ الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮২০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মসজিদে এক পা আর এক পায়ের ওপর রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٢١- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِيْ مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮২১. হযরত জাবির ইব্ন সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি তিনি ফজরের নামাযের পর আসন পিঁড়ি দিয়ে তাঁর মজলিসে বসতেন। সূর্য উঠে ভালোভাবে উজ্জ্বল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি বসে থাকতেন। এটি একটি সহীহ হাদীস। (আবু দাউদ)

٨٢٢- وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدَيْهِ هٰكَذَا وَوَصَفَ بِيَدَيْهِ الْاِحْتِبَاءِ وَهُوَ الْقُرْفُصَاءِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮২২. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কা'বার আঙিনায় এভাবে দু'হাত দিয়ে 'ইহতিবা' করে বসে থাকতে দেখছি। ইবনে উমর (রা.) নিজের দু'হাত দিয়ে 'ইহতিবা' করে বসার অবস্থা দেখান। এটা আসলে 'কুরফুসা' অবস্থায় বসা। অর্থাৎ উবু হয়ে এমনভাবে বসা যাতে দু'হাটু খাড়া হয়ে থাকে এবং পাছার ওপর বসে সামনের দিক দিয়ে হাঁটুর নীচে দু'হাতে গোল করে ধরা থাকে। (বুখারী)

٨٢٣- وَعَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ قَاعِدُ الْقُرْفُصَاءَ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَخَشِّعَ فِيْ الْجِلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ -

৮২৩. হযরত কাইলাহ বিনতে মাখরামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'কুরফূসা' অবস্থায় (অর্থাৎ দু'হাটু খাড়া রেখে পাছার ওপর বসে সামনের দিক দিয়ে দুই হাত বেড় দিয়ে হাঁটুর নিচে গোল কর ধরা) বসে থাকতে দেখেছি। যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এহেন খুশু ও খুযূর অবস্থায় (অর্থাৎ আল্লাহর ধ্যানে একাগ্র চিত্ত) দেখলাম, আমার হৃদয় ভয়ে কেঁপে উঠলো। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٨٢٤- وَعَنِ الشَّرِيْدِ بنِ سُوَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ بِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ هٰكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِيْ وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِيْ فَقَالَ : أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ؟ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮২৪. হযরত শারীদ ইবন সুওয়াইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছ দিয়ে চলে গেলেন এমন অবস্থায় যখন আমি এভাবে বসেছিলাম। আমার বাম হাতটি ছিল আমার পিঠের ওপর আর আমি সোন দিয়েছিলাম আমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নরম গোশ্‌তের ওপর। তিনি (আমাকে) এ অবস্থায় (দেখে) বললেন ঃ তুমি কি তাদের মতো করে বসেছো যাদের ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছিল। (আবু দাউদ)

بَابُ آدَابِ الْمَجْلِسِ وَالْجَلِيْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসে ও একত্রে বসার শিষ্টাচার।

٨٢٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوْا وَتَفَسَّحُوْا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮২৫. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোনো ব্যক্তি যেন কাউকে তার জায়গা থেকে থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে না বসে। তবে জায়গা বিস্তৃত করে দাও এবং ছড়িয়ে বসো। আর ইব্‌ন উমরের জন্য কোনো ব্যক্তি যদি নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যেতো তাহলে তিনি তার ছেড়ে দেয়া জায়গায় বসতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٢٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮২৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোনো ব্যক্তি যদি তার জায়গা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার পর আবার সেখানে ফিরে আসে, তাহলে সেই জায়গায় বসার হক তারই সবচেয়ে বেশী। (মুসলিম)

٨٢٧- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ -

৮২৭. হযরত জাবির ইবন সামুরাহ (রা) বর্ণনা করেছেন, আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হতাম তখন আমাদের প্রত্যেকে সেখানে বসে পড়তো যেখানে মজলিসের লোকজনের বসা শেষ হয়েছে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٨٢٨- وَعَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَاكُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮২৮. হযরত আবু আবদুল্লাহ সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'য়ার দিন গোসল করে, তার সামর্থ অনুযায়ী পাক-পবিত্রতা অর্জন করে এবং তেল মাখে বা খুশবু লাগায় যা তার ঘরে আছে তার মধ্য থেকে, তারপর ঘর থেকে নামাযের জন্য বের হয় এবং দু'জন লোককে সরিয়ে তার মধ্যে বসে পড়ে না, তারপর নামায পড়ে, যা আল্লাহ তার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন, অতঃপর ইমাম খুত্‌বা পড়ার সময় চুপ করে বসে থাকে, আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ যা সে এক জুমু'য়া থেকে আর এক জুমু'য়ার মধ্যবর্তী সময়ে করেছে, মাফ কর দিবেন। (বুখারী)

٨٢٩- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ -

৮২৯. হযরত আমর ইব্‌ন শু'আইব (র) তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর প্রপিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ দুই ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করা হালাল নয়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٨٣٠- وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلْقَةِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ - وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِيْ مِجْلَزٍ : أَنَّ رَجُلاً قَعَدَ وَسَطَ حَلْقَةٍ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ مَلْعُوْنٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ لَعَنَ اللّٰهُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا جَلَسَ وَسَطَ الْحَلْقَةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ -

৮৩০. হযরত হুযাইফা ইবনুল ইমামান (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ওপর লানত বর্ষণ করেছেন যে বৃত্তের মাঝখানে গিয়ে বসে পড়ে। (আবু দাউদ) আর ইমাম তিরমিযী (র) আবু মিজলায (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি বৃত্তের মাঝখানে বসে পড়ায় হযরত আবু হুযাইফা (রা) বললেন ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এ কাজটির ওপর) লানত বর্ষণ করেছেন। অথবা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ দিয়ে আল্লাহ লা'নত বষর্ণ করেন সেই ব্যক্তির ওপর যে বসে পড়ে বৃত্তের মাঝখানে। তিরমিযী বলেন, এটি হাসান হাদীস।

٨٣١- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮৩১. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "বেশী বিস্তৃত ও ছড়ানো মজালিসই হচ্ছে সব চেয়ে ভালো মজলিস।" (আবু দাউদ)

٨٣٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَلَسَ وَمَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيْهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ : سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ إِيكَ ؛ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِىْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৮৩২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে বসে এবং তাতে যদি অনেক বেশি অপ্রয়োজনীয় ও বাজে কথা বলা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে মজলিস থেকে ওঠার আগে সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! তুমি পাক-পবিত্র, প্রশংসা তোমারই জন্য, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আমি তোমার কাছে মাগফিরাত চাচ্ছি এবং তোমার তাওবা করছি।" এ ক্ষেত্রে ঐ মজলিসে সে যা কিছু করেছিল সব মাফ করে দেয়া হয়। (তিরমিযী)

٨٣٣- وَعَنْ أَبِىْ بَرْزَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُوْمَ مِنَ الْمَجْلِسِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّكَ لَتَقُوْلُ قَوْلاً مَا كُنْتَ تَقُوْلُهُ فِيْمَا مَضَى؟ قَالَ : ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُوْنُ فِىْ الْمَجْلِسِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ -

৮৩৩. হযরত আবু বারযাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শেষ বয়সে মজলিস থেকে ওঠার ইচ্ছা করার সময় বলতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া আর কোনো মাবূদ নেই। আমি তোমার কাছে মাগফিরাত চাচ্ছি এবং তোমার কাছে তাওবা করছি।" এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এখন এমন কথা বলছেন যা এর আগে বলতেন না। জবাবে তিনি বললেন ঃ একথাগুলো হচ্ছে এ মজলিসে যা কিছু হয়েছে তার কাফ্ফারা। (আবু দাউদ)

٨٣٤- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ " قَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْمُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ : اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا ، وَأَبْصَارِنَا ، وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا ، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا ،

وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا ، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا ، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَيَرْحَمُنَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৮৩৪. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন মজলিস খুব কমই ছিল যেখান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠতেন এবং এই দু'আগুলো পড়তেন না ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের এতটা ভীতি প্রদান করো যা আমাদের ও গুনাহের মাঝখানে অন্তরাল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, আর আমাদের তোমার আনুগত্যের এতটা সুযোগ দান করো যা আমাদের তোমার জান্নাতে পৌছিয়ে দিত সক্ষম হয় এবং আমাদের এতটা প্রত্যয় দান করো যা দুনিয়ার বালা মুসিবতকে আমাদের জন্য সহজ করে দেয়। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের যতদিন জীবিত রাখো ততদিন আমাদের শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি ও অন্যান্য শক্তি থেকে আমাদের উপকৃত হবার তাওফীক দান করো। আর সেই উপকার থেকে আমাদের ওয়ারিস বানিয়ে দাও। আমাদের হিংসা ও প্রতিশোধ স্পৃহাকে সেই ব্যক্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখো যে আমাদের ওপর যুলুম করেছে। যে আমাদের সাথে শত্রুতা করে তার বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো। দীনের বিপদের মধ্যে আমাদের ফেলে দিয়ো না। দুনিয়াকে আমাদের চিন্তার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করো না। আর যারা আমাদের প্রতি সদয় নয় তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না। (তিরমিযী)

٨٣٥- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَيَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالَى فِيْهِ ، إِلاَّ قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً" - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ -

৮৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোনো দল নেই, যারা কোনো মজলিসে দাঁড়ায় যেখানে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় না। তারা দাঁড়ায় মরা গাধার মতো আর তাদের জন্য আক্ষেপ ও লজ্জাই থাকে। আবু দাউদ সহীহ সনদ সহকারে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٨٣٦- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا جَلَسَ قَوْمٌ" مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوْا اللّٰهَ تَعَالَى فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى نَبِيِّهِمْ فِيْهِ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৮৩৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ কোনো দল যদি কোনো মজলিসে বসে সেখানে মহান আল্লাহর নাম

না নেয় এবং নিজেদের নবীর ওপর দরুদ ও না পড়ে তাহলে এটা তাদের ক্ষতির কারণ হবে। কাজেই আল্লাহ চাইলে তাদের আযাব দেবেন এবং চাইলে তাদের মাফ ও করে দেবেন। (তিরমিযী)

٨٣٧- وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالَى فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ تَعَالَى فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮৩৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো স্থানে বসে মহান আল্লাহ নাম স্মরণ করে না সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আর যে ব্যক্তি কোনে স্থানে শয়ন করে আল্লাহর নাম স্মরণ করে না সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। (আবু দাউদ)

بَابُ الرُّؤْيَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্ন ও এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলী।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ (الروم : ٢٣)

"আর তাঁর নিদর্শনের অর্ন্তভূক্ত হচ্ছে তোমাদের দিনের ও রাতের ঘুম।"(সূরা রূম ঃ ২৩)

٨٣٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوْا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ : الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮৩৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "নবুওয়তের কিছু অবশিষ্ট থাকবে না সুসংবাদ সমূহ ছাড়া। লোকেরা জিজ্ঞস করলো ঃ সুসংবাদ সমূহ কি? তিনি বললেন ঃ স্বপ্ন।" (বুখারী)

٨٣٩- وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৩৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরো বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "যখন জামানা নিকটবর্তী হয়ে যাবে, মু'মিনের স্বপ্ন মিথ্যা হয়ে যাবে না। মু'মিনের স্বপ্ন হচ্ছে নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ"। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤٠- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَآنِى فِى الْمَنَامِ فَسَيَرَانِى فِى الْيَقَظَةِ أَوْ كَأَنَّمَا رَآنِى فِى الْيَقَظَةِ لاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৪০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) আরো বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বপ্নের মধ্য আমাকে দেখলো, সে শীঘ্রই জাগ্রত অবস্থায় আমাকে দেখবে। অথবা যেন সে জাগ্রত অবস্থায় আমাকে দেখলো। শয়তান আমার চেহারা ধারণ করতে পারে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤١- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِىَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى فَلْيَحْمَدِ اللّٰهِ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَفِى رِوَايَةٍ : فَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا الاَّ مَنْ يُّحِبُّ وإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِىَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا ، وَلاَ يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ فَإِنَّهَا لاَتَضُرُّهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৪১. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন এমন কোনো স্বপ্ন দেখে যা সে ভালোবাসে তখন সেটা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। এ সময় তার এজন্য আল্লাহর প্রশংসা করা এবং (বন্ধুদের) কাছে তা বিবৃত করা উচিত। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ তখন সে যাকে ভালোবাসে তাকে ছাড়া আর কাউকে সেটা না বলা উচিত। আর যদি এছাড়া এমন কোনো জিনিসের স্বপ্ন দেখে যা সে অপছন্দ করে, তাহলে এটা হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। এ অবস্থায় তার ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং কারো কাছে তা বর্ণনা না করা উচিত। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤٢- وَعَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ وَفِى رِوَايَةٍ : اَلرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلاَثًا ، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لاَتَضُرُّهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৪২. হযরত আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সুস্বপ্ন', অন্য একটি রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ 'ভালো স্বপ্ন'– আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় আর খারাপ স্বপ্ন হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। কাজেই কোনো ব্যক্তি যদি এমন কিছু

স্বপ্নে দেখে যা সে অপছন্দ করে তাহলে যেন সে বাঁ দিকে তিন বার ফুঁ দেয় এবং শয়তানের (ক্ষতি) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়। তার এ স্বপ্ন তার কোরো ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤٣– وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ اَلرُّؤْيَا يَكْرَهُمَا فَلْيَبْصِقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৪৩. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন কোনো অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তখন যেন সে বাঁ দিকে তিনবার থুথু ফেলে এবং তিনবার শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় অর্থাৎ 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম' পড়ে। আর সে যে পাশে শুয়েছিল সে পাশটি যেন পরিবর্তন করে। (মুসলিম)

٨٤٤– وَعَنْ أَبِيْ الْأَسْقَعِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ ، أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَالَمْ تَرَ أَوْ يَقُوْلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَالَمْ يَقُلْ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮৪৪. হযরত আবুল আস্কা ওয়াসিলা ইবনুল আস্কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বৃহত্তম মিথ্যা হচ্ছে অন্য ব্যক্তিকে নিজের বাপ বলে দাবী করা অথবা তার চোখকে এমন জিনিস দেখানো যা সে দেখেনি (অর্থাৎ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা) অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সম্পর্কিত করে এমন কথা বলা যা তিনি বলেননি। (বুখারী)

كِتَابُ السَّلَامِ
অধ্যায় ঃ সালাম করা

بَابُ فَضْلِ السَّلَامِ وَالْأَمْرِ بِإِفْشَائِهِ
অনুচ্ছেদ ঃ সালামের মাহাত্ম ও তা সম্প্রসারিত করা নির্দেশ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى أَهْلِهَا (النور : ٢٧)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তার বাসিন্দাদের থেকে অনুমতি নাও এবং তাদের সালাম করো।" (সূরা নূর ঃ ২৮)

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً (النور : ٦١)

"যখন তোমরা নিজেদের ঘরে প্রবেশ কর, নিজেদের লোকদের সালাম করো দু'আ হিসেবে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে এবং যা বরকতময় উৎকৃষ্ট।" (সূরা নূর ঃ ৬১)

وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا (النساء : ٦)

"আর যখন কেউ তোমাদের শরিয়ী বিধান মোতাবেক সালাম করে, তোমরাও ভালো কথায় তাদের সালাম করো অথবা সেই কথাগুলোই বলে দাও।" (সূরা নিসা ঃ ৮৬)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ إِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ (الذاريات : ٢٤ ، ٢٥)

"ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের খবর কি তোমার কাছে পৌঁছেছে? যখন তারা তার কাছে এলো তারপর তাকে সালাম করলো। জবাবে তিনিও তাদের সালাম করলেন।" (সূরা যারিয়াত ঃ ২৪)

٨٤٥– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ : تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৮৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলো ঃ ইসলামে সবচেয়ে ভালো কাজ কি? জবাবে দিলেন ঃ অভুক্তদের আহার করানো ও সালাম করা চেনা-অচেনা নির্বিশেষে সবাইকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤٦– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالَى اٰدَمَ ﷺ قَالَ : إِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُوْلٰئِكَ نَفَرٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوْسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوْا : اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ، فَزَادُوْهُ : وَرَحْمَةُ اللّٰهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৪৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করে বললেন ঃ 'যাও ফিরিশতাদের যে দলটি বসে আছে তাদের সালাম করো । আর তারা তোমাকে কি জবাব দেয় তা শুনো। তাঁরা যা জবাব দেবে তাই হচ্ছে তোমার ও তোমার সন্তানদের জবাব।' কাজেই আদম (আ) "আস্ সালাম আলাইকুম" (তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)। ফিরিশ্তাগণ জবাবে বললেন ঃ "আল সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ" (তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমত)। তারা 'ওয়ারাহমাতুল্লাহ' বাক্যটি বৃদ্ধি করেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤٧– وَعَنْ أَبِىْ عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ : بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَنَصْرِ الضَّعِيْفِ ، وَعَوْنِ الْمَظْلُوْمِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৪৭. হযরত আবু উবাদাহ বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সাতটি বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন। সেগুলো হচ্ছে— ১. রোগীর শুশ্রুষা করা, ২. জানাযায় পেছনে যাওয়া, ৩. হাঁচি দানকারীর 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলার জবাবে 'ইয়ারহামুকুমুল্লাহ' বলা, ৪. দুর্বল ও বৃদ্ধকে সাহায্য করা, ৫. মযলুমকে সহায়তা দান করা, ৬. সালামের প্রচলনা করা এবং ৭. কসম পূর্ণ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤٨– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا أَوْ لَا أَدُلُّكُم عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ ؛ أَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৪৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পরস্পরকে না ভালোবাসা পর্যন্ত তোমাদের ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে না। আমি কি তোমাদের এমন কাজের কথা বলবো না যা করলে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে? সে কাজটি হচ্ছে ঃ তোমরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপক সালামের প্রচলন করো। (মুসলিম)

٨٤٩- وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يَاَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوْا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ، وَصِلُوْا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوْا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৮৪৯. হযরত আবু ইউসুফ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ হে লোকেরা। (পরস্পরের মধ্যে) সালামের ব্যপাক প্রচলন করো, (অভূক্তদের) আহার করাও,, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করো এবং যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে তেমন সময় গভীর রাতে নামায পড়ো। তাহলে তোমরা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (তিরমিযী)

٨٥٠- وَعَنِ الطُّفَيْلِ بنِ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِيْ عَبْدَ اللّٰهِ بنِ عُمَرَ، فَيَغْدُو مَعَهُ السُّوْقِ قَالَ : فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوْقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللّٰهِ عَلَى سَقَّاطٍ وَلَا صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلَا مِسْكِيْنَ وَلَا أَحَدٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ ، قَالَ الطُّفَيْلُ : فَجِئْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بنِ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَتْبَعَنِيْ إِلَى السُّوْقِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا تَصْنَعُ بِالسُّوْقِ ،وَأَنْتَ لَاتَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ ، وَلَا تَسُوْمُ بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوْقِ ؟ وَأَقُوْلُ : اِجْلِسْ بِنَا هَاهُنَا نَتَحَدَّثْ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَطْنٍ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ إِنَّمَا نَغْدُوْ مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ ، فَنُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيْنَاهُ - رَوَاهُ مَالِكٌ -

৮৫০. হযরত তুফাইল ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমরের (রা) কাছে আসতেন। তিনি ইব্‌ন উমরের সংগে বাজারে যেতেন। তিনি বলেন ঃ যখন সকালে আমরা বাজারে যেতাম, যে কোনো উঠো দোকানদার, স্থায়ী ব্যবসায়ী, মিস্‌কীন বা যে কোন লোকের পাশ দিয়ে তিনি যেতেন, তাকেই সালাম দিতেন। তুফাইল (রা) বলেন ঃ একদিন আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমরের কাছে এলাম। তিনি যথারীতি আমাকে বাজারে নিয়ে যেতে লাগলেন। আমি তাঁকে বললাম ঃ আপনি বাজারে গিয়ে কি করবেন? কোনো জিনিস বেচাকেনার জন্য আপনি দাঁড়াবেন না, কোনো দ্রব্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদও করবেন না এবং তার দরদামও করবেন না। আবার বাজারের কোনো মজলিসেও বসবেন না? বরং আমি বলছি,

আসুন, আমরা এখানে বসে কিছু কথাবার্তা বলে নিই। জবাবে ইব্‌ন উমর (রা) বললেন ঃ হে ভুঁড়িয়াল! (আর আসলে তুফাইলের ভুঁড়িটা ছিল বেশ বড়) আমরা সকালে বাজারে আসি স্রেফ সালাম দেবার উদ্দেশ্যে,যার সাথে দেখা হয় তাকে সালাম করি। (মুআত্তা)

بَابُ كَيْفِيَّةِ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পদ্ধতি ও অবস্থা।

٨٥١– وَعَنْ عِمْرَانَ بنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَشَرَ ثُمَّ جَاءَ أَخَرَ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : عِشْرُوْنَ ثُمَّ جَاءَ اَخَرَ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ ، فَقَالَ : ثَلَاثُوْنَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৮৫১. হযরত ইমরান হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন ঃ 'আস্ সালামু আলাইকুম'। তিনি তার সালামের জবাব দিলেন। সে ব্যক্তি বসে পড়লো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "দশটি নেকী লেখা হয়েছে।" এরপর আর এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ 'আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'। তিনি তার জবাব দিলেন। সে লোকটিও বসে পড়লো। তখন তিনি বললেন ঃ তিরিশটি নেকী লেখা হয়েছে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٨٥٢– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا جِبْرِيْلَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ قَالَتْ : قُلْتُ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৫২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন ঃ "এই জিব্‌রীল, তোমাকে সালাম বল্‌ছেন।" হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম "ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ" (আর তাঁর ওপর সালাম বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমত ও ব রকত। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٥٣– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮৫৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন কথা বলতেন, কথাটিকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, এমন কি অবশেষে তাঁর কথার অর্থ বুঝে নেয়া হতো। আর যখন তিনি কোনো গোত্র দলের কাছে আসতেন তাদের সালাম করতেন, তিনবার সালাম করতেন। (বুখারী)

٨٥٤- وَعَنِ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ قَالَ : كُنَّا نَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَصِيْبَهُ مِنَ اللَّبَنِ فَيَجِيْءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا لاَ يُوْقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৫৪. হযরত মিকদাদ (রা) একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ আমরা দুধের মধ্য থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য তাঁর অংশ রেখে দিতাম। তিনি আসতেন রাত্রিবেলা। তখন তিনি এমনভাবে সালাম করতেন যা নিদ্রিত লোকদের জাগাতো না। কিন্তু জাগ্রত লোকেরা তাঁর সালাম শুনে নিতো। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন এবং যথারীতি সালাম করলেন। (মুসলিম)

٨٥٥- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ فِيْ الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُوْدٌ فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيْمِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৮৫৫. হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বর্ণনা করেছেন। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের মধ্যে হাঁটছিলেন। সেখানে একদল মেয়ে বসেছিল। তিনি নিজের হাতের ইশরায় (তাদের) সালাম করলেন। (তিরমিযী)

٨٥٦- وَعَنْ أَبِيْ جُرَيٍّ الْهُجَيْمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ -

৮৫৬. হযরত আবু জরী হুজাইমিয়া (রা) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললাম ঃ 'আলাইকাস্ সালাম ইয়া রাসূলুল্লাহ' (হে আল্লাহর রাসূল, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) তিনি বললেন ঃ আলাইকাস্ সালাম বলো না। কারণ 'আলাইকাস্ সালাম' হচ্ছে মৃতদের সালাম। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ آدَابِ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালামের আদাব-শিষ্টাচার।

৮৫৭- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِىْ وَالْمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلِ عَلَى الْكَثِيْرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৫৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বাহনে আরোহণকারী ব্যক্তি পদব্রজে আগমণকারীকে সালাম করবে। আগমণকারী সালাম করবে তাকে যে বসে আছে। আর কমসংখ্যাক লোকেরা সালাম করবে বেশী সংখ্যক লোকদেরকে। (বুখারী ও মুসলিম)

৮৫৮- وَعَنْ أَبِى أُمَامَةَ صُدَىِّ بِنِ عَجْلَانَ الْبَاهِلِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، الرَّجُلَانِ يَلْتَقِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ؟ قَالَ ؟ أَوْلَاهُمَا بِاللّٰهِ تَعَالَى -

৮৫৮. হযরত আবু উমামা সুদাই ইবনে আজলান আল-বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকটবর্তী যে আগে সালাম করে। (আবু দাউদ)

আর ইমাম তিরমিযী (র) আবু উমাম (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ বলা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুজন লোক পরস্পর সাক্ষাত করলো, তাদের মধ্যে কে প্রথমে সালাম করবে? জবাবে তিনি বললেন ঃ তাদের মধ্যে যে আল্লাহর সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী সেই প্রথমে সালাম করবে।

بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ السَّلَامِ عَلَى مَنْ تَكَرَّرَ لِقَاؤُهُ عَلَى قُرْبٍ بِأَنْ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ ثُمَّ دَخَلَ فِى الْحَالِ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ وَنَحْوُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ একই সময় কারো সাথে বারবার সাক্ষাৎ হলে তাকে বারবার সালাম করা মুস্তাহাব, যেমন কারোর কাছে গিয়ে ফিরে আসা হলো সংগেসংগে আবার যাওয়া হলো অথবা দু'জনের মধ্যে গাছের বা অন্য কিছুর আড়াল সৃষ্টি হলো।

৮৫৯- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِى حَدِيْثِ الْمُسِىْءِ صَلَاتَهُ أَنَّهُ جَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ :

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৫৯. 'মুসিউস্ সালাত' সংক্রান্ত এক হাদীস বর্ণনা প্রসংগে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি এসে নামায পড়লো তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হলো। তারপর তাঁকে সালাম করলো। তিনি তাঁর সালামের জবাব দিলেন, তারপর বললেন, চলে যাও। আবার নামায পড়ো। কারণ তুমি নামায পড়োনি। কাজেই লোকটি ফিরে গিয়ে আবার নামায পড়লো। তারপর ফিরে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করলো। এভাবে সে তিনবার করলো। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٦٠- وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮৬০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরো বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে, সে যেন তাকে সালাম করে। তারপর যদি তাদের দু'জনের মধ্যে কোনো গাছ দেয়াল বা পাথরের অন্তরাল সৃষ্টি এবং এরপর আবার তারা মুখোমুখি হয় তাহলে যেন আবার তাকে সালাম করে। (আবু দাউদ)

بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ গৃহে প্রবেশ করার সময় সালাম করা মুস্তাহাব।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً (النور : ٦١)

"যখন তোমরা নিজেদের ঘরে প্রবেশ করতে থাকো, নিজেদের লোকদের সালাম করো। কল্যাণের দু'আ যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে বড়ই বরকতময় ও পবিত্র।" (সূরা নূর ঃ ৬১)

٨٦١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৮৬১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন "হে বৎস! যখন তুমি নিজের ঘরেরর লোকজনদের কাছে যাও তাদের সালাম করো। এ সালাম তোমার ও তোমার ঘরের লোকজনদের জন্য বরকতের কারণ হবে।"(তিরমিযী)

بَابُ السَّلاَمُ عَلَى الصِّبْيَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ শিশু-কিশোরদের সালাম করা।

٨٦٢- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৬২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শিশু-কিশোরদের কাছ দিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে সালাম করলেন। তারপর বললেন রাসূলুল্লাহ এমনটিই করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ سَلاَمُ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ مَحَارِمِهِ وَعَلَى أَجْنَبِيَّةٍ وَأَجْنَبِيَّاتٍ لاَ يَخَافُ الْفِتْنَةَ بِهِنَّ وَسَلاَمِهِنَّ بِهَذَا الشَّرْطِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর স্ত্রীকে সালাম করা, নারীর মাহ্‌রাম পুরুষদের সালাম করা এবং ফিত্‌নার আশংকা না থাকলে অপরিচিতা মেয়েদের সালাম করা।

٨٦٣- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ فِيْنَا امْرَأَةٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ كَانَتْ لَنَا عَجُوْزٌ تَأْخُذُ مِنْ أُصُوْلِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي الْقِدْرِ ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيْرٍ ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ ، وَانْصَرَفْنَا نُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮৬৩. হযরত সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে একটি মেয়েলোক ছিল অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ আমাদের মধ্যে এক বৃদ্ধা ছিল তিনি বীট কপির শিকড় নিয়ে হাঁড়ির মধ্যে ফেলে দিতেন। তারপর যবের দানা পিষে তার মধ্যে ঢেলে দিতেন। কাজেই আমরা যখন জু'মার নামায পড়ে ফিরতাম তাঁকে সালাম করতাম, তিনি এগুলো আমাদের সামনে রাখতেন। (বুখারী)

٨٦٤- وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ فَاخِتَةَ بِنْتِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ وَذَكَرَتِ الْحَدِيْثَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৬৪. হযরত উম্মে হানী ফাখিতা বিনতে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলাম। সে সময় তিনি গোসল করছিলেন এবং হযরত ফাতিমা (রা) একটি কাপড় দিয়ে তাঁকে পর্দা করে রেখেছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। (এ ভাবে) তিনি অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেন। (মুসলিম)

٨٦٥– وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِيْ نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ -

৮৬৫. হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মেয়েদের একটি দলের কাছ দিয়ে গেলেন। তিনি আমাদের সালাম করলেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ تَحْرِيْمِ ابْتِدَائِنَا الْكَافِرَ بِالسَّلَامِ وَكَيْفِيَّةِ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ وَاسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ مَجْلِسٍ فِيْهِمْ مُسْلِمُوْنَ وَكُفَّارٌ

অনুচ্ছেদ ঃ কাফিরকে প্রথমে সালাম করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এবং তাদের জবাব দেবার পদ্ধতি। আর যে মজলিসে মুসলমান ও কাফের উভয়ই থাকে তাকে সালাম করা মুস্তাহাব।

٨٦٦– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَن رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ تَبْدَؤُوْا الْيَهُوْدَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِيْ طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضْيَقِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৬৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদেরকে সালাম করার ব্যাপারে অগ্রবর্তী হয়ো না। পথে তাদের কারোর সাথে দেখা হলে তাকে সংকীর্ণ পথের দিকে (যেতে) বাধা করো। (মুসলিম)

٨٦٧– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا : وَعَلَيْكُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৬৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা তোমাদেরকে সালাম করলে তাদের জবাব কেবল "ওয়া আলাইকুম" বলো। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٦٨– وَعَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى مَجْلِسٍ فِيْهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৬৮. হযরত উসামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি মজলিস অতিক্রম করলেন, যেখানে মুসলিম ও মুশরিক-মূর্তিপূজারী ও ইয়াহূদী সব ধরনের লোকের সমাবেশ ছিল, তিনি তাদেরকে সালাম করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ السَّلَامِ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ وَفَارَقَ جُلَسَاءَهُ أَوْ جَلِيْسَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কোনো মজলিস বা সাথী থেকে বিদায় নেবার জন্য দাঁড়িয়ে সালাম করা মুস্তাহাব।

٨٦٩- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُوْمَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الْأُوْلَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৮৬৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কোনো মজলিসে আসলে সালাম করা উচিত। তারপর যখন মজলিস থেকে উঠে যেতে চাইবে তখনও সালাম করা উচিত। কারণ তারা প্রথমে সালামটির তুলনায় দ্বিতীয় ও শেষ সালামটির কম হক্‌দার নয়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ الْإِسْتِئْذَانِ وَآدَابِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ অনুমতি নেয়া এর নিয়ম-পদ্ধতি।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى أَهْلِهَا (النور : ٢٧)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নাও এবং তাদের ঘরের লোকজনদেরকে সালাম করো।" (সূরা নূর ঃ ২৭)

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ (النور : ٥٩)

"আর যখন তোমাদের কিশোররা সাবালকত্বে পৌঁছবে, তাদেরকেও তেমনি অনুমতি নিয়ে আসতে হবে যেমন তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে আসে।" (সূরা নূর ঃ ৫৯)

٨٧٠- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْإِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৭০. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন তিনবার অনুমতি নিতে হবে। এভাবে যদি তোমাকে অনুমতি দেয়া হয় (তাহলে ভেতরে চলে যাও), অন্যথায় ফিরে যাও। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٧١– وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৮৭১. হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দেখার পথ বন্ধ করার জন্যই তো অনুমতি গ্রহণ করার নিয়ম করা হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٧٢– وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ عَامِرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِيْ بَيْتٍ ، فَقَالَ : أَأَلِجُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِخَادِمِهِ أُخْرُجْ إِلَى هٰذَا فَعَلِّمْهُ الْاِسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ : قُلْ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ، فَدَخَلَ ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ـ

৮৭২. হযরত রিবঈ ইব্‌ন হিরাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বনী আমরের এক ব্যক্তি আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার খাদেমকে বললেন ঃ "এ লোকটির কাছে যাও এবং অনুমতি নেবার পদ্ধতি শিখিয়ে দাও। তাকে বলতে বল ঃ 'আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি ভেতরে আসতে পারি? লোকটি তা শুনে বললেন ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি কি ভেতরে আসতে পারি? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন এবং তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন। (আবু দাউদ)

٨٧٣– عَنْ كِلْدَةَ بْنِ الْحَنْبَلِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ لَمْ أُسَلِّمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِرْجِعْ فَقُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ـ

৮৭৩। হযরত কিলদাতা ইবনুল হাম্‌বল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হলাম এবং সালাম না করে তাঁর কাছে পৌঁছে গেলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ফিরে যাও। তারপর বলো ঃ 'আস্ সালামু আলাইকুম' আমি কি প্রবেশ করতে পারি? (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّنَّةَ إِذَا قِيْلَ لِلْمُسْتَأْذِنِ مَنْ أَنْتَ؟ اَنْ يَقُوْلَ فُلاَنَ فَيُسَمِّى نَفْسَهُ بِمَا يَعْرِفُ بِهِ مِنْ اِسْمٍ أَوْ كُنْيَةٍ وَكَرَاهَةَ قَوْلِهِ أَنَا وَنَحْوُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অনুমতি চায় তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কে? সুন্নাত পদ্ধতি হচ্ছে এর জবাবে যেন যে বলে ঃ আমি উমুক, সে যেন নিজের নাম বা ডাকনাম ইত্যাদি বলে যাতে তাকে চেনা যায় আর যেন আমি বা এ ধরনের অস্পষ্ট কিছু না বলে।

٨٧٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ حَدِيْثِهِ الْمَشْهُوْرِ فِيْ الْاِسْرَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَعِدَبِيْ جِبْرِيْلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ فَقِيْلَ : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيْلَ ، قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ثُمَّ صَعِدَ أِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَسَائِرِ هِنَّ وَيُقَالَ فِيْ بَابِ سَمَاءِ : مَنْ هَذَا؟ فَيَقُوْلُ : جِبْرِيْلُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৭৪. হযরত আনাস (রা) তাঁর মি'রাজ সম্পর্কীত মশহুর হাদীসে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তারপর জিব্‌রীল (আ) আমাকে নিয়ে দুনিয়ার (বা নিকটবর্তী) আকাশের দিকে চড়লেন এবং দরজা খোলালেন। তখন জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কে? বললেন ঃ জিব্‌রীল। জিজ্ঞেস করা হলো কে? জিব্‌রীল। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তোমার সাথে কে? জবাব দিলেন ঃ মুহাম্মদ । তারপর (আমাকে নিয়ে) চড়লেন দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও সমস্ত আকাশের দিকে এবং প্রত্যেক আকাশের দরজার জিজ্ঞস করা হলো ঃ কে? এবং জবাবে বললেন ঃ জিব্‌রীল। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٧٥- وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ الَّيْلِيِّ وَ فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِيْ وَحْدَهُ فَجَعَلتَ أَمْشِيْ فِيْ ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَاَنِيْ فَقَالَ : مَنْ هَذَ؟ فَقُلْتُ : أَبُوْ ذَرٍّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৭৫. হযরত আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে বাইরে বের হয়ে দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাকী হাঁটছেন। আমি চাঁদের ছায়ায় চলতে লাগলাম। তিনি দৃষ্টি ফিরালেন এবং আমাকে দেখে বললেন ঃ কে? জবাব দিলাম ঃ আমি আবু যার। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٧٦- وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَتَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِيٍّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৭৬. হযরত উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলাম। তিনি গোসল করছিলেন এবং হযরত ফাতিমা (রা) তাঁকে পর্দা করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে এলো? আমি জবাব দিলাম ঃ আমি উম্মে হানী। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٧٧- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ : مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ : أَنَا ، فَقَالَ : وَأَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৭৭. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে দরজায় টোকা দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে? আমি জবাব দিলাম ঃ আমি। তিনি বললেন ঃ আমি আমি! যেন তিনি এ জবাব অপসন্দ করলেন এবং খারাপ মনে করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَكَرَاهَةِ تَشْمِيْتِهِ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ تَعَالٰى وَبَيَانِ ذٰلِكَ اَلتَّشْمِيْتِ وَالْعَطَاسِ وَالتَّثَاؤُبِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচি দানকারী 'আল-হামদুলিল্লাহ' বললে তার জবাব দেয়া মুস্তাহাব এবং আল-হামদুলিল্লাহ না বললে জবাব দেয়া মাকরূহ। আর হাঁচি দেয়া, হাঁচির জবাব দেয়াও হাই তোলার নিয়ম-পদ্ধতি।

٨٧٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى كَانَ حَقًّا عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُوْلَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮৭৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ মহান আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। কাজেই যখন তোমাদের কেই হাঁচি দেয় এবং 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে যে কোনো মুসলমান তা শুনে তার উপর 'ইয়ারহামুকাল্লা' বলা জরুরী হয়ে যায়। আর হাই ওঠার ব্যাপারটি হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। কাজেই তোমাদের কারোর যখন হাই ওঠার উপক্রম হয় সে যেন তা সাধ্যমত চেপে রাখার ও দাবিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কারণ কেউ হাই তুললে তাতে শয়তান হাসে। (বুখারী)

٨٧٩– وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، فَلْيَقُلْ : يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮৭৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয়, তবে বলা উচিত ঃ "আল-হামদুলিল্লাহ!" এবং তার ভাই বা সাথীর বলা উচিত ঃ "ইয়ারহামুকাল্লা" (আল্লাহ তোমার ওপর রহমত বর্ষণ করুন।) তাঁর জন্য যখন বলা হয় 'ইয়ারহামুকাল্লাহ',তার জবাবে বলা উচিত ঃ 'ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকুম' – আল্লাহ তোমাদের সৎপথ দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা সঠিক করুন। (বুখারী)

٨٨٠– وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُوهُ فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهِ فَلَا تُشَمِّتُوهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৮০. হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে "আল-হামদুলিল্লাহ" বললে তার জবাবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে। আর যদি সে 'আল-হামদুলিল্লাহ' না বলে তাহলে "ইয়ারহামু কাল্লাহ" বলবে না। (মুসলিম)

٨٨١– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْهُ : عَطَسَ فُلَانٌ فَشَمَّتَّهُ وَعَطَسْتُ فَلَمْ تُشَمِّتْنِي ؟ فَقَالَ : هَذَا حَمِدَ اللَّهَ ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৮১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'জন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে হাঁচি দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজনের জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললেন এবং আর একজনেকে কিছুই বললেন না। যে ব্যক্তিকে তিনি কিছুই বললেন না সে বললো ঃ উমুক জন হাঁচি দিল তার জবাবে আপনি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললেন, আর আমার হাঁচির জবাবে কিছুই বললেন না? জবাবে তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলেছিল কিন্তু তুমি তা বলোনি। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٨٢– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ شَكَّ الرَّاوِي - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ -

৮৮২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হাঁচি দিতেন, মুখের উপর নিজের হাত বা কাপড় রাখতেন এবং হাঁচির আওয়াজ নিম্নগামী করতেন। বর্ণনাকারী সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেছেন যে তিনি 'হাফাদা' 'না' 'গাদ্দা' কোন শব্দটি বলেছিলেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٨٨٣- وَعَنْ أَبِىْ مُوْسَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ الْيَهُوْدُ يَتَعَاطَشُوْنَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَرْجُوْنَ أَنْ يَقُوْلَ لَهُمْ : يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ : يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ؛ وَالتِّرْمِذِىُّ -

৮৮৩. হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে উপস্থিত থাকার সময় ইচ্ছা করে হাঁচি দিতো। তারা আশা করতো, তাদের হাঁচির জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেকে বলবেন ঃ 'ইয়াহহামুকাল্লাহ' আর এর জবাবে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলবে ঃ 'ইয়াহদী কুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকুম'। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٨٨٤- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৮৪. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে, সে যেন তার নিয়ে মুখে চাপা দেয়। কারণ (মুখ খোলা পেয়ে তার মধ্যে) শয়তান প্রবেশ করে। (মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْمُصَافَحَةِ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَبَشَاشَةِ الْوَجْهِ وَتَقْبِيْلِ يَدِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ وَتَقْبِيْلِ وَلَدِهِ شَفَقَةً وَمُعَانَقَةِ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ، وَكَرَاهِيَةِ الْاِنْحِنَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ কারো সাথে সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করা এবং হাসি মুখ হওয়া আর নেক লোকের হাতে চুমা দেয়া, নিজের ছেলেকে সস্নেহে চুমা দেয়া এবং সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর সাথে গলাগলি করা মুস্তাহাব ও মাথা নোয়ানোর প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

٨٨٥- عَنْ أَبِىْ الْخَطَّابِ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسٍ : أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِىْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ : نَعَمْ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৮৮৫. হযরত আবুল খাত্তাব কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবাগণের মধ্যে কি মুসাফাহার প্রচলন ছিল? তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ। (বুখারী)

٨٨٦–وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮৮৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামনবাসীরা এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে এবং মুসাফাহা সহকারে তারাই প্রথমে এসেছে। (আবু দাউদ)

٨٨٧– وَعَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮৮৭. হযরত বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু'জন মুসলমান এমন নেই যারা সাক্ষাৎ হবার পর পরস্পর মুসাফাহা করে কিন্তু পরস্পর থেকে আলাদা হবার আগেই তাদের গুনাহ মাফ করে না দেয়াহয়। (আবু দাউদ)

٨٨٨– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيْقَهُ أَيَنْحَنِى لَهُ؟ قَالَ : لاَ قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ : لاَ : قَالَ : فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ : نَعَمْ - وَالتِّرْمِذِىُّ

৮৮৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্য থেকে কেউ যখন তার ভাই বা বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করে, সে যেন তার প্রতি মাথা নোয়াবে? জবাব দিলেন ঃ না। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ সে কি তাকে জড়িয়ে ধরবে চুমো খাবে? জবাব দিলেন, না। জিজ্ঞেস করলো ঃ তাহলে কি তার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মুসাফাহা করবে? জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ। (তিরমিযী)

٨٨٩– وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ يَهُوْدِيٌّ لِصَاحِبِهِ : اِذْهَبْ بِنَا إِلَى هٰذَا النَّبِيِّ فَأَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلاَهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إِلَى قَوْلِهِ: فَقَبَّلاَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ ، وَقَالاَ : نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৮৮৯. হযরত সাফওয়ান ইব্ন আস্সাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহূদী তার সাথীকে বললো ঃ আমাদের সেই নবীর কাছে নিয়ে চলো। কাজেই তারা দু'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলেন এবং তাঁকে "তিসআ'আয়াতিম বাইয়্যনাত"

(৯টি সুস্পষ্ট নিদর্শন– সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। এভাবে হাদীসের শেষাংশ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। যেখানে বলা হয় অতঃপর তারা দু'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে ও পায়ে চুমো দিলো এবং বললো ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি নিঃসন্দেহে আপনি নবী। (তিরমিযী)

٨٩٠– وَعَنْ أَبِىْ ابنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قِصَّةً قَالَ فِيْهَا : فَدَنُوْنَا مِنَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮৯০. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন ঃ তারপর আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকটবর্তী হলাম। আমরা তাঁর হাতে চুমো খেলাম। (আবু দাউদ)

٨٩١– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَدِمَ زَيْدُ بنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِىْ فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ يَجُرُّ ثَوْبَهُ ، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৮৯১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যায়িদ ইবনে হারিসা মদীনায় এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আমার গৃহে অবস্থান করছিলেন। যায়িদ (সাক্ষাৎ করার জন্য) তাঁর কাছে এলেন এবং দরজা টোকা দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কাপড় টানতে টানতে উঠে গেলেন এবং তাঁর সাথে কোলাকুলি করলেন ও তাঁকে চুমা খেলেন। (তিরমিযী)

٨٩٢– وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৯২. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহগ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ কোনো নেকীকে নগন্য মনে করো না, যদি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করার নেকীটি হয় তা-ও। (মুসলিম)

٨٩٣– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْحَسَنَ ابْنِ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لِأَقْرَعُ بنِ حَابِسٍ : إِنَّ لِىْ عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَيُرْحَمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৯৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ইবন আলীকে চুমো খেলেন। (তা দেখে) আকরা ইব্ন হাবিস বললেন, আমার তো ১০টি সন্তান আছে। কিন্তু তাদের একজনকেও চুমো খাইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ "যে অন্যের প্রতি স্নেহ মমতা করে না তার প্রতিও স্নেহ-মমতা করা হয়না"। (বুখারী ও মুসলিম)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىْ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ -

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত